‘বাংলাদেশের আন্দোলনেও যান’ বলে মমতাকে খোঁচা দিলীপের

পৃষ্ঠা ৩

বাংলার দিনকাল

দিল্লি ২৪০ রানে শেষ, আগুনে সামির ৪ উইকেট
পৃষ্ঠা ৮

Vol-20. Issue:-178 Banglar Dinkaal • www.banglardinkaal.com | ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬ | RNI NO. WBBEN/2007/24258 | মূল্য : ৩ টাকা

চেন্নাইয়ে নয়া মেট্রো সূচনায় তামিলনাড়ুর উন্নয়নের বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

● রবিবার চেন্নাইয়ে মেট্রোর পুনামাল্লি বাইপাস-ভাদাপালানি রুটের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী।

নিজস্ব সংবাদদাতা, চেন্নাই : রবিবার চেন্নাইয়ে মেট্রোর ফেজ ২-র পুনামাল্লি বাইপাস-ভাদাপালানি রুটের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৫ কিলোমিটারের এই মেট্রো রুটে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের সঙ্গে সফরও করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই মেট্রো রুট তৈরিতে খরচ পড়েছে ৪৯০০ কোটি টাকা। যাত্রাপথে পড়বে ১১টি স্টেশন। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, সরকার বদলাতে পারে, কিন্তু তামিলনাড়ুর উন্নয়ন এবং সেখানকার মানুষের সেবা করার বিষয়ে তাঁর অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। এই যাত্রাকে তাঁরা এখন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের হাত ধরেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বলে জানান মোদি। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ আমরা কাজ শেষ হওয়া বহু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করছি। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত সহজ করবে, আবার কিছু প্রকল্প শিল্প ও বাণিজ্যকে শক্তিশালী করবে। সম্মিলিতভাবে এগুলি তামিলনাড়ুর যুবসমাজকে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে।" তামিলনাড়ুর ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন ক্ষেত্র এবং ছোট শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে মোদি জানান, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগের ফলে আজ গোটা দেশের পাশাপাশি উপকৃত হচ্ছে তামিলনাড়ুও। রাজ্যে একটি আধুনিক লুব্রিকেন্ট ও লুব্রিকেন্ট-ভিত্তিক তেল প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। মেট্রো উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নিজে টিকিট কেটে স্টেশনে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ৫০০ ভারতনাট্যম শিল্পী। এরপর পরুর বাইপাস স্টেশন থেকে পুনামাল্লি পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সফর করেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য আধিকারিকরাও।

একইসঙ্গে এদিন চেন্নাইয়ের নন্দমবক্কমে চেন্নাই ট্রেড সেন্টারে ‘জয়গোপাল গড়োদিয়া হিন্দু বিদ্যালয়’-এর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে তরুণ প্রজন্মকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘আজ গোটা বিশ্ব সমাধানের পথ খুঁজছে, আর সেই সমাধান দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের রয়েছে। আমি চাই প্রতিটি তরুণ যেন নিজের ভবিষ্যৎকে একটি বড় ক্যানভাসে দেখে। কারণ এটি আপনাদের সময়, আপনাদের সুযোগ।"

বারাণসীর সাংসদ হিসেবে নিজেকে কাশী বা বারাণসীর প্রতিনিধি উল্লেখ করে কবি ভারতিয়ারের লেখা উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভয়হীনভাবে বাঁচার মন্ত্রেই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। আমি আপনাদের সকলকে বলব, ভয়ডরহীনভাবে বাঁচার সুযোগ দিন নিজেদের। নিজেদের আইডিয়া নিয়ে কাজ করুন, বড় স্বপ্ন দেখুন, আলাদাভাবে চিন্তা করুন এবং নির্ভীক থাকুন।"

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সতর্কতার বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পুজোর আগে ফের ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত। পরিসংখ্যান বলছে, শীর্ষে মুর্শিদাবাদ। এই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি। এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের সাম্প্রতিক ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ২০২ জন। তবে যে সমস্ত রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর চিন্তাভাবনা করছে। বিশেষ নজরদারিও চালাচ্ছে। জেলা ভিত্তিক তথ্যে দেখা গিয়েছে, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ রয়েছে। সেখানে বর্তমানে ৫৮ জন সক্রিয় ডেঙ্গি রোগী রয়েছেন। এরপরে আছে কলকাতা শহর। আক্রান্তের সংখ্যা ২৮। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ১৭ জন এবং হুগলি ও মালদায় ১৩ জন করে সক্রিয় আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। সংক্রমণের তালিকায় কলকাতা সংলগ্ন শহরতলি ও হলদিয়াও রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যে বর্তমানে মোট ২৭টি বিশেষ ক্যাম্প করা হচ্ছে। মানুষকে সচেতন থাকার কড়া বার্তা দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, মশারি ব্যবহার এবং মশা তাড়ানোর তেল ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। বাড়ির ভিতরে বা আশপাশ এলাকায় কোনওভাবেই যেন জল জমে না থাকে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে ফুলের টব, খালি বোতল, পুরনো টায়ার, চিপস ও সিগারেটের পড়ে থাকা প্যাকেটের জমা জল অবিলম্বে পরিষ্কার করার বার্তা দেন তিনি।

ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সিজেপি-র
‘আইন মানেনি’ ব্যাখ্যা দিল্লি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : শনিবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর-মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন আন্দোলনের ডাক দেওয়া অভিজিৎরা।

মুম্বই থেকে বিমান দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের পরই পুলিশের একটি দল বিমানের ভিতর থেকে দিপকে, আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাসকে আটক করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। রবিবার দিল্লির আদালত মুক্তি দিয়েছে তিন 'ককরোচ' নেতাকে। তবে শর্ত দেওয়া হয়, আগামী এক বছর তাঁরা কোনও অশান্তি তৈরি হতে পারে, এমন কোনও কাজে জড়াবেন না। হেফাজত থেকে মুক্তির পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্জে ওঠেন দিপকে। একের পর এক পোস্টে 'ভীতু' ও 'স্বৈরাচারী' বলে তোপ দাগেন। একটি পোস্টে তিনি দাবি করেন, “১০ অক্টোবর তারিখটি ইতিহাসে এই স্বৈরতন্ত্রের পতনের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।” যদিও সিজেপির এই আন্দোলনকে দেশের শান্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন কঙ্গনা রানওয়াত। একই সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে, এমন বিভিন্ন শক্তির প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে আন্দোলনের জেরে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকেও নজর রাখার কথা বলেছেন বিজেপি সাংসদ।

রবিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সৌরভের অভিযোগ করলেন, দিল্লি পুলিশ জোর করে বিমানে প্রবেশ করে তাঁদের কার্যত ‘অপহরণ’ করেছে। তাঁদের আটক করার কোনও সরকারি নথিও দেওয়া হয়নি। পরে তাঁদের আলাদা আলাদা জায়গায় নিয়েও যাওয়া হয়। আইনজীবীদের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি।

সৌরভের আরও অভিযোগ, আইনি কাগজপত্র ছাড়াই তাঁদের ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। সিজেপি নেতৃত্বের সন্দেহ, পুলিশ তাঁদের ফোন ‘হ্যাক’ বা ‘ক্লোন’ করে থাকতে পারে। এমন কিছু তথ্যও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, যা দেখিয়ে পরে তাঁদের ফাঁসানো হবে। তিনি আরও বলেন, ‘সারা দেশে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সতীর্থদের সঙ্গে কাস্টোডিয়াল ভায়োলেন্স করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট কোথায় গেল? রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সঙ্গেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গেও যুদ্ধ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশবাসীকে আবেদন করছি, যে যেখানে আছেন, সেখানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে শুরু করুন।’ সৌরভের অভিযোগ, তাঁকে আর কে পুরম এলাকায় আটক করে রাখা হয়েছিল। বাকি দু’জনকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এদিন দীপকে বলেন, “দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন হয়েছে। গত ৭২ ঘণ্টায় যা যা হয়েছে তা জরুরি অবস্থাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের আন্দোলন চলবে।” সিজেপির মুখপাত্র আশুতোষের অভিযোগ, “দিল্লি পুলিশ আমাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে। শনিবার যখন দীপককে তাঁর ঠাকুমার মৃত্যুর খবর জানানো হয়, তখন পুলিশ অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।” সিজেপি-কে দিল্লিতে ধর্নায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে তাঁরা যে অভিযোগ তুলেছেন সেই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এদিন বিকেলে দিল্লির ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) নেহা যাদব জানান, গত জুলাই মাসে যন্তর মন্তরে অবস্থান চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি-কে। কিন্তু সেই সময় তারা আইন মেনে কাজ করেনি বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ। ডিসি বলেন, “এর আগে যখন (কর্মসূচির জন্য) অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা (সিজেপি) আইন মানেনি। তাদের জমায়েতে থাকা অনেকে পাথর ছুড়েছিলেন, অস্ত্র এনেছিলেন। এর ফলে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল।”

আরেকটা ‘জাহাজ বাড়ি’ যেন না হয়, কর্মীদের সতর্কতা শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : দুর্গাপুজোর আগে রবিবার নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ার এক শারদ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপনির্বাচনের রেকর্ড ভোটে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রটি জয়ের পর এদিন প্রথম সেখানে গেলেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, “আমি আজীবন নন্দীগ্রামের ভোটার হয়ে থাকব এবং এখানকার মানুষের উন্নতিক্রমে কাজ করে যাব। নতুন বিধায়ক হাসিরানি রথ আপনাদের সেবিকা হিসেবে প্রতিটি দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ধাপে ধাপে সেগুলির সব ক’টি রক্ষা করা হবে।‘

এর পরেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের উদ্দেশে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানকার সুবিশাল ‘জাহাজ বাড়ি’। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে সেই জাহাজ বাড়ি। এবার সেই প্রসঙ্গ তুলেই দলীয় কর্মীদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, যিনি কয়েকদিন আগেও এখানকার বিধায়ক ছিলেন। তিনি বললেন, ‘‘কেউ এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে লোকে বলতে পারে, আরেকটা জাহাজ বাড়ি তৈরি হয়েছে।”

দলের কর্মীদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, “কেউ এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে সাধারণ মানুষ আঙুল তুলে বলতে পারে— যার জেরে মানুষ ফের বলতে বাধ্য হয় যে এলাকায় আরও একটি জাহাজ বাড়ি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।”

এদিন সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে ‘শহিদ এবং আহত’ পরিবারের প্রতি সম্মাননাজ্ঞাপন কর্মসূচিতে রেয়াপাড়ায় ছিলেন শুভেন্দু। সঙ্গে ছিলেন নন্দীগ্রামের নবনির্বাচিত বিধায়ক হাসিরানি, শুভেন্দুর সহোদর তথা সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী প্রমুখ। তাঁর ছেড়ে দেওয়া নন্দীগ্রাম আসনে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বার্তা, ‘‘দল-সংগঠন এবং সর্বোপরি মানুষকে নিয়ে চলবেন। ঔদ্ধত্য, অহংকার, চালচলন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত নেতারা আচার-ব্যবহার ঠিক রাখবেন।’’

পুজোর পর রাজ্যের নয়া শিল্প নীতি লাগুর ভাবনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : রাজ্যে শিল্প টানতে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নয়া নীতি আনতে চলেছে সরকার। দুর্গা পুজোর পর নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সেই শিল্পনীতির অংশ হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেখান উল্লেখ করা হবে, যে কারখানা যত বেশি কর্মী নিয়োগ করবে, তারা তত বেশি সরকারি সুবিধা পাবে। পাশাপাশি, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে বিনিয়োগ করলেও মিলবে বিশেষ আর্থিক উৎসাহ ভাতা বা ইনসেনটিভ। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এই প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে, তার আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর থেকে এই প্রস্তাব পেশের ছাড়পত্র নেবে সরকার। নতুন এই প্রস্তাব অনুযায়ী, কর্মী নিয়োগের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সরকার সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেবে। কোনও শিল্প সংস্থা যদি অন্তত ১০০ জন কর্মীকে নিয়োগ করে, তবে ওই কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ খরচের ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করবে। আর কারখানায় কর্মীর সংখ্যা বেড়ে যদি ৫০০ হয়, তবে পিএফ খরচের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সরকার মেটাবে। মূলত কারখানায় বেশি সংখ্যক স্থানীয় মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই আমাদের মূল লক্ষ্য। শিল্পপতিরা যাতে আরও বেশি কর্মী নিয়োগে উৎসাহ পান, সেই কারণেই পিএফের একটি বড় অংশ সরকারের তরফ থেকে বহন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।‘ নবান্ন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল আলাদা করে রেখেছে রাজ্য সরকার। এছারাও কর্মী নিয়োগে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি শিল্পপতিদের জন্য আরও বেশ কিছু সুবিধার কথা বলা হয়েছে এই প্রস্তাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যুতের মাশুল মুকুব এবং কারখানার আশেপাশের রাস্তাঘাট বা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষ সহায়তা। বিনিয়োগকারীদের যাতে প্রশাসনিক ছাড়পত্রের জন্য বিভিন্ন দফতরের দ্বারে ঘুরতে না-হয়, তার জন্য সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে খসড়ায়।

খামখেয়ালি আবহাওয়ায় শেষ মুহূর্তে ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর: দুর্গাপুজো মানেই ঢাকের তালে ধুনুচি নৃত্য। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৃত্য পুজো মণ্ডপগুলিতে আগের তুলনায় কিছুটা কম দেখা গেলেও এখনও বিসর্জনের সঙ্গে ধুনুচির যোগ অটুট। ধুনুচিতে নারকেলের ছোবড়া ও ধুনো জ্বালিয়ে ঢাকের তালে নাচের সেই দৃশ্য এখনও বাংলার পুজোর অন্যতম পরিচিত ছবি। তাই ধুনুচি থেকে প্রদীপ—পুজোর নানা মাটির সামগ্রী তৈরিতে এখন ব্যস্ত বাংলার মৃৎশিল্পীরা। পশ্চিম মেদিনীপুর শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জাবাজারের কুমোরপাড়ায় এখন এক মুহূর্তও ফুরসত নেই শিল্পীদের। ধুনুচি, মাটির প্রদীপ, সরা, জাকপ্রদীপ, জাক হাঁড়ি, দ্বারঘট, স্ট্যান্ড প্রদীপ-সহ পুজোর নানা সামগ্রী তৈরিতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন কারিগররা। বিভিন্ন দোকান ও পুজো কমিটির কাছ থেকে বরাত যেমন আসছে, তেমনই খুচরো বিক্রিও চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত অর্ডার পৌঁছে দিতে পরিবারের পুরুষ, মহিলা থেকে ছোটরাও এই কাজে হাত লাগিয়েছেন।

কুমোরপাড়ার বাড়ির উঠোন, রাস্তার ধারে কিংবা ছাদ—সর্বত্র সারি দিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে ধুনুচি, প্রদীপ-সহ নানা মাটির সামগ্রী। রোদে শুকোনো, রোদ থেকে ঘরে তুলে নেওয়া, ভাটিতে পোড়ানো—সব কাজই চলছে একসঙ্গে। তারই মধ্যে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অর্ডার নিয়ে কথাও চলছে। তবে এ বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কাজ

কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন শিল্পীরা। বৃষ্টির কারণে কিংবা পর্যাপ্ত রোদ না ওঠায় মাটির সামগ্রী ঠিকমতো শুকোতে দেওয়া যাচ্ছে না। আবার মাটির জিনিস পোড়ানোর জন্য কাঠের জোগান নিয়েও সমস্যা হয়েছে। বেশিরভাগ কাঠ ভেজা থাকায় ভাটিতে পোড়ানোর কাজ ব্যাহত হয়েছে। এখন রোদ ওঠায় সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে জোরকদমে কাজ চলছে। কুমোরের চাকায় মাটি ফেলে আঙুলের কারসাজিতে একের পর এক সামগ্রী তৈরি করছেন কারিগররা। ধুনুচি তৈরির কাজও বেশ কয়েকটি ধাপে হয়। প্রথমে তৈরি হয় ধুনুচির উপরের গোল অংশ, আলাদাভাবে তৈরি করা হয় নিচের স্ট্যান্ড এবং হাতল। পরে তিনটি অংশ জুড়ে তৈরি হয় সম্পূর্ণ ধুনুচি। একসময় হাতে ঘোরানো কুমোরের চাকাই ছিল ভরসা। এখন অধিকাংশ কারিগররা বৈদ্যুতিক চাকা ব্যবহার করছেন। এতে সময় অনেকটাই কম লাগে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।তবে মাটির সামগ্রী তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় মৃৎশিল্পীরাও। মির্জাবাজারের মৃৎশিল্পী উত্তম পাল জানান, আগে এক বস্তা মাটির দাম ছিল ২২০-২৩০ টাকা। এখন বস্তাপিছু প্রায় ২০ টাকা বেড়েছে। অন্যদিকে, মাটির জিনিস পোড়ানোর কাঠের দামও বেড়েছে। আগে প্রতি কুইন্টাল ৮০০-৯০০ টাকায় কাঠ পাওয়া গেলেও এখন তা প্রায় ১২০০ টাকা কুইন্টাল দরে কিনতে হচ্ছে।

ধুনুচির দাম আকার ও ধরন অনুযায়ী ১০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত। উত্তম পালের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ধুনুচির চাহিদা বেশ ভালো। মৃৎশিল্পী মলয় দাসও জানিয়েছেন, পুজোর সময় ধুনুচি-সহ বিভিন্ন মাটির সামগ্রীর চাহিদা বরাবরই থাকে। তবে মাটি, কাঠ-সহ উৎপাদনের উপকরণের দাম বাড়লেও সেই অনুযায়ী মাটির সামগ্রীর দাম বাড়েনা। দাম বাড়ালে অনেক ক্রেতাই তা কিনতে চাইছেন না। সব মিলিয়ে পুজোর আগে মির্জাবাজারের কুমোরপাড়ায় এখন ব্যস্ততার ছবি। কুমোরের চাকায় ঘুরছে মাটি, ভাটিতে পুড়ছে মাটির সামগ্রী, উঠোনে সারি দিয়ে শুকোচ্ছে ধুনুচি-প্রদীপ। আর সেই মাটির ধুনুচিই কয়েকদিন পর ধুনোর ধোঁয়া আর ঢাকের তালে ফিরিয়ে আনবে বাংলার পুজোর চেনা আবহ।

শারদীয়া উপলক্ষে হাওড়ার ব্যাঁটরা অনাথ বন্ধু সমিতির উদ্যোগে বস্ত্র উপহার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে এই উদ্যোগে বস্ত্র তুলে দিয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়। শারদোৎসবের আবহে মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরল এই সংস্থা।

বাঁকুড়ায় এমএলএ কাপ ফুটবলে উদ্বোধনী থেকে সমাপ্তিতে চমক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: এমএলএ কাপ-২০২৬ ফুটবল টুর্নামেন্ট নজিরবিহীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবিবার সকালে সূচনা করা হয়। দেশমাতৃকার প্রতিকৃতি ফটোয় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সূচনা করা হয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টের। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা ও জেলা শাসক অনীশ দাশগুপ্ত সম্মিলিত ভাবে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এসময় " জয় ভারত মাতা কি জয় " শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে স্টেডিয়াম। আদিবাসী নৃত্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্যানুষ্ঠান এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলে। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে ১০টি দল অংশ নিচ্ছে। এই টুর্নামেন্টকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ, আতসবাজি এবং লেজার শো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বাঁকুড়া স্টেডিয়ার ছিল দর্শকে পরিপূর্ন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, এই মেঘাটুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০ বছর পর স্টেডিয়াম সংস্কার করা হয়েছে বিধয়কের নজরদারিতে।

সেনাবাহিনীতে ২৪ বছর কাটিয়ে গ্রামে ফিরে পেলেন সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: ২৪ বছর ধরে দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে অবসর নিয়ে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির বাড়িতে ফিরলেন ইন্ডিয়ান আর্মি টেকনিক্যাল কোর এর সৈনিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। শুক্রবার সন্ধ্যায় গঙ্গাজলঘাটির মাটিতে পা রাখতেই সস্ত্রীক তাঁকে ঘিরে ধরেন এলাকার বাসিন্দারা। ফুল মালায় বরণ করে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে প্রাক্তন সেনা কর্মীদের সংগঠন গঙ্গাজলঘাটি ব্লক ভেটেরান্স ফোরাম এর মঞ্চে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরাও তাঁকে সংবর্ধিত করে গর্ব প্রকাশ করেন। সংগঠনের কর্মকর্তা প্রাক্তন সেনাকর্মী বিমান সিংহ বলেন, আমরা দেশ মায়ের কাছে আত্মোৎসর্গ করে রেখেছি। বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ২৪ বছর ধরে যে পরিষেবা দিয়ে এসেছেন আগামী দিনেও ভারতমাতার রক্ষার জন্য সেভাবেই আমরা সজাগ থাকবো।

মানবিক উদ্যোগ ভাটোরা পুলিশের, দুঃস্থদের হাতে দেওয়া হল নতুন পোশাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে মানবিক উদ্যোগ নিল হাওড়ার ভাটোরা পুলিশ। উৎসবের আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভাটোরা থানার আইসির উদ্যোগে রবিবার আয়োজন করা হয় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির। এই কর্মসূচিতে এলাকার দুঃস্থ শিশু, মহিলা ও প্রবীণ নাগরিকদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা সার্কেল ইনস্পেক্টর (সিআই) এবং জয়পুর থানার ওসি। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। পুলিশের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

নবান্নের অদূরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

সুমন আদক, হাওড়া: পুজোর মুখে নবান্নের অদূরে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট এলাকায়। শরৎ চ্যাটার্জি রোডে দুটি বহুতল বাড়ির মাঝের রাস্তা থেকে অঞ্জন চক্রবর্তী (৩৫) ওরফে ছোটকার দেহ উদ্ধারের পর থেকেই স্থানীয়দের মনে একটাই প্রশ্ন—কীভাবে মৃত্যু হল তাঁর ? রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, শরীরেও রক্তের দাগ ছিল। পাশে পড়ে থাকা একাধিক লোহার পেরেক এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ঘটনাটিকে ঘিরে রহস্য আরও বাড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। খুন, নাকি অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু—দুই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা বাপি দত্তের কথায়, ছোটকার কোনও পরিচিত শত্রু ছিল বলে তাঁদের জানা নেই। তিনি নেশা করতেন, তবে ইলেকট্রিকের কাজেও দক্ষ ছিলেন। গত কিছুদিন ধরে অবশ্য নিয়মিত কাজ করছিলেন না। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে এলাকায় নানা কথা শোনা গেলেও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না কেউ। আরেক বাসিন্দা প্রিয়া শেঠ জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ছোটকাকে দেখেছেন তিনি। যুবক একটি কাঠের গোলায় কাজ করতেন, ইলেকট্রিকের কাজও জানতেন। অবিবাহিত ছোটকা একাই ভাড়া থাকতেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, প্রথমে রাস্তায় যুবককে পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি বুঝতে পারেননি তাঁরা। পরে পুলিশের উপস্থিতি বাড়তে থাকায় ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারেন। স্থানীয়দের একাংশের মুখে যুবককে খুন করার আশঙ্কার কথা শোনা গেলেও পুলিশের তরফে এখনও তা নিশ্চিত করা হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে যুবকের নেশা করার বিষয়টি উঠে এসেছে। নেশার ঘোরে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলেও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে দেহের পাশে লোহার পেরেক উদ্ধার এবং আঘাতের ধরন নিয়ে প্রশ্ন থাকায় ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে তদন্তকারীরা। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাঁচলায় বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁচলা: বাড়ির সামনের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের জেরে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম নির্মল খাটুয়া (৭৪)। ঘটনাটি পাঁচলার জুজারসাহা গ্রামের। পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশীর পরিবারের সদস্যরা প্রায় ১৫ দিন আগে নির্মলবাবুর বাড়ির সামনের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেন। এরপর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাড়তে থাকে। অভিযোগ, বাধ্য হয়ে ঘুরপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হত বৃদ্ধকে। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এবং আত্মীয়স্বজনের তাঁর বাড়িতে আসার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের। বিষয়টি নিয়ে বারবার প্রতিবেশীদের জানানো হলেও কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এই পরিস্থিতির জেরেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নির্মলবাবু। শনিবার গভীর রাতে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে 'আত্মঘাতী' হন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর আগে একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন বৃদ্ধ। সেই নোটে তিনজনের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাঁচলা থানার পুলিশ নোটটি উদ্ধার করেছে। রবিবার সকালে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাড়িতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাঁচলা থানার পুলিশ ও র‍্যাফ। পরিবারের সদস্যরা ঘরের মধ্যে মৃতদেহ আটকে রাখেন বলে অভিযোগ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোকজন। রাস্তা বন্ধের অভিযোগ এবং বৃদ্ধের মৃত্যুর নেপথ্যে প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সুইসাইড নোটের বিষয়বস্তু ও পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছেন আধিকারিকরা।

১৭৩ বছরের প্রথা মেনে বাঁকুড়ায় দুর্গা সাজলেন রণসাজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : দেবী দুর্গাকে শনিবার প্রাচীন প্রথা মেনে সাজানো হল রণসজ্জা। দেবীর হাতে একের পর এক অস্ত্র তুলে দেওয়া হল। ১৭৩ বছরের ঐতিহ্য অনুসারে মহালয়ার পর পিতৃপক্ষের শেষে ও মাতৃপক্ষের শুরুতে বাঁকুড়ার বড় যোলোআনা দুর্গা মন্দিরে দেবীকে শনিবার সাজানো হল রণসাজে। এদিন মৃৎশিল্পী তারক চন্দ দেবী দুর্গার হাতে একের পর এক অস্ত্র তুলে দেন। দেবীর এই রণসাজে সাজা দেখতে শহরবাসীদের ব্যাপক ভীড় লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী তারক চন্দ জানান একটানা তিনপুরুষ ধরে তাদের পরিবারের সদস্যরাই এই প্রতিমা গড়ে আসছেন। তিনি ২০ বছর ধরে বড় যোলোআনার মন্দিরে প্রতিমা গড়ে আসছেন। যেহেতু মা মহালয়ার দিন রণসাজে সাজেন তাই মহালয়ার আগে প্রতিমা গড়া এবং সাজানোর কাজ শেষ করতে হয়। প্রতিবছর মায়ের জন্য কলকাতার কুমারটুলি থেকে ডাকের সাজ এনে সাবেকি একচালার দেবী প্রতিমা সাজানো হয় মহালয়া আগেই। মহালয়ার দিন শুধু দেবীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এবার মহাষষ্টির দিন মাকে সাজানো হবে অলঙ্কারে জগতের মা হিসাবে।

বড়যোলোআনা দুর্গাপূজা কমিটির সাধারন সম্পাদক নান্টু কুন্ডু বলেন যে এবছর তাদের দুর্গাপূজা ১৭৩ বছরে পা দিল। এই দুর্গাপূজা জেলার ঐতিহ্যবাহী পূজাগুলির একটি। মহালয়ার দিন থেকে কার্যত দেবীর আরাধনার কাজ শুরু হয়ে গেল। দেবীর এই রণসাজ দেখতে আসা রানীগঞ্জ মোড়ের দেবিকা কুন্ডু ও অনামিকা পোদ্দার জানান যে এই দুর্গা দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। তাই প্রতিবছর এদিন তারা মায়ের রণসাজ দেখতে আসেন।

বাঘরোল বাঁচাতে 'বাঘরোল বন্ধু', প্রথম পর্যায়ের কাজ সফল, এবার লক্ষ্য সংরক্ষিত আবাসস্থল গড়ে তোলা

সুমন আদক, হাওড়া: জলাভূমি বাঁচলেই বাঁচবে বাঘরোল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী মেছোবিড়াল বা বাঘরোলের অস্তিত্ব রক্ষায় হাওড়ায় শুরু হওয়া 'বাঘরোল বন্ধু' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হল। জলাভূমি ভরাট, রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কা এবং মানুষের অসচেতনতার কারণে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে এই বন্যপ্রাণী। কোথাও হাঁস-ছাগল শিকারের অভিযোগে, আবার কোথাও চিতাবাঘ ভেবে আতঙ্কের বশে বাঘরোলকে মেরে ফেলার ঘটনাও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে বাঘরোলের নিরাপদ অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট এবং ওয়ান ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া কালেক্টিভ নামে দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের উদ্যোগে 'বাঘরোল বন্ধু' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে হাওড়ার বাগনান ও আমতা এলাকার চারটি বিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়। বিদ্যালয়গুলির আশপাশের গ্রামগুলিতে বাঘরোলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ভূঁয়েড়া বি.এন.এস হাইস্কুল, বাঙালপুর ইউ.সি হাই স্কুল, মুগকল্যান হাইস্কুল এবং তাজপুর এম.এন রায় ইন্সটিটিউশন। বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের জলাভূমির গুরুত্ব, বাঘরোলের জীবনযাত্রা এবং তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে ছবি ও ভিডিও দেখানো হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে সংবর্ধনা এবং জলাভূমি ও বাঘরোল নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বাঙালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে। এই প্রদর্শনীতে শিল্পাঙ্কন অঙ্কন স্কুলের প্রায় ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী ও লেখিকা ডঃ ঐশিমায়া সেন নাগ, উলুবেড়িয়ার এসডিপিও ঈশান সিনহা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের সিনিয়র এডুকেশন অফিসার ডঃ সম্রাট চক্রবর্তী, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী শুভজিৎ মাইতি এবং হাওড়া বন বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি রেঞ্জার উত্তম মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। একই সঙ্গে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঝুঁকি নিয়ে বিপদগ্রস্ত বন্যপ্রাণী উদ্ধারের কাজে যুক্ত হাওড়া বন বিভাগের ১০ জন বনকর্মীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উদ্যোক্তাদের দাবি, বাঘরোল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধু বন দফতরের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই স্কুলপড়ুয়াদের মাধ্যমে জলাভূমি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্টের সভাপতি চিত্রক প্রামাণিক জানান, 'বাঘরোল বন্ধু' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে চারটি বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জলাভূমি ও মেছোবিড়াল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে সরকারি সহযোগিতায় হাওড়া জেলায় বাঘরোলের বসবাসের উপযোগী একটি অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত আবাসস্থল গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। জলাভূমি রক্ষা, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র তৈরি—এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই হাওড়ায় বাঘরোল সংরক্ষণের লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন উদ্যোক্তারা।

বজরঙবলীর মন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: দেবী পক্ষের সূচনা লগ্নে ও নবরাত্রির আবহে ভক্তির জোয়ারে ভেসে রবিবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার জ্যোতিষ গ্রাম বলে খ্যাত কাপিষ্ঠা মোড়ে বজরঙবলীর নবনির্মিত মন্দিরের দারোদঘাটন হল। উদ্বোধক ছিলেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ। প্রখ্যাত পন্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ গোপালশরণ দ্বিবেদীর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্বামীজির সঙ্গে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করেন বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজকর্মী গৌতম মিশ্র, বিজেপি নেতা অজয় ঘটক, মহিলা নেত্রী বন্দনা সিংহ, আনন্দদুলাল মিশ্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গুণীজন। মন্দিরের দারোদঘাটনের পর বজরঙবলীর মূর্তি গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপনের পর জপতপ,পূজাপাঠ ও হোম কুন্ডে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ বলেন, হিন্দু ধর্মে বজরংবলী বা শ্রী হনুমান হলেন, একাধারে শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত অন্যদিকে শক্তি ও বীরত্বের প্রতীক। তাঁকে কলিযুগের অন্যতম জাগ্রত দেবতা এবং সংকটমোচন বলা হয়। পন্ডিত গোপালশরণ দ্বিবেদী বলেন, হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী হনুমানজি হলেন স্বয়ং মহাদেব শিবের একাদশ রুদ্রাবতার। তাঁর শরীর বজ্রের মতো শক্তিশালী হওয়ার কারণে তাঁকে 'বজরংবলী' বলা হয়। তিনি অষ্টচিরঞ্জীবীর একজন এবং কলিযুগেও ভক্তদের রক্ষায় পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ বলেন, আমাদের রাজ্যের মানুষ হিন্দুত্ব ভুলতে বসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও চিরন্তনী সনাতন ধর্মের কথা তুলে ধরা হয়নি। বর্তমানে দিকে দিকে রাম মন্দির, হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। উদ্যোগী বজরঙবলী ট্রাস্টির বাবু দুবে, অভিষেক দ্বিবেদী, জগন্নাথ প্রামাণিক, রাণা সিংহ,কাজল দুবে, বাবলা সিংহ, অনিমেষ সিংহ, সুজয় মন্ডলরা জানান, দেবীপক্ষের শুভারম্ভে নবরাত্রির পূণ্য লগ্নে আবেগঘন ভক্ত সমাবেশে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো তাতে পুজোর সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা হবে।

দাসনগরে শিশুদের নতুন পোশাক উপহার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

সুমন আদক, হাওড়া: পুজোর আনন্দ থেকে কোনও শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্যোগে হাওড়ার দাসনগরে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বাবা-মা ও বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। আয়োজক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জানান, শীতের মরশুমে পথের ধারে অসহায় মানুষকে কষ্ট পেতে দেখে তাঁদের হাতে কম্বল তুলে দিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করা হয়। একইভাবে, আর্থিক অনটনের কারণে যেসব শিশু নতুন পোশাক কিনতে পারে না এবং পুরনো, ছেঁড়া জামাকাপড় পরে দিন কাটায়, তাদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই সামান্য উপহারের আয়োজন। উৎসবের মরশুমে নতুন পোশাক পেয়ে খুশি ছোট ছোট শিশুরা। সংস্থার এই উদ্যোগে পুজোর আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তাও উঠে এল।

জোয়ার-ভাঁটা

সোমবার, ১২ অক্টোবর ২০২৬-এর কলকাতার হুগলি নদীর (গার্ডেন রিচ) জোয়ার ও ভাঁটার সম্ভাব্য সময়সূচি:

জোয়ার-ভাঁটার সময়সূচি

প্রথম জোয়ার : ভোর ১:৪৮ মিনিট (উচ্চতা প্রায় ৬.১৫ মিটার / ৫.৬৮ মিটার)

প্রথম ভাটা (নিম্ন জোয়ার): সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে ১০:৪৩ মিনিট

দ্বিতীয় জোয়ার (উচ্চ জোয়ার): দুপুর ১:৪৯ মিনিট থেকে ২:০৫ মিনিট (উচ্চতা প্রায় ৫.৭৯ - ৫.৪৯ মিটার)

দ্বিতীয় ভাটা (নিম্ন জোয়ার): রাত ৯:৪২ মিনিট থেকে ১০:৫১ মিনিট

আজকের রাশিফল

মেষ-আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করুন; আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং ব্যবসায়িক বা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ- স্পষ্ট বিচারবুদ্ধি ও সরাসরি যোগাযোগ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে; অন্যের মন বোঝার চেষ্টা না করে সরাসরি কথা বলুন।

মিথুন- বিরোধী মতামত বা পরস্পরবিরোধী অগ্রাধিকারের কারণে কিছুটা মানসিক টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। আপনার অনুভূতি সম্পূর্ণ বৈধ, তাই নিজের হৃদয়ের কথা শুনুন।

কর্কট- দৃঢ়সংকল্প এবং সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আপনি পুনরায় গতি ফিরে পাবেন। মনের ভেতর জমানো আবেগ প্রকাশ করার মুহূর্ত এটি।

সিংহ- অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা না করে আজ নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপর ভরসা রাখুন এবং স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত সাফল্য উপভোগ করুন।

কন্যা- মানসিক শান্তি ও সহায়তাকারী সংযোগগুলি আপনার আজকের দিনটিতে উষ্ণতা এবং আবেগগত পূর্ণতা এনে দেবে।

তুলা- কোনো অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি বা ছোটখাটো হতাশা আপনার মনোযোগ দাবি করতে পারে। তবে ভারসাম্যের সাথে সিদ্ধান্ত নিন।

বৃশ্চিক- পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় কিছুটা মনঃসংযোগ ব্যাহত হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে হিসাব-নিকাশ সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করুন।

ধনু- কোনো অর্থপূর্ণ পছন্দ বা অংশীদারিত্ব আজ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এটি।

মকর- নতুন কৌতূহল এবং তথ্য আপনার আগামী দিনের পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে। কাজে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন।

কুম্ভ- পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, যা আপনাকে দৃঢ় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করবে।

মীন- আশাবাদ, স্পষ্টতা এবং ইতিবাচক গতি আজ আপনার সারাদিনকে উজ্জ্বল ও আনন্দময় করে রাখবে।

মমতা-তৃণমূল থেকে কংগ্রেস পুরভোটে নয়া প্রার্থীর খোঁজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : উৎসবের মরশুম শেষ হলেই হতে চলেছে পুরভোট। আর তার আগে প্রার্থীদের খোঁজে বায়োডাটা বা তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করতে শুরু করেছে মমতাপন্থী তৃণমূল এবং কংগ্রেস। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনের 'হাওয়া' বুঝেই পুরভোটে পুরোদমে নামতে চলেছে কংগ্রেস। আর প্রার্থীতালিকায় এবার নয়া চমকের প্ল্যান কংগ্রেস শিবিরের হাতে। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর দুই কেন্দ্রের কিছুটা হলেও ভাল ফল করেছে কংগ্রেস। বিরোধী শক্তি হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। আর এরপরেই, পুর ভোটের প্রার্থী খোঁজে বায়োডাটা সংগ্রহ শুরু করছে কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, এই অবস্থায় দলের কর্মী ও নেতা যারা কলকাতা ও হাওড়া পুর নির্বাচনে লড়তে আগ্রহী তাঁরা রাজ্য কংগ্রেস প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট ফর্ম-এ আবেদন পত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদন তাঁরা তাঁদের জেলা অফিসে বা বিধান ভবন-এ এসে জমা করে যাবেন। যেখানে আবেদনকারী তাঁর 'বায়ো ডেটা'-সহ সমস্ত কিছুর বিবরণ দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল করেও এই আবেদন পত্র জমা করা যাবে। শুধু কংগ্রেসই নয়, মমতাপন্থী তৃণমূলও একইসঙ্গে বায়োডাটা সংগ্রহের কাজে নেমেছে। আগামী ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই আবেদন পত্র জমা দেওয়া যাবে। অন্যদিকে কালীঘাট তৃণমূল শিবির নয়া মুখের খোঁজ চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, অতীতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে বায়োডাটা সংগ্রহের বক্স বসানো হত। যদিও সেই বক্সে জমা পড়া বায়োডাটা খতিয়েও দেখা হত না। বিধানসভা ভোটের পরে চেনা মুখেরা সবাই সঙ্গ ছেড়েছেন মমতার। এবার তাই নয়া মুখের সন্ধানে বায়োডাটা সংগ্রহ শুরু হচ্ছে। 'ভোটচুরির' আন্দোলনে দিল্লিতে হাতে হাত রেখে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দুই দলকে। আসন্ন পুরভোটে সেই সমঝোতা বজায় থাকে কিনা সেটাই দেখার। তবে, উৎসবের মরশুমেই দুই শিবিরই বসে না থেকে শুরু করে দিল প্রার্থীর খোঁজ।

● ২০২৬ সালের ১১ অক্টোবর কলকাতায় ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক প্রতিবাদ মিছিলে বিভিন্ন বামপন্থী ও অতি-বামপন্থী ছাত্র সংগঠন অংশ নেয়। নিজস্ব চিত্র

'বাংলাদেশের আন্দোলনেও যান' বলে মমতাকে খোঁচা দিলীপের

নিজস্ব সংবাদদাতা : সর্বস্ব খুইয়ে দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা ও পরে আটক হওয়ার ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে খোঁচা দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, খবরে ভেসে থাকার জন্য দিল্লি কেন বাংলাদেশও চলে যান। কোনও লাভ হবে না। তৃণমূলকে মানুষ বর্জন করেছে। ককরোচ আন্দোলনে বিদেশি অর্থসাহায্য ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত কাজ করছে বলে দাবি করলেন তিনি। রবিবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে যান পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সেখানে সাংবাদিকরা তাঁকে দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আটক ও 'আরশোলা'দের আন্দোলনের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। দিলীপের সাফ জবাব, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। খবরে ভেসে থাকার জন্য এই কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, "সম্পূর্ণভাবে মানুষের দ্বারা বর্জিত। রেজিনগরের মতো আসন যা তৃণমূল-কংগ্রেসের কাছে ছিল। সেখানে টিএমসির দুই দল মিলিয়ে ৩ শতাংশ ভোটও পায়নি। এই ধরনের পার্টির অস্তিত্ব নেই। দিল্লিতে যান, বাংলাদেশে আন্দোলন হচ্ছে। খবরে ভেসে থাকার জন্য সেখানেও চলে যান। তাতে পার্টির কোনও লাভ হবে না।" মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল দিল্লির রাজপথ। ককরোচদের আন্দেলনে দিল্লি কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে। শনিবার দিনভর উত্তাল থেকেছে যন্ত্রর মন্তর চত্বর। সেই নিয়ে দিলীপ বলেন, "বিদেশি ফান্ডিং, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির কাজ। এরা এই রকম করতেই থাকে। আন্দোলন করছে, করুক। এটা চক্রান্ত বোঝাই যাচ্ছে। সরকার ভরসা করতে পারবে না। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মানুষের স্বার্থে। ওরা আন্দোলন করছে করুক।"

আড়াই বছরের পড়ুয়াকে আছাড় মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার শিক্ষিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আড়াই বছরের শিশুকে তুলে আছাড় মারার অভিযোগ উঠল নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত সানন্দা পালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার জল গড়িয়েছে শিশু কমিশন পর্যন্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনার পদ্ধতিও বদলেছে। এখন অনেক ছোট বয়সেই বাচ্চারা স্কুলের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে।

আড়াই বছরের এই খুদেকে নিউ আলিপুরের একটি নামকরা স্কুলে ভর্তি করেন অভিভাবকরা। প্রি নার্সারির পড়ুয়া সে। শুক্রবার স্কুলে ভয়ংকর কাণ্ডের সম্মুখীন হয়ে সে। শোনা যাচ্ছে, খুদে সম্ভবত কোনও কারণে কান্নাকাটি বা বায়না করছিল। এই বয়সে যা খুবই স্বাভাবিক। তাতেই বেজায় চটেন শিক্ষিকা সানন্দা পাল। এক পর্যায় শিশুটিকে তুলে মাটিতে আছাড় মারেন। যন্ত্রণা ও ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে সে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায়, খুদের ডান পা ভেঙে গিয়েছে। এরপরই সানন্দা পালের বিরুদ্ধে নিউ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিশুর পরিবার। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কেন এমন আচরণ? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত স্কুল কর্তৃপক্ষও।

কলকাতা পুরভোটে ২০৯ আসনে একাই লড়বে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : আর কয়েকদিন পরেই শুরু রাজ্যে পুরভোট। সেই পুরসভা ভোটকে সামনে রেখে রবিবার একপ্রস্থ প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলল ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে ড্রপবক্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, এবারের পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। দলীয় কার্যালয়ে একটি 'ড্রপবক্স' রাখা হবে, যেখানে শুধুমাত্র দলের কর্মীরাই নন, বরং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বা ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের বা পছন্দের প্রার্থীর নাম জমা দিতে পারবেন। সুকান্ত বলেন, দলের ৬ নম্বর মুরলিধর সেন লেনের পুরনো কার্যালয়টিকে

পুরভোটের নির্বাচনী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে একটি ড্রপবক্স রাখা থাকবে, যা পার্টি অফিস খোলা থাকা সাপেক্ষে সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বিজেপি কর্মী ছাড়াও চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সমাজসেবীর মতো বিশিষ্ট ও প্রোথিতযশা নাগরিকরা যাতে দূর থেকে গ্যালারিতে বসে হাততালি না দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নেন, তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, প্রোমোটার বা ডেভলপারদের দিয়ে কলকাতা পুরনিগম আর চালাতে দেওয়া হবে না; প্রোমোটাররাজ বন্ধ করে একটি স্বচ্ছ পুরবোর্ড গঠন করাই তাঁদের লক্ষ্য। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী বাম-তৃণমূলকে একাসনে রেখে আক্রমণ শানান। দাবি করেন যে, বিগত ৪৯ বছরে কলকাতার পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে এবং বিজেপি ক্ষমতায় এলে একটি 'নতুন কলকাতা' গড়ে তুলবে। প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড সম্পর্কে তিনি জানান, প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং ওয়ার্ড স্তরে গ্রহণযোগ্যতাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

দিল্লিতে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই যুবসমাজকে রাজনীতিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সুকান্ত। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে কেবল ভোটার বা দর্শক হয়ে না থেকে নতুন কলকাতা গড়ার রূপায়ণে চালিকাশক্তি হতে হবে। স্টার্টআপের বিকাশ, খেলাধুলো, দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল পরিষেবা এবং উন্নত গণপরিবহন নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ভিত্তিক সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সোমবার থেকেই ড্রপবক্সে নাম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজনীতিতে নতুন হাওয়া ও কৃতী মানুষদের সুযোগ করে দিতেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফের বিতর্কে কলকাতা পুরসভা

বাংলা ও হিন্দি মেশানো বাক্যে পুজোর বিজ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : আসন্ন দুর্গাপুজো ২০২৬ সালের প্রস্তুতি বৈঠকের বিজ্ঞাপনে দশভুজার বদলে ১১ হাতের দুর্গার ছবি ঘিরে বিতর্কের মুখে পড়েছিল রাজ্য সরকার। সেই ভুল অবশ্য দ্রুত সংশোধন করে নেওয়া হয়। এর জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার ফের সেই পুজোর বিজ্ঞাপনেই নয়া বিভ্রাট! বাংলা-হিন্দি মেশানো বাক্যে সেই বিজ্ঞাপনে লেখা – 'মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত'। আসলে পুজোর সময়ও শহর যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই সতর্কতা বজায় রাখতেই এই বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাতে এমন গুরুচণ্ডালি দোষ! পুরসভার এই বিজ্ঞাপন দেখে রীতিমতো গর্জে উঠেছেন মমতাপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। যদিও বিতর্কের মুখে পড়ে পোস্টটি নিজেদের সোশাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরমন্ত্রী হওয়ার পর নতুন করে শহরের পরিচ্ছন্নতায় জোর দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের সমস্ত বড় শহরগুলিতেই এই প্রক্রিয়া চলছে। কোথাও কোথাও মন্ত্রী নিজেই পথে নেমে পরিষ্কার করছেন শহর। সেই সক্রিয়তা যেন থাকে পুজোর সময়েও, এই বার্তা দিয়ে কলকাতা পুরসভার তরফে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ১০ থেকে ২১ অক্টোবর অর্থাৎ মহালয়া থেকে দশম পর্যন্ত শহরকে পরিষ্কার রাখতে হবে, তা লেখা রয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে। আর এখানেই গোলমাল। 'মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত' লেখা সেই বিজ্ঞাপনে বাংলা-হিন্দি মিশ্রিত গুরুচণ্ডালি দোষ! এনিয়ে কুণাল ঘোষ নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি কটাক্ষ সুরে বলেন, 'এটা কী? এটা কি বাংলা? আপনারা মজা করছেন???' বেলেঘাটার বিধায়কের সমালোচনা, বিজেপি বাংলায় এই অ-সংস্কৃতি চাপানোর চেষ্টা করছে। কীভাবে বাংলা ভাষাটাকে ভাঙচুর করা যায়, তা দেখা যাচ্ছে। এই পোস্ট এখনি মুছতে হবে। শুদ্ধভাষায় বাংলা লিখুন। এই মুহূর্তে কলকাতা পুরসভার এত খারাপ অবস্থা যে বাংলাটাও ঠিকমতো লিখতে পারছে না।"

নবান্নের অদূরে উদ্ধার 'ভবঘুরে' ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ ঘিরে রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নবান্নর অদূরে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার নবান্ন থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে শরৎ চ্যাটার্জি রোডে ছোট ভট্টাচার্য পাড়ায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়, পাশ থেকে পাওয়া গিয়েছে কেবিলের তার ও পেরেক। সরু গলিতে দুটি দোতলা বাড়ির মাঝখান থেকে ওই দেহটি পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। তাঁরা আরও জানান, অঞ্জন চক্রবর্তী ওরফে ছোটকা নামে ওই ব্যক্তি একা থাকতেন, বিদ্যুতের কাজ ভালো জানতেন। কে বা কারা কী কারণে তাঁকে এভাবে খুন করল, তা ভেবে পাচ্ছেন না প্রতিবেশীরা। চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অঞ্জন ওরফে ছোটকার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। তিনি সেভাবে কাজকর্ম করতেন না। একাই থাকতেন, রাস্তাঘাটে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। তবে বিদ্যুতের কাজ ভালো জানতেন বলে সেসব করে কোনওক্রমে নিজের পেট চালাতেন। আয়ের অর্থে প্রচুর নেশা করতেন বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, যেখান থেকে ছোটকার দেহ উদ্ধার হয়, তার পাশেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি ও তাঁর মা। বছরখানেক আগে ভাড়া দিতে না পারায় ওই বাড়ি থেকে বাড়িওয়ালা বার করে দেয়

তাঁদের। ছোটকার মা মারা যায়। তারপর একাই থাকতেন তিনি। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। মৃত ব্যক্তির এক বন্ধু সৈকত পাল জানিয়েছেন, ছোটকারা তিন ভাই। ব্যাতাইতলা বাজারে একটি ছবির দোকান রয়েছে তাঁদের। ছোটকা ভাইদের মধ্যে ছোট। নবান্নের আশেপাশে ব্রিজের ধারেই খাওয়াদাওয়া করত এবং শুয়ে থাকত। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, বুঝতে পারছেন না বন্ধু। তবে স্থানীয় অন্যান্য বাসিন্দারা জানান, নেশা করতেন বলে মাঝেমাঝেই এলাকার লোক তাঁকে মারধর করতো। সেরকমই কোনও ঘটনা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। শনিবার রাতে ওই ব্যক্তিকে মারধর করে মারা হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। পুলিশও খুনের ঘটনা উড়িয়ে দিচ্ছে না। ওই ব্যক্তির গলায় তার পেঁচিয়ে শরীরে পেরেক ঠুকে ঠুকে মারা হয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ।

দিল্লি থেকে ফিরতেই সোমে অভিষেককে হাজিরার নোটিস ধরাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে পুলিশ। ক্যামাকস্ট্রিট কাণ্ডে কালই হাজিরা দিতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল শেক্সপিয়র সরণি থানার আধিকারিকরা। গত ২৭ আগস্ট ক্যামাকস্ট্রিটে অভিষেকের অফিসের বিলবোর্ড খুলতে গেলে পুরসভার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। পুরসভার এফআইআরের ভিত্তিতেই এদিন তাঁকে নোটিস দিতে যায় পুলিশ। দু'দিন আগেই অভিষেকের বাড়িতে নোটিস দিতে গিয়েছিলেন আধিকারিকরা, বাড়িতে কেউ না থাকায় নোটিস না দিয়েই ফিরতে হয়েছিল পুলিশকে। রবিবার সকালে প্রায় মিনিট ২০ অপেক্ষার পর বাড়ির সদর দরজা খোলা হয়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বিলবোর্ড খুলতে গেলে পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে ৩টি মামলা রুজু করে পুরসভা। এর আগেও পুরসভার দায়ের করা একটি মামলায় ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে। পুরসভার আরও একটি এফআইআরের ভিত্তিতে গত বুধবার অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে যান শেক্সপিয়র থানার পুলিশকর্মীরা। অভিযোগপত্রে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও বুধবার বাড়িতে কেউ না থাকায় নোটিস দিতে পারেননি পুলিশকর্মীরা। এদিন পুরসভারই আরেকটি মামলায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিল পুলিশ। উল্লেখ্য, ২৭ আগস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে লাগানো বিলবোর্ড খোলা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই অফিসে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় একপ্রস্থ। অভিযোগ, অভিষেকের অফিসে ঢুকতে গেলে কলার ধরে পুলিশকে মারধর করা হয়। ধস্তাধস্তিতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী সিঁড়িতে পড়ে যান। পুরকর্মীদেরও বারবার বাধা দেওয়া হয়। করা হয় মারধরও। কলকাতা পুরসভার দাবি ওই বিলবোর্ডটি 'বেআইনি'। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও বাধাই কাজে আসেনি। বিলবোর্ড খুলে দেয় পুরসভা। পুলিশ ও পুরকর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে। তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিষেক-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে কলকাতা পুরসভা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ফের সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। এখন দেখার, অভিষেক কাল হাজিরা দেন কি না।

নবান্নের অদূরে উদ্ধার 'ভবঘুরে' ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ ঘিরে রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান থানা এলাকায় এক বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে মহালয়া উপলক্ষে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে গিয়েছিল এক নাবালিকা। তারপর থেকে সে আর বাড়িতেই ফেরেনি। এরপর পরিবার থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে রাতভোর তল্লাশি চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই নাবালিকা জোড়াবাগান থানা এলাকার ভাঙাবস্তির বাসিন্দা। বয়স ৭ বছর। মহালয়ার দিন দুপুর ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে ওই এলাকার একটি বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। এরপর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও নাবালিকা বাড়িতে আসেনি। এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও নাবালিকার খোঁজ মেলেনি। অবশেষে ওই নাবালিকার বাবা শম্ভু বেরা জোড়াবাগান থানার দ্বারস্থ হন। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নাবালিকার পরিবার সূত্রের খবর, বাবা শম্ভু বেরা শিশুটির বিস্তারিত তথ্য দিয়ে পুলিশের কাছে দিয়ে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আইন অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ মামলা দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এলাকার সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সূত্রের খবর, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে কুমোরটুলি এলাকায় নাবালিকাকে দেখা যায়। এরপর রবীন্দ্র সরণির এলাকা দিয়ে ধর্মতলাগামী হতেও ওই নাবালিকাকে দেখা যায়। কিন্তু তারপর থেকে আর হদিশ মিলছিল না নাবালিকার। বিষয়টি গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দাদের জানানো হয়। এরপরেই জোড়াবাগান থানার ওসি জয়দীপ দাসের নেতৃত্বে গোটা এলাকায় তল্লাশি চলে। নাবালিকার বাবাকে গাড়িতে বসিয়ে চিৎপুর, কাশীপুরের এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। এমনকী, বরাহনগরে বাজারেও তল্লাশি চলে। আশেপাশের থানাগুলিতে নাবালিকার ছবি পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার মধ্যরাত ১টা নাগাদ বউবাজার থানা এলাকায় তার খোঁজ মেলে। থানায় নাবালিকাকে এনে রাখা হয়। সেখান থেকেই ওই উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গাছে আলোকসজ্জায় বিপন্ন পাখিরা, উদ্বেগে পরিবেশবিদরা

সপ্তর্ষি সিংহ : পুজোয় শহর কলকাতায় রেড রোডের দু'দিকের গাছের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাজানো হয়েছে বাহারি এলইডি চেন দিয়ে। শুধু কলকাতা নয় নিস্তব্ধ পরিবেশ সল্টলেক এলাকায় গাছগুলিতে এমন ভাবে আলো লাগানো হয়েছে যে, দেখে উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মীরা। গাছের ডালে পেঁচিয়ে যে ভাবে আলোর মালা পরানো হয়েছে, তাতে পাখিরা বাসা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। পরিবেশকর্মীরা বলছেন, আলোর আতিশয্যে এমনিতেই শহরের পাখিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার উপরে এত আলো দেওয়া হয়েছে যে পাখিদের দিন রাতের হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশকর্মীদের একাংশের দাবি, এই আলোর দাপটের প্রভাব পড়বে পাখিদের জীবনচক্রে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের প্রজনন। ফলে জীববৈচিত্র এবং পরিবেশেরও ক্ষতি হবে। পক্ষী বিশারদদের মতে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে না পেরে বহু পাখিই সল্টলেকের মতো এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে বলে মত। আলোর দাপটে পাখিদের স্বভাব কেমন ভাবে বদলে যায় তা টের পেয়েছেন শহরতলির

অনেক বাসিন্দাই। শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় পুরনো বাড়ি, গাছপালা এখনও আছে। ফলে পাখির সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে বেশি। গত কয়েক বছরে যে ভাবে একের পর এক উঁচু বাতিস্তম্ভ বসানো হয়েছে, তাতে মাঝরাতেও রাস্তাঘাট এলাকা দিনের মতো লাগে। এবং গভীর রাতেও কাকের ডাক, শালিক, ছাতারে পাখির কিচমিচ কানে আসে। এমনটা কিন্তু আগে ছিল না। শুধু আমজনতা নয়, বেহালার একটি পার্কে কাকেদের হাহাকার টের পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশকর্মীদের মত, জনবহুল এলাকার বাইরে আলো লাগানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। রেড রোড বা ময়দান— এই ধরনের জায়গাগুলি এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। কারণ, এখানে প্রচুর পাখির বসবাস রয়েছে। পরিবেশকর্মীদের অনেকে বলছেন, গাছ এবং পাখিদের যাতে ক্ষতি না হয় সে কথা মাথায় রেখেই আলো লাগাতে হবে। প্রয়োজনে আলোর উপরে শেড ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজ্য সরকারের এক পরিবেশবিদ বলেছেন, পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই সল্টলেক, রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় এত গাছ লাগানো হয়েছিল। সেই গাছের জন্যই এত পাখি থাকে। সেই পাখিদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হলে ওরা ঠাঁই পাবে কোথায়? পরিবেশবিদদের একাংশ বলছেন, বাজির ধোঁয়া-শব্দ থেকে ক্ষতিকর দূষণ হয়। উৎসবের অনিয়ন্ত্রিত আলোকসজ্জার দূষণও বিপজ্জনক। উৎসবে সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়ে যে-ভাবে গাছের আগাপাশতলা আলোয় মুড়ে দেওয়া হয়, তা নিয়ে শঙ্কিত পরিবেশ ও জীববিজ্ঞানীরা। তাঁদের বক্তব্য, আলোর এই বিচিত্র বাহার থেকে গাছে বসবাসকারী পাখি ও কীটপতঙ্গের ভীষণ ক্ষতি হয়। তাদের সেই ক্ষতির পরিণামে সার্বিক ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে জীববৈচিত্র। পরিবেশবিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সন্ধ্যা নামলেই পাখিরা গাছে বাসায় ফেরে। রাতের আঁধারে তারা বিশ্রাম নেয়, নানান শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপও সম্পন্ন করে। কিন্তু শক্তিশালী আলোয় গাছ ঢেকে দিলে পাখিরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের বিশ্রাম নেওয়া তো হয়ই না, পাখিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপও ব্যাহত হয়। স্বাতীদেবী বলেন, 'এটা শুধু পাখিদের সমস্যা ভাবলে হবে না। পাখিরা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই তাদের ক্ষতি হলে সেটা বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্রের উপরে সার্বিক কুপ্রভাব ফেলবে।' রাজ্য জীববৈচিত্র পর্ষদ সূত্রের বক্তব্য, শক্তিশালী আলো থেকে তাপও নির্গত হয়। তা পাখি এবং গাছে বসবাসকারী কীটপতঙ্গের ক্ষতি করে। অর্থাৎ উৎসবের নামে আলোর এই বিশৃঙ্খলা মানুষ-সহ সারা জীবজগতের পক্ষেই বিপজ্জনক। অনিয়ন্ত্রিত আলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না, অভিযোগ পরিবেশকর্মীদের।

সম্পাদকীয়

দুর্গাপুজোয় শ্মশানের নীরবতা নামে পশ্চিমবঙ্গের এই গ্রামগুলিতে

কাছে-দূরের গ্রাম ও শহরগুলি যখন আলোয় আলোয় ঝলমল করতে থাকে, প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ, নতুন জামা-জুতোয় সেজে মানুষেরা যখন উৎসবে মাতেন, তখন পশ্চিমবঙ্গেরই কিছু গ্রাম ডুব দেয় শ্মশানের নৈঃশব্দে। ঘরে ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ থাকে পুজোর চার দিন। কালো কাপড়ে ঘেরা থাকে বাড়ির চরাচর। যাতে আলোর রোশনাই তো দূর, ঢাকের আওয়াজটুকুও ভুল করে ঢুকে না পড়ে! এগুলি 'অসুর'দের গ্রাম। বলা ভাল, অসুর সম্প্রদায়ের গ্রাম। অসুরদলনী তাঁদের দেবী নন, মহিষাসুরই তাঁদের আপনজন। অসুর খলনায়ক নন, এক শক্তিমান আর্য নারীর হাতে অকালমৃত এক অনার্য বীর। তাই দুর্গাপুজো তাঁদের কাছে ব্রাত্য, শোকপালনের দিন।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের কিছু আদিবাসী সমাজে এখনও অসুরই পূজ্য দেবতা। আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আর্য রমণীর দ্বারা অন্যায় ভাবে নিধন করা হয়েছিল তাঁদের আদিপুরুষ হুদুড় দুর্গাকে। যিনি ঘোরাসুর বা মহিষাসুর নামেও পরিচিত। তাতে ভারতের ভূমিপুত্র অনার্যেরা ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। ঘোরাসুরকে এই যুদ্ধে পরাজিত করার পরে আর্যবর্তে নাকি আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু একজন আর্য নারীর ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে হত্যা করার বিষয়টি আজও তথাকথিত অনার্যেরা মেনে নিতে পারেননি। তাই দুর্গা তাঁদের দেবী নন।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের কিছু আদিবাসী সমাজে এখনও অসুরই পূজ্য দেবতা। আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আর্য রমণীর দ্বারা অন্যায় ভাবে নিধন করা হয়েছিল তাঁদের আদিপুরুষ হুদুড় দুর্গাকে। যিনি ঘোরাসুর বা মহিষাসুর নামেও পরিচিত। তাতে ভারতের ভূমিপুত্র অনার্যেরা ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। ঘোরাসুরকে এই যুদ্ধে পরাজিত করার পরে আর্যবর্তে নাকি আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু একজন আর্য নারীর ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে হত্যা করার বিষয়টি আজও তথাকথিত অনার্যেরা মেনে নিতে পারেননি। তাই দুর্গা তাঁদের দেবী নন।

কথিত রয়েছে, হুদুড় দুর্গার মৃত্যুর পরে আর্যপক্ষ বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই সময় সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, কুড়মি, মাহালি, ভোক্তা প্রভৃতি খেড়ওয়াল গোষ্ঠীর আদিবাসীরা বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেদের নিজেদের মান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নারীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সিন্ধু পাড় ছেড়ে অসম, ওড়িশা, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বনজঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কথিত রয়েছে, হুদুড় দুর্গার মৃত্যুর পরে আর্যপক্ষ বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই সময় সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, কুড়মি, মাহালি, ভোক্তা প্রভৃতি খেড়ওয়াল গোষ্ঠীর আদিবাসীরা বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেদের নিজেদের মান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নারীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সিন্ধু পাড় ছেড়ে অসম, ওড়িশা, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বনজঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আসলে 'হুদুড়' কথার অর্থ 'বজ্রের মতো তেজ বা শক্তি যার।' আর দুর্গার অর্থ 'দুর্গ রক্ষা করেন যিনি'। অসুর সম্প্রদায়ের কাছে মহিষাসুরই হলেন সেই 'হুদুড় দুর্গা', যিনি আসলে অনার্য বীর। তিনি কোনও অশুভ শক্তির দ্যোতক নন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের অসুর জনজাতি বলেই পরিচয় দেয়। তারা এখনও ঝাড়খণ্ডের কিছু অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার গুটিকয়েক গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এমনকি, আলিপুরদুয়ারে একটা আস্ত গ্রামের নামই অসুর গ্রাম।

আসলে 'হুদুড়' কথার অর্থ 'বজ্রের মতো তেজ বা শক্তি যার।' আর দুর্গার অর্থ 'দুর্গ রক্ষা করেন যিনি'। অসুর সম্প্রদায়ের কাছে মহিষাসুরই হলেন সেই 'হুদুড় দুর্গা', যিনি আসলে অনার্য বীর। তিনি কোনও অশুভ শক্তির দ্যোতক নন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের অসুর জনজাতি বলেই পরিচয় দেয়। তারা এখনও ঝাড়খণ্ডের কিছু অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার গুটিকয়েক গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এমনকি, আলিপুরদুয়ারে একটা আস্ত গ্রামের নামই অসুর গ্রাম।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান এবং লাগোয়া এলাকার অসুর গ্রামে 'অসুরেরা' পুজোর অনেক আগে থেকেই নিজেদের ঘরবন্দি করে ফেলেন। সন্ধেবেলায় যখন দূর থেকে ভেসে আসে ঢাক-কাঁসরের শব্দ, অসুরেরা তখন ঘরে দোর দেন। পুজোর সময়ে কেউ কেউ ঘরে কালো কাপড়ের টুকরো ঝুলিয়ে রাখেন। পুজোশেষে নদীতে স্নান করে আবার নিজেদের কাজে ফেরেন।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান এবং লাগোয়া এলাকার অসুর গ্রামে 'অসুরেরা' পুজোর অনেক আগে থেকেই নিজেদের ঘরবন্দি করে ফেলেন। সন্ধেবেলায় যখন দূর থেকে ভেসে আসে ঢাক-কাঁসরের শব্দ, অসুরেরা তখন ঘরে দোর দেন। পুজোর সময়ে কেউ কেউ ঘরে কালো কাপড়ের টুকরো ঝুলিয়ে রাখেন। পুজোশেষে নদীতে স্নান করে আবার নিজেদের কাজে ফেরেন।

অসুর সম্প্রদায়ের মানুষরা এখন চা-পাতা তোলেন, কৃষিকাজ করেন, বাইরে লোকানে কর্মচারীর কাজও যান। আর পাঁচটি জনজাতি সম্প্রদায়ের মতো তাঁদেরও নিজেদের ভাষা আছে। যে আঞ্চলিক ভাষায় ওঁরা কথা বলেন, তার নাম 'আসুরি'। সারনা পুজো, নাওয়া খানি, গোহালি পুজো, খালিয়ান পুজো, শিকারি পুজো ইত্যাদি একাধিক পুজোর চল আছে এ অসুরসমাজে। কেবল দুর্গাপুজোটিকেই উপেক্ষা করে চলা।

শোনা যায়, এক সময়ে চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজাররা ছোটনাগপুরের মালভূমি এলাকা থেকে তাঁদের অনেককে নিয়ে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। যাঁদের আশপাশের বসতির লোকেরা 'অসুর' বলে দেগে দেয়। যাঁরা মনে করেন, মা দুর্গা তাঁদের পূর্বসূরিদের যুদ্ধে বধ করেছেন। তবে দিন বদলাচ্ছে। প্রবীণেরা না হলেও তরুণেরা ধীরে ধীরে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করছেন। শোনা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু গ্রামের আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়েরা তাঁদের বহুপ্রজন্মের নিয়মরীতি ভেঙে দুর্গোৎসবে শামিল হওয়ার চেষ্টাও করছেন।

শোনা যায়, এক সময়ে চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজাররা ছোটনাগপুরের মালভূমি এলাকা থেকে তাঁদের অনেককে নিয়ে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। যাঁদের আশপাশের বসতির লোকেরা 'অসুর' বলে দেগে দেয়। যাঁরা মনে করেন, মা দুর্গা তাঁদের পূর্বসূরিদের যুদ্ধে বধ করেছেন। তবে দিন বদলাচ্ছে। প্রবীণেরা না হলেও তরুণেরা ধীরে ধীরে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করছেন। শোনা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু গ্রামের আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়েরা তাঁদের বহুপ্রজন্মের নিয়মরীতি ভেঙে দুর্গোৎসবে শামিল হওয়ার চেষ্টাও করছেন।

মহিষ রাজার বংশধরেরা এখনও থাকেন ডুয়ার্সের ক্যারন চা-বাগান ও সন্নিহিত এলাকায়। ১৮৮০ সালে ক্যারন চা-বাগানের পত্তন। সেই সময় রাঁচি ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কুলির কাজে নিয়ে আসা হয় এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। এঁরাও নিজেদের মহিষাসুর বা মহিষ রাজার বংশধর বলেই মনে করেন।

মহিষ রাজার বংশধরেরা এখনও থাকেন ডুয়ার্সের ক্যারন চা-বাগান ও সন্নিহিত এলাকায়। ১৮৮০ সালে ক্যারন চা-বাগানের পত্তন। সেই সময় রাঁচি ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কুলির কাজে নিয়ে আসা হয় এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। এঁরাও নিজেদের মহিষাসুর বা মহিষ রাজার বংশধর বলেই মনে করেন।

এই অসুরেরা সকলেই ঝুপড়িতে থাকেন। মহিলারা চা-বাগানে কাজ করেন। পুরুষেরা বেশির ভাগই দিনমজুর। মালবাজারের চা-বাগানে আরও কয়েক ঘর অসুর আছেন। সেখানেই ওঁরা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পাতান। এঁরা নিজেদের শিবের উপাসক বলে পরিচয় দেন। কিন্তু দেবী দুর্গাকে মানেন না।

এই অসুরেরা সকলেই ঝুপড়িতে থাকেন। মহিলারা চা-বাগানে কাজ করেন। পুরুষেরা বেশির ভাগই দিনমজুর। মালবাজারের চা-বাগানে আরও কয়েক ঘর অসুর আছেন। সেখানেই ওঁরা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পাতান। এঁরা নিজেদের শিবের উপাসক বলে পরিচয় দেন। কিন্তু দেবী দুর্গাকে মানেন না।

জলপাইগুড়ির আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম ঝোবিপাট, চারুয়াপাটে কয়েক ঘর অসুরের বাস। আদাবাসীরা বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এককালে শিকার করতেন। এখন তাঁরা চা-বাগানের শ্রমিক, লোহার কাজও করেন। তাঁদের কাছে মহিষাসুর দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ কোনও মহিষরূপী দানব নন। গোঁফ ও গালপাট্টা-সহ রাজার মতো কেউ। উদ্যত খড়্গ হাতে যিনি বীরের মতোই হুঙ্কার দেন। শারদীয়া উৎসবের দিনগুলি তাই তাঁদের কাছে অশৌচ পালনের দিন।

শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির ছবিটা একটু অন্য রকম। এত বছর সেখানকার অসুরেরা দুর্গাপুজোর সময়ে নিজেদের আড়াল করে রাখতেন। তবে বছর দুয়েক হল, সেখানকর চা-বাগানগুলিতেও দুর্গাপুজোর আয়োজন হচ্ছে। সে পুজোর উদ্যোক্তাদের একাংশ অসুর সমাজেরই লোকজন।

শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির ছবিটা একটু অন্য রকম। এত বছর সেখানকার অসুরেরা দুর্গাপুজোর সময়ে নিজেদের আড়াল করে রাখতেন। তবে বছর দুয়েক হল, সেখানকর চা-বাগানগুলিতেও দুর্গাপুজোর আয়োজন হচ্ছে। সে পুজোর উদ্যোক্তাদের একাংশ অসুর সমাজেরই লোকজন। উত্তরের অসুরেরা নিয়ম ভাঙছেন, কিন্তু পুরুলিয়ার কাশীপুরের 'শিকার দিশম খেরোয়াল বীর লাকচার গাঁওতা' সংগঠনের সদস্যদের বিশ্বাস একচুলও বদলায়নি। প্রবীণেরা এখনও মনে করেন, দুর্গার হাতে নিহত হন তাঁদের আদিপুরুষ হুদুড় দুর্গা। অনার্যেরা কখনও মহিলাদের আক্রমণ করেন না। সে সারসত্য জেনেই আর্যেরা এক নারীকে পাঠিয়েছিলেন অনার্য বীরের সঙ্গে লড়াই করতে। আর তাঁরই ছলনায় ভিটেমাটি হারান অনার্যেরা। সে শোক আজও পালন করা হয় দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে। উত্তরের অসুরেরা নিয়ম ভাঙছেন, কিন্তু পুরুলিয়ার কাশীপুরের 'শিকার দিশম খেরোয়াল বীর লাকচার গাঁওতা' সংগঠনের সদস্যদের বিশ্বাস একচুলও বদলায়নি। প্রবীণেরা এখনও মনে করেন, দুর্গার হাতে নিহত হন তাঁদের আদিপুরুষ হুদুড় দুর্গা। অনার্যেরা কখনও মহিলাদের আক্রমণ করেন না। সে সারসত্য জেনেই আর্যেরা এক নারীকে পাঠিয়েছিলেন অনার্য বীরের সঙ্গে লড়াই করতে। আর তাঁরই ছলনায় ভিটেমাটি হারান অনার্যেরা। সে শোক আজও পালন করা হয় দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে। যে দিন দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে প্রচলিত, সেই দিনটিকেই তাঁরা আদিপুরুষকে স্মরণদিবস হিসেবে বেছে নিয়েছেন। স্মৃতিচারণা, কাঠি নাচ, করম নাচ, কবিগান, ছৌ নাচ-সহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুদুড় দুর্গাকে সম্মান জানানো হয়। গোটা গ্রাম মেতে ওঠে অসুরের উপাসনায়।

চার্লি ও চ্যাপলিন— জীবন গতিশীল, তাই প্রগতি

শুভদীপ ঘোষ

বাবা ছিল গায়ক ও অভিনেতা। ভালো গানের গলা ছিল, নামডাক ছিল। আমাদের এখানে বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চ যেরকম ছিল কতকটা সেরকমই ছিল লন্ডনের মিউজিক হল বা আমেরিকার ভদেভিল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের গ্রুপ থিয়েটারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। সাধারণ মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত, সারা শহর ঘুরে ঘুরে হত নাটক, গান, সার্কাস, মাইম, বক্তৃতা, জিমনাস্টিক এমনকি সম্মোহন-জাতীয় ব্যাপার-স্যাপারও। ভীষণ জনপ্রিয় এই প্রদর্শনগুলিতে দর্শকরা নেমে এসে বিপুল উৎসাহে শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিত, চলত দেদার মদ্যপান। বাবা ছিল এইরকমই ঘোর মদ্যপ। নাম চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন সিনিয়র। চার্লির যখন বারো বছর বয়স তখন তার বাবা এই মদ্যপানজনিত অসুখে মারা যায়, মৃত্যুর সময় বাবার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ। সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়, বাবার সঙ্গে চার্লি ও তার দাদা সিডনির তা একেবারেই ছিল না। কয়েকবারের কিছু সাক্ষাৎ বাবার স্মৃতি হিসেবে থেকে গিয়েছিল তাদের মনে। তথাপি চ্যাপলিনের ছবিতে তাঁর বাবার প্রভাব আছে নানাভাবে। মা ছিল বাবার মতোই ব্রিটিশ মিউজিক হলের গায়িকা ও অভিনেত্রী। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তার শিল্পীজীবন শুরু হয়। নাম হানা পেডলিংহাম চ্যাপলিন। বিজ্ঞাপনে বা হ্যান্ডবিলে 'লিলি হার্লি' নাম দেখা যেত। ওই কম বয়সেই হানা চ্যাপলিন সিনিয়রের প্রেমে পড়ে। ১৮৮৩ নাগাদ সিডনি হকস বলে একজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়, হকস তাকে সোনার খনি-সমৃদ্ধ সাউথ আফ্রিকার উইটওয়াটারস্ট্যান্ডে নিয়ে যায়। এখানে তাকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়। এর অল্পকাল পরেই হানা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পুনরায় ব্রিটেন ফিরে আসে। জন্ম হয় সিডনি হকসের ছেলে সিডনি চ্যাপলিনের। উত্তর ফ্রান্সের লে হেভরের রয়াল মিউজিক হলে শুরু হয় পুনরায় গান গাওয়া। ব্রিস্টল, ডাবলিন, গ্লাসগো, বেলফাস্টে তার গান ও অভিনয় শুরু হয় সিনিয়র চ্যাপলিনকে বিয়ে করার পর। ১৮৮৬ সালের ১৬ এপ্রিল জন্ম হয় চার্লি চ্যাপলিনের (চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন জুনিয়র)। মা-বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল চার্লির সেটা বোঝার বয়স হওয়ার আগেই মা-বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। চার্লি ও সিডনি মায়ের সঙ্গে আলাদা থাকত লন্ডনের ল্যাম্বেথ অঞ্চলে। হুইলার ড্রাইডেন নামে মায়ের আরেক ছেলের কথা তারা জানতে পারে অনেক পরে! এই গম্ভীর রোগা ড্রাইডেনকে চার্লির শেষের দিকের কিছু ছবিতে অভিনয়ও করতে দেখা গেছে। বাবার মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, উত্তর আমেরিকা ভ্রমণের সময়কার অজানা কিছু ঘটনা, অন্য এই ছেলের রহস্য, না কি মায়ের কখনও ঠিক না হওয়া মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা, প্রকৃত কারণ কী ছিল ছাড়াছাড়ির? চার্লিদের কাছে রহস্যই থেকে গেছে গোটা ব্যাপারটা। পরবর্তীকালের গবেষণা থেকে জানা যায় হানা চ্যাপলিনের সম্ভবত সিফিলিস হয়ে ছিল। অস্বাভাবিক মাথাব্যথা, মাঝেমাঝেই গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোনো বন্ধ হয়ে যাওয়া, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা, সার্বিক স্বাস্থ্যের অবনতি-সহ শেষাবধি ডিমেনশিয়া এই সিফিলিসের কারণেই হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

চার্লির ছেলেবেলা

হানা সুন্দরী কতটা ছিল, তেমন জানা না গেলেও, মায়ের রূপে-গুণে চার্লি ও সিডনি ছিল মুগ্ধ। অনেক রাত করে মা বাড়ি ফিরত, ফিরে দেখত ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে ছেলেরা দেখত মা ঘুমোচ্ছে, টেবিলে সাজিয়ে রাখা আছে তাদের খাবার। দাদু-দিদারা এসে মাঝেমাঝে থাকত ওদের সঙ্গে। হানার রোজগারে আধপেটা খেয়ে কষ্ট করে চলে যেত। ছুটির দিনে কখনও ল্যাম্বেথের ফুটপাথে, কখনও কেনিংটন রোডের ধারে, কখনও-বা, ওয়েস্টমিনিস্টারের ব্রিজের ধারে, মায়ের সঙ্গে লাইলাক গাছের ডাল ধরে সুন্দর কেটে যেত তাদের বিকেলগুলি। গান গেয়ে, নেচে, কদাচিৎ আইসক্রিম কিনে দিয়ে অভাব-অনটন কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেত মা। কিন্তু এরই মধ্যে দুঃস্বপ্নের একটি রাত চার্লি কোনওদিন ভোলেনি।

প্রথম দৃশ্য: ল্যাম্বেথে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মায়ের সাজপোশাকের প্রিয় পেটিটা খুলে বসেছে দুই ভাই, মা সাজগোজ করে বেরোবে, গন্তব্য অ্যালডারসটের ক্যান্টিন মিউজিক হল। চার্লির কথায়, "ভাড়াবাড়িতে একা রেখে যাওয়ার চাইতে মা সাধারণত আমাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতেই বেশি পছন্দ করত।"

দ্বিতীয় দৃশ্য: জমকালো পোশাকে মোহময়ী হানা গান ধরেছে। অ্যালডারসটের ক্যান্টিনে তুমুল হইচই হচ্ছে, দর্শক-শ্রোতারা অধিকাংশই সৈনিক, তুমুল বিশৃঙ্খলা, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে, শিস পড়ছে, উড়ে আসছে অশ্লীল শব্দ ও চুমু 'চার্মিং লিটল চান্টার' হানার প্রতি। দু-একজন মদ্যপ পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বদমায়েশি করে, গান গাইতে গাইতেই হানা হাত দিয়ে বাড়ি মেরে দূর করে দিচ্ছে তাদের। নেপথ্যে দাঁড়িয়ে সব দেখছে শুনছে পাঁচ বছরের চার্লি।

তৃতীয় দৃশ্য: হঠাৎ গানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, এদিকে মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে! অর্কেস্ট্রা বন্ধ হয়ে গেছে। নাঃ! মা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে তড়িঘড়ি দৌড়ে বাইরে বেড়িয়ে গেল আর কিছু বোঝার আগেই হিড়হিড় করে টেনে মঞ্চে তুলে দেওয়া হল পাঁচ বছরের চার্লিকে!

চতুর্থ দৃশ্য: চারপাশ ধোঁয়া ধোঁয়া, তার মুখের উপর এসে পড়েছে স্পট-লাইটের আলো। আবার শোনা যাচ্ছে যন্ত্রের আওয়াজ! অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে, আর কিছু করার নেই, গান বেরিয়ে এল মানুষের গলা দিয়ে। স্বভাবকবিদের মতো স্বভাবঅভিনেতা-গায়ক চার্লি গান গাইছে, জ্যাক জোন্সের গান!

পঞ্চম দৃশ্য: শুরু হয়ে গেছে পয়সার বৃষ্টি, পুচকে চার্লি গান গাইতে গাইতে মায়ের ভাঙা গলা নকল করছে মাঝেমাঝে আর অদ্ভুত মুখভঙ্গি করতে করতে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে পয়সাগুলো যাতে কর্তৃপক্ষ ঝেড়ে না দিতে পারে! এই কাণ্ড দেখে দর্শকরা হেসে কুটিপাটি।

ক্যানটারবেরি হল, ল্যাম্বেথ

এই ছিল চার্লির প্রথম রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা। কান্না-হাসির দোল-দোলানো এই শৈশব, হাসির অন্তরালে বিষাদের উৎস-ভূমি ছিল। কৌতুক ও বিষাদের সংমিশ্রণ না ঘটলে মানুষ হাসে না ও হাসির শেষে মানুষের চোখে জল আসে না। এসব বোঝা হয়ে গিয়েছিল চার্লির অনেক ছোটবেলায়। দারিদ্র্য দুর্দশা ওইটুকু ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছিল নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে। তাই প্রথম রঙ্গমঞ্চের কুড়িয়ে নেওয়া টাকার মতো চার্লি ঐশ্বর্যের শিখরে পৌঁছেও ছিল সমান হিসেবি।

চিরাচরিত স্ল্যাপস্টিক, 'এ নাইট ইন দ্য শো' (১৯১৫)

শিল্পীজীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সুস্থতা মায়ের আর আসেনি। জামাকাপড় সেলাই করে মা কোনওরকমে সংসার চালাত। তারা পাউনিল টেরাসের বস্তিতে উঠে আসে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে। দুই ভায়েরই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শুরু হয় রোজগারের নানারকম চেষ্টা। বাড়ির সব জিনিস বেচে দিতে হয় একে একে। এমনকি তাদের সবচেয়ে প্রিয় মায়ের সাজগোজের পেটিটা পর্যন্ত! এরপর দেনার দায়ে সেলাইয়ের মেশিনটাও নিয়ে যায় পাওনাদার। ল্যাম্বেথের ওয়ার্ক-হাউসে গরিব ও অনাথ বাচ্চাদের সঙ্গে দুই ছেলেকে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া হানার আর কোনও উপায় থাকে না। রোজগারের বৈধ ও নিষিদ্ধ বিভিন্ন উপায়ে কাটতে থাকে হানার জীবন।

চ্যাপলিনের কথা ১

মানুষকে দেদার সাহায্য করার সময়ও আমরা আত্ম-সচেতন এক চ্যাপলিনকে দেখি তাঁর ছোট-বড় সমস্ত ছবিতে। পয়সা রোজগার করার কত ফিকির আমরা দেখতে পাই তাঁর ছবিতে। ধনসম্পদের বৈষম্যই যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কায়েমি রাখার মূল চাবিকাঠি এই বোধ চ্যাপলিন যেরকম চার্লির জীবন থেকে পেয়েছিলেন সেই মতো তাঁর প্যান্টোমাইম চলচ্চিত্রযাত্রার শুরুর চলচ্চিত্রটির নামও অদ্ভুতভাবে মেকিং এ লিভিং (১৯১৪)। এই মেকিং এ লিভিং-এর চ্যাপলিন কিন্তু আমাদের চেনা ঢোলা প্যান্ট, ছোট গোঁফ, ছড়ি-টুপির ভবঘুরে আর্কিটাইপ চ্যাপলিন নন। ওই চরিত্রটিকে খুঁজে পেতে তাঁকে পরের ছবি কিড অটো রেসেস অ্যাট ভেনিস (১৯১৪) অব্দি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এরপর একে একে হিজ নিউ প্রফেশান (১৯১৫), হিজ নিউ জব (১৯১৫), ওয়ার্ক (১৯১৫), দি পন শপ (১৯১৬), এ ডগস লাইফ (১৯১৮) জুড়ে শুধু ঢোলা প্যান্ট, ছেঁড়া টাইট কোট, ছড়ি, টুপি, ছোট গোঁফ আর হাঁসজুতোটুকুও যাতে চলে না যায় সেইজন্য রোজগারের নানান ধান্দা। এ ডগস লাইফ-এ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লোক-ভর্তি বেঞ্চের একধারে বসে থাকা চ্যাপলিন মাটিতে পড়ে যান, যখন অন্য প্রান্তে একটি মোটা লোক এসে বসে। সমাজের বিস্মৃত মানুষের সর্বোত্তম প্রতিনিধি চ্যাপলিনকে এরপর বিশ্বাসযোগ্যভাবে অভিনয় করতে দেখি এমন এক প্রাহসনিক দৃশ্যে, যেখানে বেঞ্চ থেকে উঠে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জানালায় তাঁর পৌঁছনোর আগেই অন্য কেউ না কেউ পৌঁছে যাচ্ছে! সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের অবস্থা নিয়ে এরকম শ্লেষাত্মক বিবৃতি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল!

চার পয়সা ধার দিয়ে ফাঁকতালে এক পয়সা নিজের জন্য সরিয়ে রাখেন তিনি, কিংবা সিটি লাইট (১৯৩১)-এ জলে ডুবন্ত সেই উন্মাদ ধনকুবেরকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজে আগে জল থেকে ওঠার চেষ্টা করে! 'বি ব্রেভ! ফেস লাইফ!', স্বগতোক্তির মতো শোনায়, বুক চাপড়ে এ-কথা বলতে গিয়ে চ্যাপলিনের আত্মপ্রবঞ্চনায় কাশির দমক আমাদের হাসিতে ভরিয়ে দেয়। 'টুমরো দ্য বার্ড উইল সিং', আত্মহত্যা করতে যাওয়া যে মানুষকে চ্যাপলিন এ-কথা বলছেন সে একজন ধনকুবের! উদ্বৃত্ত অর্থের স্রোত, সমস্ত-ভোগ ভোগ করে ফেলার পর মানুষের বুঝি এই অবস্থা হয়! অথচ উল্টোটাই তো কথা ছিল, কিন্তু ভবঘুরে আধপেটা খাওয়া চ্যাপলিন ভাবেননি সে-কথা, এখানেই ব্যক্তি চার্লির দুর্মর আশাবাদ চলচ্চিত্রের চ্যাপলিনের প্রতিভায় বিকশিত হয়েছে। এই ধনকুবের চরিত্রটির মধ্যে নিহিত আছে চার্লির বাবার ছায়া। মদ্যপ ধনকুবেরটি যেন চ্যাপলিনের বাবার ইগো আর নেশা ছুটে যাওয়া দাম্ভিক ধনকুবেরটি যেন তাঁর বাবার অল্টার ইগো।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অপ্রস্তুত চার্লিকে একদা ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া হয়েছিল মঞ্চে, এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রূপ নিয়ে ফিরে ফিরে এসেছে চ্যাপলিনের ছবিতে। দি সার্কাস (১৯২৭) ছবিটিতে পুলিশের তাড়া খেয়ে চ্যাপলিনকে আমরা ঢুকে পড়তে দেখি সার্কাসের মঞ্চে, তারপর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে শুরু হয় ট্রাপিজের হাজার কসরত! ছবিতে সার্কাসের দর্শকরা সেসব দেখে হেসে অস্থির, তাঁদের কাছে প্রকৃত সত্য জানা নেই। আর আমরা, ছবির দর্শকরাও হেসে অস্থির কিন্তু আমাদের অবস্থান চ্যাপলিনের সঙ্গে। ছবির এক জায়গায় সার্কাসের ম্যানেজারের মন্তব্য ভেসে উঠতে দেখি ইন্টার-টাইটেলে, "হিস এ সেনসেশন বাট হি ডাসনট নো ইট..." এতকাল বাদে এই স্বতঃস্ফূর্ত স্ল্যাপস্টিকগুলির দিকে ফিরে তাকালে ওই সময়ের প্রেক্ষিতে এ-কথা কৌতুকপূর্ণভাবে সর্বৈব সত্য বলে মনে হয়। আবার প্রথম দিকের এ নাইট ইন দ্য শো (১৯১৫)-তে আমরা দেখা পাই ব্রিটিশ মিউজিক হল বা আমেরিকার ভদেভিল জাতীয় রঙ্গমঞ্চের! ছবির এক জায়গায় মদের নেশায় চ্যাপলিন আচমকা গিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর উঠে পড়েন, তারপর শুরু হয় তার চিরাচরিত স্ল্যাপস্টিক মারপিট! অনেকে বলে থাকেন চ্যাপলিনের ছবি আসলে মানুষের আজীবনলালিত সুপ্ত শৈশবকে প্রাণিত করে, তাই তাঁর ছবির বয়সে ছোট দর্শকের চেয়ে বয়সে বড় দর্শকের সংখ্যাই বেশি। মদ্যপ চ্যাপলিন, আরও বেশি করে যেন ওই শৈশবে প্রণত। তাই ভদেভিল রঙ্গমঞ্চে মদ্যপ চ্যাপলিন যেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে উঠে পড়েন, যেন এ তাঁর অনেক ছোটবেলার অভ্যাস! এখানে ছবির ভদেভিলের দর্শকদের থেকে ছবির দর্শক হিসেবে আমাদের অবস্থান অনেক বেশি ব্যক্তি-চ্যাপলিন নিষ্ঠ। হিজ ফেভারিট পাসটাইম (১৯১৪), দ্য রাউন্ডার্স (১৯১৪) থেকে সিটি লাইট মাতাল চ্যাপলিনের মগ্নচৈতন্যের শৈশব-যাপন। যুক্তিবুদ্ধির ধার না ধেরে, মুক্ত বিহঙ্গের মতো শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে যা খুশি করা। কিছুক্ষণের জন্য শিশুসুলভ দুষ্টুমি করে চলা। স্ল্যাপস্টিক প্রদর্শনের এরকম সুযোগ চ্যাপলিন কখনও ছাড়েননি।

চিরাচরিত স্ল্যাপস্টিক, 'এ নাইট ইন দ্য শো' (১৯১৫)

চার্লির কথা ২

বন্দিত্ব ও একাকিত্ব বস্তিবাসীদের নিত্যদিনের সঙ্গী। ল্যাম্বেথের ওয়ার্ক-হাউসে একদিন তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। জেরেমি বেন্থাম, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বলেছিলেন প্যান-অপটিকনিয়ান! বলা নেই কওয়া নেই, সমাজসেবী পাদ্রির দল কোথা থেকে এসে নিয়ম নামক কবচ ঝুলিয়ে তার সাধের চুল কেটে দিয়ে চলে গেল! গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক, সমস্তরকম সমাজব্যবস্থায় মানুষ যে একটা সংখ্যার বেশি কিছু নয় চার্লি সেটা ওই কম বয়সেই টের পেয়েছিল যখন সে দেখল, আসলে নিজের শরীরটাও নিজের নয়! যে শরীরকে সে চিরকাল ব্যবহার করেছে মানুষকে আনন্দ দিতে, যে শরীর তার শিল্পের যাপন-ভূমি, সেইখানেই ঘটে গেল অতর্কিত হামলা। তার এই অভিজ্ঞতার কথা জানা থাকা দর্শক হিসেবে তার ছবি সমাদর করার প্রাক-শর্ত।

মায়ের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে। হানার পরিবারে মানসিক অসুস্থতার বেশ কিছু নজির আছে। হানার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া না কি সিফিলিস-ঘটিত তা আজও পরিষ্কার নয়। মা হাসপাতালে চলে গেলে সরকারি নিয়মে চার্লি ও সিডনি কেনিংটনে তার বাবার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। বলা-বাহুল্য গৃহকর্ত্রী বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী লুইস, ব্যাপারটা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। খাদ্য জুটত, কিন্তু তার থেকেও বেশি জুটত অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। পরে মা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোলে তারা মায়ের সঙ্গে পাউনাল টেরাসের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। এখানে থাকাকালীন দারিদ্র্য চরমে পৌঁছয়। আগের মতো উপার্জনের নানা পন্থা এবং উপায় না থাকায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়িয়ে কাটত মায়ের নিত্যদিন। এই সময়েরই একটি ঘটনার কথা চার্লি অনেক জায়গায় বলে গেছে।

প্রথম দৃশ্য: মা বেরিয়েছে উপার্জনের জন্য। সিডনি কোথায় সে জানে না। ছাদের কড়িকাঠে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে চার্লির।

দ্বিতীয় দৃশ্য: বাইরে হঠাৎ হইচইয়ের শব্দ। চার্লির তন্দ্রা ছুটে গেছে, সে এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

তৃতীয় দৃশ্য: একটা আধপাগল ধরনের লোক মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে একটা ভেড়াকে তাড়া করে রাস্তার সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারের লোকজন বিশেষত চার্লির বয়সি ছোটরা দারুণ উপভোগ করছে ব্যাপারটা আর হাততালি দিচ্ছে। চার্লিও দারুণ মজা পেয়েছে, সে অন্যদের সঙ্গে হাততালি দিতে দিতে দৌড়চ্ছে লোকটার পিছন পিছন।

চতুর্থ দৃশ্য: রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে সবাই, লোকটা ভেড়াটাকে টেনে ঢুকিয়ে দিল একটা বাড়িতে। চার্লি চোখ তুলে দেখে সেটা একটা কসাইখানা! এই অনভিপ্রেত ঘটনার অভিঘাতে চার্লি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, "ওরা একে মারতে নিয়ে যাচ্ছে!!"

১৯০১ সালে বাবা মারা যায়। দাদা সিডনি জাহাজে কাজ নিয়ে দূরে। চার্লি এই সময় মুদি-দোকান থেকে মুচিগিরি সমস্তরকম কাজে নিজেকে যুক্ত করছে। রঙ্গমঞ্চে গান-অভিনয়ও চলছে পাশাপাশি। বিদ্যালয়েও মাঝেমাঝে। আর শ্যেনদৃষ্টিতে দেখছে, উপলব্ধি করছে মানুষের স্বভাব ও মানুষের সমাজ। একদিন জানতে পারে মা সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে, তাকে আবার মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অসুখ তার আর কোনওদিনও সারেনি।

১৯১০ সাল নাগাদ চার্লি ব্রিটিশ মিউজিক হলের বিখ্যাত অভিনেতা ও স্ল্যাপস্টিক কৌতুকাভিনেতা ফ্রেড কার্নোর দলে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে চ্যাপলিনের ছবিতে এর-ওর মুখে বড় কেক বা পেস্ট্রি ছুড়ে মারার যে দৃশ্যগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেই স্ল্যাপস্টিক প্রকরণটি এই ফ্রেড কার্নোর মস্তিষ্কপ্রসূত। একে কাসটার্ড-পাই-ইন-দ্য ফেসগ্যাগ বলে। ইনি ছিলেন স্ল্যাপস্টিক কমেডি এবং সাইলেন্ট কমেডির প্রবর্তকদের অন্যতম। এঁর হাত ধরেই চার্লির আমেরিকা যাত্রা ও 'কমেডির রাজা' ম্যাক সেনেটের 'কিস্টোন স্টুডিও'তে যোগদান। এই বছরগুলিতেই স্ল্যাপস্টিক কমেডির উপযোগী শারীরিক দক্ষতা সে রপ্ত করে ফেলে, প্রায় স্প্রিঙের মতো বানিয়ে ফেলে শরীরটাকে। সঙ্গে লন্ডনের 'ককনি' বাচনভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে যা মার্কিন রঙ্গমঞ্চের জন্য একেবারেই উপযোগী ছিল না। পরে 'এসানে স্টুডিও', 'মিউচুয়াল ফিল্ম কর্পোরেশন' হয়ে সবশেষে নিজে 'ইউনাইটেড আর্টিস্ট' তৈরি করে খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শিখর ছোঁয়। মা তার সঙ্গেই ছিল আমেরিকাতে। ছেলের সাফল্য ও খ্যাতিতে যদিও সে নিস্তেজই থাকত। অবশেষে ১৯২৮ সালে মায়ের মৃত্যু হয়।

চ্যাপলিনের কথা ২

বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের কাহিনি বলার কোনও দায় নেই, বলেছিলেন বেলা বালাজ বা জিভা ভের্তভের মতো চলচ্চিত্রতাত্ত্বিকেরা। সেক্ষেত্রে মানতেই হবে, চ্যাপলিনের সাইলেন্ট কমেডিগুলি বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের আদর্শ নিদর্শন। আর চ্যাপলিন সেখানে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী, একটা দাগ একটা ক্ষত যেন! কিড অটো রেসেস অ্যাট ভেনিস-এর কথা ভাবুন। অভিজাতদের বাচ্চাদের গাড়ির রেসের ভিডিও তোলা হচ্ছে সেখানে চ্যাপলিন ধুঁকে পড়ছেন বারবার! লাথি, গলাধাক্কা যা-ই দেওয়া হোক তিনি নাছোড়বান্দা। একদম শেষে তাঁকে ভেংচি কাটতে দেখা যায় ক্যামেরার সামনে এসে। কর্তৃপক্ষ ও বড়লোকদের যাবতীয় ব্যবস্থাকে তিনি যে সারাজীবন বুড়ো আঙুল দেখাবেন এখানেই তার সূচনা হয়ে যায়। অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের পর নানান অশান্তি করে ছবির মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হওয়া চ্যাপলিনের অনেক ছবিরই নিত্যদিনের ব্যাপার। এই ছবি থেকেই ভবঘুরে ঢোলাপ্যান্ট টুপি ছড়ি ছোট গোঁফের আর্কিটাইপ চ্যাপলিনের দেখা পাই আমরা। শোনা যায়, ম্যাক সেনেটের নির্দেশে তিনি নিজেই তাঁর এই রূপকল্প তৈরি করেছিলেন। অনেকে আবার বলে ঝড়জলের সন্ধ্যায় এইরকম দেখতে একটি মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি।

সেই বিখ্যাত ভেংচি, 'কিড অটো রেসেস অ্যাট ভেনিস' (১৯১৪)

ইজি স্ট্রিট (১৯১৭)-এর একটি দৃশ্য আছে, চ্যাপলিন বাক্স থেকে খাবার বের করে বাচ্চাদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যেন তারা মানবশিশু নয়, তারা মুরগির ছানা! সের্গেই আইজেনস্টাইনকে এই দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চার্লি বলেছিলেন, "জানেন তো— আমি এটা কেন করেছিলাম? কেননা শিশুদের আমি অপছন্দ করি। তাদের আমার ভালো লাগে না।" আপাত নির্মম এই কথার পিছনে লুকিয়ে আছে চার্লির বিপর্যস্ত শৈশব। প্রকৃতপক্ষে শিশু নয়, চার্লি অপছন্দ করতেন শৈশবকে। শিশুরা ছিল সেই অপছন্দের শৈশবের প্রতিমূর্তি।

'শান্তি ও সমৃদ্ধির' প্রতীক শ্বেতশুভ্র স্তম্ভের উদ্বোধন হবে। শহরের গণ্যমান্যরা উপস্থিত দলবল-সমেত। পাইক-বরকন্দাজ-পাদ্রি কেউ বাকি নেই। ঢাকা সরতেই দেখা যায় শ্বেতশুভ্র স্তম্ভের গায়ে কালো আঁচড়ের মতো কী একটা লেগে আছে যেন! ওঃ, ওই শালা ভিখিরি ভবঘুরেটা! ঘুম ভেঙে উঠে চ্যাপলিন হতভম্ব! তাঁকে যত নেমে আসার হুমকি দেওয়া হয় তত একবার তাঁর প্যান্ট আটকে যায় মার্বেলের তলোয়ারে, একবার তিনি বসে পড়ে একটা মূর্তির মুখের উপর নিতম্ব রেখে! এদিকে বিউগল বেজে উঠতেই বাকিদের সঙ্গে তিনিও ওই অবস্থাতেই স্যালুটের ভঙ্গি নেন। বোঝা যায়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত নয়। সমাজ যাদের ভুলে থাকতে চায় তাদের এরকম অবাঞ্ছিত উপস্থিতি দিয়েই শুরু হয় সিটি লাইট। ঝাঁ চকচকে শহরের অভ্যস্ত আলো নয়। যেসব মানুষ বা যেসব অঞ্চল ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাত্যই থেকে গেছে, এই আলো সেই বাইরের নগরের। বস্তুত সিটি লাইট-এর সময়ে হলিউডে বাক্-চিত্র এসে গেছে। কিন্তু নৃত্যগীতবাদ্যমুখর কর্ণভেদী বাক্-চিত্রের বিপরীতে মাঝেমাঝে কিছু আওয়াজ ও নেপথ্য-সঙ্গীত ছাড়া সিটি লাইট-এর নির্বাক চলমান চিত্রমালায় এমন একটা সুখ ছিল যা এই ছবিটিকে শেষপর্যন্ত প্রায় মন্ত্রের শান্তিতে উন্নীত করে দেয়!

তিনি এখানে স্বয়ং পাদ্রি এবং অবশ্যই অবধারিতভাবে জালি পাদ্রি। আদতে জেলপালানো আসামি। এদিকে শহরের শেরিফ চ্যাপলিন-আসামিকে চিনতে পারে ও তাঁকে বন্দি করে। কিন্তু তাঁর উদারতায় ততক্ষণে সবাই মুগ্ধ, তাই শেরিফ তাঁকে আমেরিকা থেকে পালিয়ে মেক্সিকোতে চলে যেতে সাহায্য করতে চায়। আমেরিকার সীমানায় নিয়ে গিয়ে যতবার তাঁকে মেক্সিকোতে পাঠানো হয় ততবার তিনি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে (নাকি বুঝতে না চেয়ে) সীমানা টপকে ফের আমেরিকা চলে আসেন! শেষে বিরক্ত শেরিফ পশ্চাৎদেশে লাথি মেরে তাঁকে মেক্সিকো পাঠিয়ে নিজে পালিয়ে চলে যায়। চ্যাপলিনের তখন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়, এক পা আমেরিকার দিকে আরেক পা মেক্সিকোর দিকে দিয়ে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। এদিকে কী একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, খুব গোলাগুলি চলছে। তিনি কী করবেন কিছু বুঝতে না পেরে ওই লাইন ধরে দুদিকে দুই পা রেখে দিগন্তের দিকে হাঁটা দেন তাঁর বিখ্যাত পাতিহাঁসের মতো হাঁটার ভঙ্গিতে! দ্য পিলগ্রিম (১৯২৩) ছবির পরিসমাপ্তি ঘটে এখানেই। এই তাঁর চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক ভাষা। প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি তিনি, তাই যেখানে দু-দেশের সীমারেখা সেখানেই তাঁর বসবাস।

আমেরিকার স্টুডিও সিস্টেম থুড়ি আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁর এই ব্যঙ্গ ভালোভাবে নেয়নি। মর্ডার্ন টাইমস (১৯৩৬) ছবিতে যন্ত্রপাতির ভিতরে ঘুরতে থাকা চ্যাপলিন তাই যতটা বোধ-বুদ্ধিরহিত প্রযুক্তির ব্যবহারকে ব্যঙ্গ করেন, ততটাই স্টার-ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের জাঁতাকলে তাঁর কী অবস্থা হয়েছে সেটাকে প্রকাশ করে। ব্যাপারটা গোল্ড রাশ (১৯২৫)-এর সময় থেকেই শুরু হয়। চার্লির জবানবন্দি থেকে জানা যায় ক্লন্ডিক গোল্ড রাশের গল্পটা তাঁর মাথায় আসে চিলকুট গিরিপথে যাওয়ার সময়। নিজেকে নধর মুরগি হিসেবে ভাবার দৃশ্য-পরিকল্পনাটি তাঁর মাথায় আসে আমেরিকার পথিকৃৎ একজনের নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ক্যানিবলিজামের ঘটনা থেকে! চ্যাপলিন তাই মনে করতেন হাস্যরস আপাতবিরোধী, কারণ তা উত্থিত হয় বিষাদ বা দুঃখ থেকে। উপহাসের ভিতর দিয়ে যে হাস্যরস নির্গত হয় তা মানুষের অনেক অসহায়তাতে প্রলেপ দেয়— না হলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। নরভুকবৃত্তির এহেন ব্যঞ্জনা আমাদের হাসতে হাসতে স্তব্ধ করে দেয়। এই মুরগি-অনুষঙ্গ, রাষ্ট্রের চোখে আসলে ছিল প্রান্তিক মানুষের প্রতিমূর্তি!

এখান থেকে শুরু, ১৯৪০-এর দ্য গ্রেট ডিক্টেটর-এ হাঁসজুতো-টুপি-ছড়ির ভবঘুরে চ্যাপলিন অন্তর্হিত, পড়ে আছে শুধু তাঁর গোঁফটা! আসলে ১৯৩৮ সাল নাগাদ চার্লির বন্ধু ভেনডারবিল্ট জার্মানি থেকে তাকে পাঠাতে থাকে কিছু পোস্টকার্ড। সেখানেই প্রথম চোখে পড়ে গোঁফচুরির ব্যাপারটা! চার্লি লিখেছে সে কথা, "ও আমার গোঁফ চুরি করেছে! ওই গোঁফ আমি আবিষ্কার করেছিলাম! অবশ্য এই গোঁফ-সহ ওর মুখ আমার মুখের বাজে নকল— পুঁচকে ঠোঁট ও এলোমেলো চুল নিয়ে ওই মুখে ফুটে উঠেছে অশ্লীল ভাঁড়ামো। হিটলারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা আমি ভাবিওনি। কিন্তু যখন আইনস্টাইন ও টমাস মানকে জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে হল, তখন হিটলারের ওই মুখ আর কমিক না থেকে হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর।" দ্য গ্রেট ডিক্টেটর শুরুর সময়ে খবর আসতে থাকে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমেরিকা-ইংল্যান্ড জল মাপতে শুরু করে, নাৎসি জার্মানিকে আপাতত চটানো যাবে না। ছবিটার বিরোধিতা শুরু হয়। বলা হয় ছবিটার মুক্তি এই দুটি দেশে চিরকালের মতো নিষিদ্ধ করতে হবে। এদিকে ফ্রান্সের আন্দ্রে ম্যাজিনোর নামে নামাঙ্কিত 'ম্যাজিনো লাইন' নামক যুদ্ধের জন্য তৈরি দুর্গ ধূলিসাৎ হয়। ফ্রান্স অধীনস্থ হয় হিটলারের। অতঃপর ডানকার্কের দিকে এগিয়ে চলে রণতরী যুদ্ধ-বিমান। আমেরিকা প্রমাদ গোনে ও ডাক পড়ে দ্য গ্রেট ডিক্টেটরের! বলা হয় "তোমার ছবি তাড়াতাড়ি করো, সবাই অপেক্ষা করছে এটার জন্য!" কিন্তু ডিক্টেটর হ্যানকেল (হিটলারের নকল)-রূপী ইহুদি নাপিতের শেষ সম্ভাষণ মনঃপূত হয় না প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-সহ গোটা মার্কিন সাংবাদিককুলের, বিশেষত, "ইন জ্য নেম অফ দ্য ডেমোক্রাসি — লেট আস ইউজ দ্যাট পাওয়ার— লেট আস অল ইউনাইট..." রাষ্ট্রশক্তি বুঝতে শুরু করে যা আগে কেবল সন্দেহ ছিল আজ তা প্রমাণিত হচ্ছে, এ লোকটি খুবই বিপজ্জনক। ১৯৪৭-এ মঁসিয়ে ভের্দু ঝড় বইয়ে দেয় আমেরিকা জুড়ে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ছবির মুক্তি! নিজে বিবাহিত হয়েও, বড়লোক মহিলাদের বিয়ে করা ও তারপর তাদের হত্যা করা এই এখন চ্যাপলিনের কাজ! সরাসরি পুঁজি-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ফতোয়া ম্যাকার্থি-যুগে চ্যাপলিনকে দেগে দেয় আমেরিকা-বিরোধী হিসেবে! দেশদ্রোহী হিসেবে! কম্যুনিস্ট হিসেবে! যদিও তিনি এইচজি ওয়েলসকে বলেছিলেন, "আপনি যদি সমাজতন্ত্রী হন তাহলে বিশ্বাস করুন, পুঁজিবাদ বিনষ্ট, পৃথিবীর জন্য আর কী আশা থাকবে যদি রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়?" ১৯৫২ সালে তাকে স্থায়ীভাবে মার্কিন দেশ ছাড়া করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রের আদি যুগে যে কজন বিরল প্রতিভাধর স্রষ্টার সৃষ্ট চলচ্চিত্রকে নাটক ও সাহিত্যের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত করেছিল চ্যাপলিন তাঁদের মধ্যে প্রধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভঙ্গি, বেশভূষা, চরিত্রচিত্রণ সব কিছুর মধ্যে শুরু থেকেই তার স্রষ্টা-সুলভ সাক্ষর বিদ্যমান, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বানিয়ে তোলা জিনিশ নয়, হয়ে ওঠা পদার্থ।" শিল্পের এই আদ্যন্ত মৌলিক রূপ তাঁর চলচ্চিত্রগুলিকে যেমন দিয়েছে বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি তেমনই তাঁর প্রতিভাকে করে তুলেছে শেক্সপিয়ারের সমতুল্য! কারণ তিনিও শেক্সপিয়ারে মতোই বাণিজ্যের চলতি সবগুলি প্রথা মেনে নিয়েও স্তর-বহুল শিল্পী হতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, ভোক্তার তারতম্য অনুযায়ী তাঁর আবেদনের স্তরও আলাদা-আলাদা— কিন্তু নিম্নতম স্তরেও বঞ্চিত হতে হয় না, যেহেতু নিছক বিনোদন-উপভোগের সমান অংশীদার সবাই।

উপলব্ধি কী? চার্লির জবানবন্দি থেকে পাওয়া যায়, "লাইম লাইট (১৯৫২) ছবির চূড়ান্ত পর্যায়ে কমেডিয়ান ক্যালভেরোর উপলব্ধিই আমার উপলব্ধি: জীবন গতিশীল এবং তাই প্রগতি।" লাইম লাইট ছবির শেষে পিয়ানোবাদকের ভূমিকায় যে অভিনেতার দেখা পাই তার নাম 'বাস্টার কিটন'। চ্যাপলিনের সমতুল্য প্রতিভার এই স্ল্যাপস্টিক কমেডিয়ানের সুদিন তখন পড়ে আসছে কিন্তু ক্যালভেরোর ভালোবাসা থেকে যায় তার প্রতি। চার্লি ও চ্যাপলিন সত্যিই কোনওদিন জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। কী মঁসিয়ে ভের্দু-তে কী সিটি লাইট-এ, কী প্রতিবাদে কী প্রেমে, সদা প্রাণবন্ত এই ভাঁড় এই ভবঘুরে তাই আজও আমাদের এত প্রিয়। ক্যালভেরো মারা যায় টেরিকে পাদপ্রদীপের আলোর নিচে রেখে, কিন্তু আমরা জানি আরেকজন চার্লি চ্যাপলিন (মৃত্যু: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭) আর কোনওদিনও আসবেন না এই পৃথিবীতে!

(সম্পাদকীয় সব প্রবন্ধের যাবতীয় দায় লেখকের। সম্পাদক কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নয়।)

সন্ধির প্রদাহ ও ক্ষয়জনিত নানা রোগের সমষ্টিগত নাম আর্থ্রাইটিস

সোমনাথ পালিত

প্রতি বছর ১২ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস। বাতজনিত রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, রোগীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা এবং সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার গুরুত্ব বোঝানো—এই দিনের প্রধান উদ্দেশ্য। "আর্থ্রাইটিস" বলতে একটিমাত্র রোগকে বোঝায় না; এটি জয়েন্ট বা সন্ধির প্রদাহ ও ক্ষয়জনিত নানা রোগের সমষ্টিগত নাম। এসব রোগে ব্যথা, ফোলা, শক্তভাব এবং চলাফেরায় অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কারও ক্ষেত্রে সমস্যা সাময়িক, আবার কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও অক্ষমতাসৃষ্টিকারী। তাই বাতকে শুধু বয়সের স্বাভাবিক সমস্যা ভেবে উপেক্ষা না করে এর লক্ষণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানা জরুরি।

আর্থ্রাইটিস ও রিউমাটিক রোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং এসব রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির জন্য ১৯৯৬ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠন *আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড রিউম্যাটিজম ইন্টারন্যাশনাল* বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস চালু করে। পরে *ইউরোপিয়ান অ্যালিয়েন্স অফ অ্যাসোসিয়েশন ফর রিউম্যাটোলজি* (ইইউএলএআর) দিবসটির প্রচার ও কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের রোগী সংগঠন, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই দিন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করে।

প্রতি বছর দিবসটির নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য থাকতে পারে। প্রতিপাদ্য বদলালেও মূল বার্তা একই: বাতের লক্ষণ চিনুন, চিকিৎসা নিতে দেরি করবেন না, এবং রোগীর দৈনন্দিন জীবনে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলুন। সচেতনতা দিবসটি কেবল রোগ সম্পর্কে তথ্য ছড়ানোর উপলক্ষ নয়; এটি রোগীদের কথা শোনা, তাদের অধিকার ও প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা এবং চিকিৎসাসেবায় প্রবেশাধিকার উন্নত করারও সুযোগ।

আর্থ্রাইটিস কী?

মানবদেহের হাড়গুলো যেখানে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই সংযোগস্থলকে জয়েন্ট বা সন্ধি বলে। হাঁটু, কোমর, কাঁধ, আঙুল, কবজি ও গোড়ালির সন্ধি আমাদের নড়াচড়ায় সাহায্য করে। সন্ধির বিভিন্ন অংশে প্রদাহ, তরুণাস্থির ক্ষয়, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা কিংবা অন্য কোনো সমস্যা হলে ব্যথা ও চলাচলের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এসব অবস্থার মধ্যে বহু ধরনের আর্থ্রাইটিস রয়েছে।

সবচেয়ে পরিচিত ধরনগুলোর একটি হলো অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এতে জয়েন্টের হাড়ের প্রান্ত ঢেকে রাখা মসৃণ তরুণাস্থি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। ফলে হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ বাড়ে এবং ব্যথা, শক্তভাব বা নড়াচড়ায় সীমাবদ্ধতা হতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে এর ঝুঁকি বাড়ে, তবে আঘাত, অতিরিক্ত ওজন, জয়েন্টে দীর্ঘদিনের চাপ বা কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্যও ভূমিকা রাখতে পারে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটি প্রদাহজনিত ও অটোইমিউন রোগ। এ অবস্থায় রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে শরীরের নিজস্ব জয়েন্টের আবরণকে আক্রমণ করে। সাধারণত হাত ও পায়ের ছোট সন্ধিতে ব্যথা ও ফোলা দেখা দিতে পারে এবং শরীরের দুই পাশে একই ধরনের জয়েন্ট আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে জয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে চোখ, ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র বা অন্যান্য অঙ্গেও প্রভাব পড়তে পারে।

গাউট বা গেঁটে বাত সাধারণত রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে তার স্ফটিক জয়েন্টে জমার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে হঠাৎ তীব্র ব্যথা, লালচে ভাব, গরম অনুভূতি ও ফোলা হতে পারে—বিশেষ করে পায়ের বুড়ো আঙুলে। আবার সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, কিশোর বয়সের আর্থ্রাইটিস এবং সংক্রমণজনিত আর্থ্রাইটিসও রয়েছে। রোগের ধরন অনুযায়ী লক্ষণ, ঝুঁকি ও চিকিৎসা ভিন্ন হয়।

সাধারণ লক্ষণ ও কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

আর্থ্রাইটিসের লক্ষণ সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। তবে কিছু সাধারণ লক্ষণ হলো:

জয়েন্টে ব্যথা বা চাপ দিলে কোমলতা; জয়েন্ট ফুলে যাওয়া, লাল হওয়া বা গরম অনুভূত হওয়া; সকালে বা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর জয়েন্ট শক্ত লাগা; জয়েন্ট নাড়াতে বা দৈনন্দিন কাজ করতে অসুবিধা; চলাফেরার পর ব্যথা বেড়ে যাওয়া বা বিশ্রামের পর শক্তভাব; ক্লান্তি, দুর্বলতা বা কখনো জ্বর—বিশেষত প্রদাহজনিত রোগে।

কোনো জয়েন্ট হঠাৎ খুব ব্যথাযুক্ত, লাল ও গরম হয়ে গেলে, জ্বর থাকলে, অথবা ব্যথার কারণে হাঁটা বা হাত ব্যবহার করা কঠিন হলে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া উচিত। দীর্ঘদিনের ব্যথা, বারবার ফোলা, সকালে দীর্ঘ সময় শক্তভাব কিংবা লক্ষণের ক্রমশ বৃদ্ধি হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। নিজে নিজে রোগ নির্ণয় করা বা দীর্ঘদিন ব্যথানাশক খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। একই ধরনের ব্যথার পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে, আর সঠিক চিকিৎসা নির্ভর করে সঠিক রোগ নির্ণয়ের ওপর।

রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া

চিকিৎসক সাধারণত রোগীর লক্ষণ, ব্যথা কখন শুরু হয়েছে, কোন জয়েন্ট আক্রান্ত, ব্যথা কীসে বাড়ে বা কমে এবং পরিবারে বাতের ইতিহাস আছে কি না—এসব জানতে চান। শারীরিক পরীক্ষায় জয়েন্টের ফোলা, উষ্ণতা, নড়াচড়ার পরিসর ও ব্যথা দেখা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই করা হতে পারে। সব রোগীর ক্ষেত্রে সব পরীক্ষা দরকার হয় না। পরীক্ষার ফল, শারীরিক লক্ষণ ও চিকিৎসা-ইতিহাস মিলিয়ে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক—যেমন রিউমাটোলজিস্ট—প্রদাহজনিত ও জটিল বাতের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় সহায়তা করেন। তবে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসকের কাছেও যাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে বা বাড়তে থাকলে চিকিৎসা নিতে দেরি না করা। কিছু প্রদাহজনিত বাতের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে জয়েন্টের ক্ষতি কমানো এবং দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

চিকিৎসা ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা

আর্থ্রাইটিসের সব ধরনের জন্য এক চিকিৎসা নেই। রোগের ধরন, তীব্রতা, আক্রান্ত জয়েন্ট, বয়স এবং অন্যান্য শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়। ব্যথা ও প্রদাহ কমানোর ওষুধ, রোগের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, ফিজিওথেরাপি এবং প্রয়োজনে বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হতে পারে। কোনো ওষুধ শুরু, বন্ধ বা পরিবর্তন করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ব্যথা কমেছে বলে নিজে থেকে ওষুধ বন্ধ করাও ঠিক নয়।

ফিজিওথেরাপি ও উপযুক্ত ব্যায়াম জয়েন্টের নড়াচড়া, পেশির শক্তি এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। হাঁটা, সাঁতার বা পানিতে ব্যায়ামের মতো কম-চাপের কার্যকলাপ অনেকের জন্য উপযোগী হতে পারে, তবে কোন ব্যায়াম নিরাপদ তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। ব্যথা বেড়ে গেলে জোর করে ব্যায়াম না করে চিকিৎসক বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। বিশ্রাম ও নড়াচড়ার মধ্যে ভারসাম্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ—অতিরিক্ত বিশ্রামে পেশি দুর্বল হতে পারে, আবার অতিরিক্ত চাপ ব্যথা বাড়াতে পারে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ হাঁটু ও কোমরের মতো ভারবহনকারী জয়েন্টের ওপর চাপ কমাতে সহায়তা করে। পুষ্টিকর ও সুষম খাবার, পর্যাপ্ত পানি, ধূমপান এড়ানো এবং পর্যাপ্ত ঘুম সামগ্রিক স্বাস্থ্যে ভূমিকা রাখে। কোনো বিশেষ খাবার বাত সারিয়ে দেয়—এমন দাবি প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। গাউটের ক্ষেত্রে খাবার ও পানীয়ের ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হওয়া ভালো।

দৈনন্দিন কাজ সহজ করার জন্য কিছু ব্যবহারিক পরিবর্তন সহায়ক হতে পারে। ভারী জিনিস এক হাতে না তুলে দুই হাতে ধরা, দীর্ঘক্ষণ একই ভঙ্গিতে না থাকা, কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া, আরামদায়ক জুতা পরা এবং প্রয়োজনমতো সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুর্গাপুজো ২০২৬-এর প্রস্তুতি নিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: দুর্গাপুজো ২০২৬ উপলক্ষে যাত্রীদের বিপুল ভিড়ের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে শিয়ালদহ ডিভিশনের উদ্যোগে রাজ্য পুলিশ, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (GRP)-এর পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিনগুলিতে কার্যকরভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রী রাজীব সাক্সেনা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (DRM), শিয়ালদহ ডিভিশন। সম্ভাব্য অতিরিক্ত যাত্রীসমাগম সামাল দিতে এবং স্টেশন ও আশপাশের এলাকায় নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পরিকল্পনা, নির্দিষ্ট হোল্ডিং এরিয়া এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে এবং যাত্রী চলাচল মসৃণ রাখতে প্ল্যাটফর্মগুলিতে যথাযথ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পর্যাপ্ত রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF) কর্মী মোতায়েন নিয়েও আলোচনা হয়।

অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মীর প্রয়োজন মেটাতে ২৭০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মীর পরিষেবা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্স (RPSF)-এর অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন করা হবে।

অতিরিক্ত যানবাহনের চাপের সম্ভাবনা রয়েছে এমন লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে পর্যাপ্ত RPF কর্মী মোতায়েন করা হবে। এই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফুট ওভার ব্রিজগুলিতেও RPF কর্মীদের পাশাপাশি স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সিভিল ডিফেন্স এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হবে। তাঁরা যাত্রীদের সহায়তা করবেন এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবেন।

যেসব স্টেশনে যাত্রীসমাগম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে চিকিৎসা সহায়তা বুথ ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা রাখা হবে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীরা দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা পান।

সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজরদারি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমগ্র ডিভিশনকে বিভিন্ন স্টেশনগুচ্ছের ভিত্তিতে ১১টি নোডাল পয়েন্টে ভাগ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ডিভিশনের সমস্ত স্টেশনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ওয়ার রুম চালু রাখা হবে।

জরুরি পরিস্থিতিতে বা তাৎক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজনে যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা শিয়ালদহ ডিভিশনের ওয়ার রুমের ৯১৪৭৯০৬৭৭৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, যাতে সমস্ত অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (ATVM) এবং মোবাইল UTS পরিষেবা সচল থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত টিকিট বুকিং কাউন্টারও চালু করা হবে। উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে সমস্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।

সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (S&T), TRD, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং TRS বিভাগের মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দলগুলি ১৬:০০ থেকে ২৪:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে যন্ত্রপাতির ত্রুটি বা রেল চলাচল সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে এবং যাত্রীদের অসুবিধা কমবে।

উৎসবের সময় সম্ভাব্য ভিড় ও যানজট এড়াতে ১৫ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিং এলাকা বন্ধ থাকবে। যাত্রী ও দর্শনার্থীদের কাছে অনুরোধ, এই সময়ে গাড়ি শুধুমাত্র যাত্রী ওঠানো-নামানোর (ড্রপ-অফ ও পিক-আপ) কাজে ব্যবহার করুন এবং গাড়ি পার্ক করা থেকে বিরত থাকুন। এর ফলে স্টেশনের আশপাশে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সুবিধা হবে।

এছাড়াও, ১৫ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের ডিজিটাল লকার পরিষেবা বন্ধ থাকবে। যাত্রীদের এই সময়ের কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় বিকল্প ব্যবস্থা করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

রাজীব সাক্সেনা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ ডিভিশন বলেন, দুর্গাপুজোর সময় প্রত্যেক যাত্রীর নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক রাখতে আমরা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছি। উৎসবের সময় যাত্রীরা যাতে নিরাপদ, মসৃণ ও নির্বিঘ্ন রেলযাত্রার অভিজ্ঞতা পান, তা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগেভাগেই সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দুর্গাপুজো ২০২৬ উপলক্ষে সমন্বিত পরিকল্পনা, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার প্রস্তুতি এবং কার্যকর রেল পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও যাত্রীবান্ধব রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে শিয়ালদহ ডিভিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Name Change
I,Abdul Rashid Mondal (Old Name),Son Of Late Dastan Ali,Resident Of Shantikanan,Berhampore,Murshidabad-742101,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Abdul Rashid Mondal (Old Name) To Abdul Rasid Mondal (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Abdul Rasid Mondal (New Name) In All Purpose,Vide Affidavit No 34 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026.Abdul Rasid Mondal (New Name) And Abdul Rashid Mondal (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Rajiv Kumar Pasari (old name), S/O Nandlal Pasari, residing at 59A, Tripura Enclave Ballygunge Circular Lane of Cosmopolitan Club Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Rajiv Kumar Pasari (Old Name) to Rajiv Pasari (New Name)and henceforth shall I be known as Rajiv Pasari (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 09/10/2026. Rajiv Pasari (new name) and Rajiv Kumar Pasari (old name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ujjal Kumar Chakravarty (old name), S/O Tarapada Chakravarty, residing at 3 FR, FL-3R, 80/A Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Ujjal Kumar Chakravarty (Old Name) to Ujjal Chakravarty (New Name)and henceforth shall I be known as Ujjal Chakravarty (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 09/10/2026. Ujjal Chakravarty (new name) and Ujjal Kumar Chakravarty (old name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Satarupa Chakrabarty (old name), S/O Kallol Kumar Mukherjee, residing at 3 FR, FL-3R, 80/A Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Satarupa Chakrabarty (Old Name) to Satarupa Chakravarty (New Name)and henceforth shall I be known as Satarupa Chakravarty (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 09/10/2026. Satarupa Chakravarty (new name) and Satarupa Chakrabarty (old name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Grishma Hillol Doshi, D/o.- Shri Rashmi Kant Shah, R/o.- 5E, Heysham Road. Bhawanipur, Kolkata- 700020, P.S.- Bhawanipore, my actual name has been recorded in my various documents as & also be known as Grishma Doshi and Grishma H Doshi in place of Grishma Hillol Doshi, vide an Affidavit dt. 06.10.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, Grishma Hillol Doshi & Grishma Doshi and Grishma H Doshi all are same & one identical person.

Name Change
I, Lutfar Rahaman Gazi(Old Name), S/o. Late Kalu Gazi, R/o.-Sripur Bagher Ghole, P.O.- Bon Hooghly, P.S.-Narendrapur, Sonarpur, Kolkata-700103,24 Pgs(S), W.B., have changed my name from Lutfar Rahaman Gazi(Old name) to Lutfar Gazi(New name) and henceforth I shall be known as Lutfar Gazi(New name) vide Affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on dt. 09-10-2026.That Lutfar Rahaman Gazi(Old name) and Lutfar Gazi(New name) both are same and one Identical person

Name Change
I, Jamil Ahmed, S/o.- Mohammad Moinuddin, R/o.- 28, G.C.R.C. Ghat, Road, Shibpur, Dist.- Howrah-711102, my Mother's actual name (Rukhsana Khatun), have change my Mother's actual name form Ruksana Begam, Rukshana Begum (Old Name) to Rukhsana Khatun (New Name),henceforth shall be known as Rukhsana Khatun (New Name), vide an Affidavit NO. 34670/26, in the Court of Ld. E.M., 1st Class, at Howrah. That, Ruksana Begam, Rukshana Begum (Old Name) & Rukhsana Khatun (New Name) both are same & one identical person.

Name Change
I, Jamil Ahmed, S/o.- Maimuddin, Moinuddin Ansari, Mainuddin Ansari, Md Moinuddin (Old Name), R/o.- 28, Gurucharan Roy Chowdhury Ghat, Road, Shibpur, Dist.- Howrah-711102, I have change my & Father's actual name from Jamil Ahmed, S/o.- Maimuddin, Moinuddin Ansari, Mainuddin Ansari, Md Moinuddin (Old Name) to Jamil Ahmed, S/o.- Mohammad Moinuddin (New Name), henceforth, shall be known as Jamil Ahmed, S/o.- Mohammad Moinuddin (New Name), vide an Affidavit No. 34406/26, 07.10.2026,in the Court of Ld. E.M., 1st Class at Howrah. That, Jamila Ahmed, S/o.- Maimuddin, Moinuddin Ansari, Mainuddin Ansari, Md Moinuddin (Old Name) & Jamil Ahmed, S/o.- Mohammad Moinuddin (New Name) all are same & one identical person.

Name Change
I,Mohammd Hossain(Old Name), Son Of Late Hashim Mohammed,Resident Of 4A,Ismail Ostagar Lane,P.o-Khiddirpore,Kolkata-700023,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Mohammd Hossain(Old Name) To Md Hossain(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Md Hossain(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026.Md Hossain(New Name) And Mohammd Hossain(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Rumpa Bhunia (old name) W/O Prabir Kumar Patra,resident of Gholai Balichak,- Po - Balichak,Ps - Debra,West Medinipur - 721124 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Rumpa Bhunia (Old Name) to Rumpa Bhunia Patra (new name) and henceforth I shall be known as Rumpa Bhunia Patra (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata, on 05/10/2026. Rumpa Bhunia Patra (new name) and Rumpa Bhunia (old name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk. Siddikur Rahman (Old Name), Son Of Sk Abul Kashem, Resident Of Vill-Banamalipur, Po-Paschimtajpur, Ps-Chanditala, Hooghly 712-706, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Sk. Siddikur Rahman (Old Name) To Sk Siddikur Rahaman (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Sk Siddikur Rahaman (New Name) In All Purpose, Vide Affidavit No 20431 Sworn Before The Notary Publications At Kolkata On 08/10/2026. Sk. Siddikur Rahaman (New Name) And Sk. Siddikur Rahman (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Asma Begam Kazi (Old Name), Daughter Of Iyasin Mallick, Resident Of Vill-Dafarchak, Po-Rajbalhat, Ps-Jangipara, Hooghly 712-408, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Asma Begam Kazi (Old Name) To Asma Begam (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Asma Begam (New Name) In All Purpose, Vide Affidavit No 20431 Sworn Before The Notary Publications At Kolkata On 08/10/2026. Asma Begam (New Name) And Asma Begam Kazi (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Meenakshi Bose Sathua (Old Name), Daughter Of Sunil Kumar Bose, Resident Of 20/15, G.c Bose Lane, Po-Konnagar, Ps-Uttarpara, Hooghly 712-235, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Meenakshi Bose Sathua (Old Name) To Meenakshi Bose (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Meenakshi Bose (New Name) In All Purpose, Vide Affidavit No 20431 Sworn Before The 1St Class Judicial Magistrate At Serampore Hooghly On 01/10/2026. Meenakshi Bose (New Name) And Meenakshi Bose Sathua (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Majnur (Old Name), Son Of Late Haji Daud Rahaman Mondal, Resident Of Vill-Manoharpur, Po-Madpur, Ps-Tarakeswar, Hooghly 712-410, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Majnur (Old Name) To Majnur Rahaman Mondal (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Majnur Rahaman Mondal (New Name) In All Purpose, Vide Affidavit No 45 Sworn Before The Notary Publications At Kolkata On 06/10/2026. Majnur Rahaman Mondal (New Name) And Majnur (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Chinta Devi (Old Name), Wife Of Late Gopal Lal Rajak, Resident Of 6/15A, Kailash Ghosh Road, P.o.- Purba Barisha, P.s.- Haridevpur, Kolkata - 700008, West Bengal, Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Chinta Devi (Old Name) To Chinta Devi Rajak (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Chinta Devi Rajak (New Name) In All Purpose Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026. Chinta Devi Rajak (New Name) And Chinta Devi (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Md Shakoor (Old Name),Son Of Md Alijan,Resident Of 4/74 Convent Lane,Tangra,Kolkata-700015,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Md Shakoor (Old Name) To Md Shakur (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Md Shakur (New Name) In All Purpose,- Vide Affidavit No 25 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026.Md Shakur (New Name) And Md Shakoor (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, (Old Name) REHENA BEGUM W/o- SAMSER ALI MONDAL Residing at, Prantikpara, Panchanantala, Chaltia, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from REHENA BEGUM To REHANA BEGAM (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) REHANA BEGAM in all purpose Vide an affidavit No- 2316 On Date 08 Oct 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, REHANA BEGAM and REHENA BEGUM both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MANJU SARKAR W/o- BIDYUT KUMAR SARKAR Residing at, Kantabari, Kazi para, Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from MANJU SARKAR To MANJU BISWAS SARKAR (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) MANJU BISWAS SARKAR in all purpose Vide an affidavit No- 2315 On Date 08 Oct 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, MANJU BISWAS SARKAR and MANJU SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AVHA SARKAR W/o- UPANDRA NATH SARKAR Residing at, Kantabari, Kazi para, Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from AVHA SARKAR To AVHARANI SARKAR (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) AVHARANI SARKAR in all purpose Vide an affidavit No- 2314 On Date 08 Oct 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, AVHARANI SARKAR and AVHA SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SHATABDI SARKAR KARMAKAR W/o- BIBHAS SARKAR Residing at, Kazipara, Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from SHATABDI SARKAR KARMAKAR To SHATABDI KARMAKAR SARKAR (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) SHATABDI KARMAKAR SARKAR in all purpose Vide an affidavit No- 2313 On Date 08 Oct 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, SHATABDI KARMAKAR SARKAR and SHATABDI SARKAR KARMAKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TAIRADDIN BISWAS S/o- HAJARAT BISWAS Residing at, Bagberia, Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from TAIRADDIN BISWAS To TAIRADDI BISWAS (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) TAIRADDI BISWAS in all purpose Vide an affidavit No- 2312 On Date 08 Oct 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, TAIRADDI BISWAS and TAIRADDIN BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change
I,Bishnu Basu(Old Name),Son Of Suren Basu,Resident Of Huda Purbanawapara,Dhantala,Nadia-741501,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Bishnu Basu(Old Name) To Bishnupada Basu(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Bishnupada Basu(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 22/09/2026.Bishnupada Basu(New Name) And Bishnu Basu(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Debashis Biswas & Debashish Biswas(Old Name),Son Of Sharat Chandra Biswas,Resident Of Barbaria Colony,Dhantala,Nadia-741501,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Debashis Biswas & Debashish Biswas(Old Name) To Debasish Biswas(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Debasish Biswas(New Name) In All Purpose,- Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 22/09/2026.Rajia Debasish Biswas(New Name) And Debashis Biswas & Debashish Biswas(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Mohammed Raqib Hossain(Old Name), Son Of Md Hossain,Resident Of 4A,Ismail Ostagar Lane,P.o-Khiddirpore,Kolkata-700023,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Mohammed Raqib Hossain(Old Name) To Md Raqib Hossain(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Md Raqib Hossain(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026.Md Raqib Hossain(New Name) And Mohammed Raqib Hossain(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Nisha Devi(Old Name) Daughter Of Kedar Nath Paul, Resident At 15 Bagdi Para Lane, Shibpur, Howrah, Pin - 711102, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Nisha Devi (Old Name) To Nisha Paul (New Name) Henceforth I Shall Be Known As Nisha Paul (New Name) In All Purpose, Vide An Affidavit No 54 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 07/10/2026. Nisha Paul(New Name) And Nisha Devi (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I, Kanta Dhawan (Old Name) W/O Late Vashdev Dhawan, Resident At 286, Dum Dum Park, 4Th Floor, Flat 8, Kolkata, P.o-Bangur Avenue, District- North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Kanta Dhawan (Old Name) To Kanta Devi Dhawan (New Name) Henceforth I Shall Be Known As Kanta Devi Dhawan (New Name) In All Purpose, Vide An Affidavit No 55 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 07/10/2026 Kanta Devi Dhawan(New Name) And Kanta Dhawan (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Change of Name
I, **Rafi Ahmed,** S/o- **Moajjem Hosain Akhunjee,** residing at Vill.- Patua, P.O.- Barghoria, P.S.-Swarupnagar, North 24 PGS, Pin- 743247 do hereby declare that my name wrongly recorded in Voter Card being no. LLQ2350544 as **Rafi Ahamed** in place of **Rafi Ahmed** and my father name has been recorded as **Moyajjem Hosen Akunji** in place of **Moajjem Hosain Akhunjee,** in my Aadhaar Card being no. 7171 7967 8361 wherein my father name has been recorded as **Moajjem Hossain Akunjee** in place of **Moajjem Hosain Akhunjee.** That **Rafi Ahmed & Rafi Ahamed** is same one & identical person and **Moajjem Hosain Akhunjee & Moyajjem Hosen Akunji & Moajjem Hossain Akunjee** is same one & identical person vide affidavit no. 5757/Be-1/25, Dt. 18.11.25 sworn before the Ld. Executive Magistrate Court at Basirhat, North 24 Parganas.

Name Change
I Mr. JAMES DAVID SAJAL GOMES (OLD NAME) Son of Fransis Gomes Resident of Dayabari, Ranaghat, Nadia 741256, West Bengal Do hereby declare that I have changed My name from Mr. JAMES DAVID SAJAL GOMES (Old Name) to SAJAL GOMES (New Name) and Henceforth I shall be known as SAJAL GOMES (New Name) in all purpose vide affidavit no 11 Sworn Before the Notary Public at Kolkata on 05.10.2026. SAJAL GOMES (New Name) and Mr. JAMES DAVID SAJAL GOMES (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,Sonjit Mondal(Old Name),Son Of Samir Mondal,Resident Of A/82,Purba Ananda Pally,Purba Putiary,Kolkata-700093,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Sonjit Mondal(Old Name) To Sanjit Mondal(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Sanjit Mondal(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026.Sanjit Mondal(New Name) And Sonjit Mondal(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Bulbul Mondal(Old Name),Wife Of Sanjit Mondal,Resident Of A/82,Purba Ananda Pally,Purba Putiary,Kolkata-700093,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Bulbul Mondal(Old Name) To Bulbul Mondal Roy(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Bulbul Mondal Roy(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 09/10/2026. Bulbul Mondal Roy(New Name) And Bulbul Mondal(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I Sukla Chakraborty wife of Late Pranesh Chakraborty Resident of 15B, Rakhal Das Auddy Road, Alipore , Kolkata-700027, West Bengal, India,declares that in the mutation and tax receipt issued by Uttarpara Kotrang Municipality is wrongly typed as Sikha Chakraborty instead of Sukla Chakraborty.Vide Affidavit No 50892 sworn before the Additional Chief Judicial Magistrate at Alipore on date 09/10/2026.I declare and confirm that Sukla Chakraborty and Sikha Chakraborty are the same and one identical person

Name Change
I,Md Faijulla Biswas(Old Name),Son Of Hatem Biswas,Resident Of Vill & Po - Chaita,Ps-Basirhat,North 24 Parganas-743445,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Md Faijulla Biswas(Old Name) To Faijulla Biswas (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Faijulla Biswas (New Name) In All Purpose,Vide Affidavit No 13 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 01/10/2026.Faijulla Biswas(New Name) And Md Faijulla Biswas(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Hasina Bibi(Old Name),Wife Of Late Md Hatem Biswas,Resident Of Vill & Po - Chaita,Ps-Basirhat,North 24 Parganas-743445,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Hasina Bibi(Old Name) To Hachena Bibi(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Hachena Bibi(New Name) In All Purpose,Vide Affidavit No 12 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 01/10/2026.Hachena Bibi(New Name) And Hasina Bibi(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Noorjahan Begum(Old Name),Wife Of Faijulla Biswas,Resident Of Vill & Po - Chaita,Ps-Basirhat,North 24 Parganas-743445,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Noorjahan Begum(Old Name) To Noorjahan Begam Biswas (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Noorjahan Begam Biswas(New Name) In All Purpose,- Vide Affidavit No 11 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 01/10/2026. Noorjahan Begam Biswas(New Name) And Noorjahan Begum(Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Tahamina Bibi(Old Name),Wife Of Sirajul Haque,Resident Of Barobhege-,Po - Haranagar,Ps - Nakashipara,,Nadia-741137,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Tahamina Bibi (Old Name) To Tahamina Khatun Bibi (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Tahamina Khatun Bibi (New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 06/10/2026.Tahamina Khatun Bibi (New Name) And Tahamina Bibi (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Samsuddin Mondal(Old Name),Son Of Nui Mandal,Resident Of Shimultala Chapra,Po - Chapra,Ps - Dhantala,Nadia-741202,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Samsuddin Mondal (Old Name) To Chhamsel Mandal(New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Chhamsel Mandal (New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 06/10/2026. Chhamsel Mandal (New Name) And Samsuddin Mondal (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

Name Change
I,Potima Debnath(Old Name),Wife Of Pradip Kumar Mandl,Resident Of Vill - Raghunathpur,Po - Churniraghunathpur,Ps - Dhantala,Nadia-741501,West Bengal Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Potima Debnath (Old Name) To Pratima Mandal (New Name) And Henceforth I Shall Be Known As Pratima Mandal (New Name) In All Purpose,Vide Affidavit Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 06/10/2026.Pratima Mandal (New Name) And Potima Debnath (Old Name) Both Are Same And One Identical Person.

মেট্রো স্টেশনে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে সকল যাত্রীর জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। পানীয় জলের গুণমান সংক্রান্ত নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রাখার লক্ষ্যে মেট্রো স্টেশনগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত ও ধারাবাহিক তদারকি করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, বিভিন্ন স্টেশনে পানীয় জল সংক্রান্ত ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন ও তদারকির জন্য একটি বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি, জলের গুণমান নিশ্চিত করতে স্টেশনগুলি থেকে সংগৃহীত পানীয় জলের নমুনার বিস্তারিত গুণমান পরীক্ষা—যার মধ্যে অবশিষ্ট ক্লোরিন, ব্যাকটেরিয়াজনিত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত—করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল ১০০% সন্তোষজনক এবং নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে পাওয়া গেছে।

কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্রুত শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর নিবিড় নজর রাখছেন। পানীয় জলের উৎস, সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিস্রাবণ (ফিল্ট্রেশন) ব্যবস্থা, সংরক্ষণাগার এবং বিতরণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে তার সম্মানিত যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কলকাতায় সমাপ্ত হলো ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: পূর্ব রেলের রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত সাত দিনব্যাপী ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬ আজ কলকাতার সল্টলেকের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) কমপ্লেক্সে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ক্রীড়া চেতনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর ২০২৬ শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন রেলওয়ে জোন ও ইউনিটের প্রতিনিধিত্বকারী ১১টি আরপিএফ ফুটবল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—যথা মধ্য রেল, পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল, পূর্ব উপকূল রেল, উত্তর পূর্ব রেল, দক্ষিণ পশ্চিম রেল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, দক্ষিণ রেল, পূর্ব মধ্য রেল, উত্তর রেল এবং আরপিএসএফ দল। এই প্রতিযোগিতায় রেলকর্মীদের ফুটবল প্রতিভা, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি এবং ক্রীড়াসুলভ মনোভাব উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে। একটি উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের পর তিনি বিজয়ী ও রানার্স-আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পদক প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে টুর্নামেন্ট জুড়ে প্রশংসনীয় ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের জন্য অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানান।

ফাইনালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়নশিরোপা অর্জন করে পূর্ব রেল দল। দক্ষিণ রেল দ্বিতীয় রানার্স-আপ স্থান অধিকার করে। পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে অংশগ্রহণকারী দলগুলির ক্রীড়ানৈপুণ্যে রেল সুরক্ষা বাহিনীর উচ্চমানের শারীরিক সক্ষমতা, দৃঢ় সংকল্প, দলগত সংহতি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার শ্রী অমিয়নন্দন সিনহা, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন), প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার সহ পূর্ব রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ।

টুর্নামেন্টটি লিগ-কাম-নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, যেখানে দলগুলি লিগ পর্ব, কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল পেরিয়ে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায়। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন রেলওয়ে জোনের আরপিএফ কর্মীদের ফুটবল দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, শ্রদ্ধা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য পূর্ব রেলের আরপিএফ-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি রেলকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি এবং ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি প্রসারে খেলাধুলার তাৎপর্যের ওপর জোর দেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলের আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার শ্রী অমিয়নন্দন সিনহা উল্লেখ করেন যে, এই টুর্নামেন্টটি রেলকর্মীদের প্রতিভা, দলগত সহযোগিতা ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি অংশগ্রহণকারী দলগুলির উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন।

ব্যক্তিগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ, ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য পূর্ব রেলের শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস "ম্যান অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হন এবং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে নজরকাড়া ক্রীড়াশৈলীর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের শ্রী আশিস মিঞ্জ "ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট" পুরস্কার লাভ করেন।

৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি ভারতীয় রেলে খেলাধুলা ও ফিটনেস প্রসারের ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হলো। এই আয়োজন রেলকর্মীদের ক্রীড়াদক্ষতা, সৌহার্দ্য, শৃঙ্খলা এবং সার্বিক বিকাশের প্রতি পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে পুনরায় সুদৃঢ় করল।

পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত ডিভিশন জুড়ে পরিচ্ছন্নতা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অভিযান জোরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে, পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনগুলি 'স্বচ্ছ তা পখওয়াড়া ২০২৬' এবং 'বিশেষ অভিযান ৬.০'-এর অংশ হিসেবে সক্রিয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা উদ্যোগ পালন করেছে এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) বিধিমালা, ২০২৬-এর কঠোর সম্মতি প্রচার করেছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনে, রেলওয়ে কর্মী, অনবোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিসেস (OBHS) কর্মী, প্যান্ট্রি ও ক্যাটারিং দল, স্টেশন বিক্রেতা এবং ঠিকাদারদের জন্য সচেতনতামূলক সেশন ও ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অভিযানে চার-ধারার বর্জ্য পৃথকীকরণ, সঠিক নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং অলঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ওপর জোর দেওয়া হয়। সচেতনতা বৃদ্ধি ও যৌথ দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে স্টেশন, কলোনি ও অফিসগুলিতে আইইসি (IEC) পোস্টার প্রদর্শনের পাশাপাশি অঙ্গীকার ও স্বাক্ষর অভিযানের আয়োজন করা হয়।

হাওড়া ডিভিশন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণ এবং বিভাগীয় দায়বদ্ধতা কার্যকর করতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার পরিকল্পনা চালু করে টেকসই পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিভিশনটি বর্জ্য উৎপাদনের উৎসস্থলেই চার-ধারার পৃথকীকরণ (ভেজা, শুকনো, স্যানিটারি এবং বিশেষ যত্ন) চালু করেছে এবং অনুমোদিত পুনর্ব্যবহারকারীদের সাথে বাল্ক ওয়েস্ট জেনারেটরগুলির (BWG) সিপিসিবি (CPCB) পোর্টালে নিবন্ধন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করেছে।

আসানসোল ডিভিশনে, আসানসোল, দুর্গাপুর, অন্ডাল ও অন্ডাল সংলগ্ন এলাকা এবং জাসিডি রেলওয়ে কলোনি সহ প্রধান স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রধান স্টেশনগুলিতে চার-ধারার ডাস্টবিন ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে এবং এর সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। পরিবেশ ও হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (EnHM) বিভাগের নিবিড় নজরদারিতে চারটি স্টেশন, দুটি রেলওয়ে কলোনি, আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল এবং এমডিজেডটিআই (MDZTI) ভুলির জন্য বিডব্লিউজি (BWG) নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে, মালদা ডিভিশন বিবেকানন্দ পার্ক, মালদায় "এক পেড় মা কে নাম" শীর্ষক একটি বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করে। ডিভিশন জুড়ে স্টেশন চত্বর, রেললাইন, ড্রেন এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়।

"পূর্ব রেলওয়ে সামাজিক অংশগ্রহণ, কঠোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ," বলেছেন পূর্ব রেলওয়ের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি।

আজ ফের পথে ইন্ডি জোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি: আজ থেকে ফের পথে নামছে ইন্ডি জোট। জানা গিয়েছে, আগের তিনদিনের তুলনায় অনেক বেশি জনসমাগম হবে সোমবারের কর্মসূচিতে। ইন্ডি জোটের সদস্য দলগুলির যে নেতারা এর আগের কর্মসূচিতে যোগ দেননি, তাঁরাও থাকবেন সোমবার। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম অখিলেশ যাদব। জানা গিয়েছে, ইন্ডিয়া গেট থেকে মিছিল করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবেন প্রতিবাদীরা। তারপর সাক্ষাৎ করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর সঙ্গে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে গত সপ্তাহে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে দিল্লির রাজপথ।

Public Notice
I, Neha Kumari Jaiswal, D/o.- Laxminarayan Jaiswal, W/o.- Shamim Akhtar, R/o.- 240, R.B.S. Road, Natunpara, P.O.- Angus, P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly-712221,West Bengal, have embraced Islam, changing my religion from Hinduism to Islam. I want to change my name from Neha Kumari Jaiswal to Neha Akhtar and shall henceforth be known as Neha Akhtar for all purposes, vide Affidavit No. 23640, dated 05.10.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Chinsurah. That, Neha Kumari Jaiswal and Neha Akhtar both are the same, one and identical person.

Public Notice
We, Sri Sanjib Bhattacheryya and Smt. Sudhriti Bhattacheryya, residing at 5A/2, Akashdeep Apartment,Chandanpukur Bazar,P.O-Nona-Chandanpukur,Dist.-24 PGS(N), W.B,Pin-700122 hereby declare that we are the father and mother of Sri Sagnik Bhattacharyya.
In the Birth Certificate of our son and in his educational records/ certificates, including ICSE, ISC records/certificates, our surname has inadvertently been recorded as "Bhattacharyya" instead of our correct surname "Bhattacheryya", as follows:
Father: Sanjib Bhattacharyya → Sanjib Bhattacheryya
Mother: Sudhriti Bhattacharyya → Sudhriti Bhattacheryya
We hereby declare that Sanjib Bhattacharyya and Sanjib Bhattacheryya are one and the same person, and Sudhriti Bhattacharyya and Sudhriti Bhattacheryya are one and the same person.
The aforesaid discrepancy is solely a spelling variation/error in the records. This declaration is being made for correction of our surname spelling in our son's Birth Certificate and educational records/certificates, wherever the incorrect spelling appears.
Our son's name, "Sagnik Bhattacharyya", shall remain unchanged in all respects. There is no change whatsoever in his identity, parentage or date of birth.
All concerned authorities and persons are hereby informed accordingly.
Sd/- Sanjib Bhattacheryya
Sd/- Sudhriti Bhattacheryya
Date: 09/10/2026
Place: Barrackpore.

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ভগবান শিবের উপাসনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, শিবের অসীম জ্যোতিরূপের প্রতীক হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ১২টি পবিত্র শিবলিঙ্গকে 'দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ' বলা হয়। 'জ্যোতির্লিঙ্গ' শব্দের অর্থ হল জ্যোতির্ময় বা আলোকময় লিঙ্গ। পুরাণে বর্ণিত কাহিনি অনুসারে, ভগবান শিব একবার অসীম আলোকস্তম্ভ বা জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই ঐশ্বরিক প্রকাশের স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই জ্যোতির্লিঙ্গগুলির মাহাত্ম্য গড়ে উঠেছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রতিটি মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনি, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, কেদারনাথ, ভীমাশঙ্কর, কাশী বিশ্বনাথ, ত্র্যম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর এবং ঘৃষ্ণেশ্বর—এই ১২টি তীর্থস্থান শিবভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত এই মন্দিরগুলিতে দর্শন ও পূজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক নয়; এগুলি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ইতিহাস ও তীর্থপরম্পরারও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। লিখছেন কুণাল মালিক

বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য, পুরাণকথা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে শিব উপাসনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবাদিদেব মহাদেবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য তীর্থস্থান, মন্দির ও ধর্মীয় উৎসব। এই পবিত্র তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে অবস্থিত বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির, যা বৈদ্যনাথ ধাম বা বাবাধাম নামেও পরিচিত। বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত মহাদেবের দর্শন লাভের আশায় এখানে ছুটে আসেন।

বৈদ্যনাথ ধামে ভ্রমণ কেবল একটি ধর্মীয় স্থান দর্শন নয়; এটি ভক্তি, বিশ্বাস, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও আত্মিক প্রশান্তির এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, ভক্তদের মুখে 'বোল বাম' ধ্বনি, পূজার্চনার আয়োজন এবং শিবনামের আবহ একজন পর্যটককে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে এই তীর্থক্ষেত্রের পরিবেশ হয়ে ওঠে অত্যন্ত প্রাণবন্ত। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভক্তরা এখানে আসেন মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে এবং নিজেদের মনোবাসনা নিবেদন করতে।

বৈদ্যনাথ ধামের অবস্থান ও পরিচয়

বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর শহরে অবস্থিত। 'দেওঘর' শব্দের অর্থ দেবতাদের ঘর। নামের মধ্যেই এই শহরের ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মন্দিরটি বহু শতাব্দী ধরে শিবভক্তদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ হল গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এখানে মহাদেবের আরাধনা করলে জীবনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয় এবং মানসিক শান্তি লাভ করা যায়। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই স্থান শিবের অসীম করুণা ও আরোগ্যদানের শক্তির প্রতীক।

বৈদ্যনাথ ধামকে ঘিরে রয়েছে বহু মন্দিরের সমাহার। প্রধান মন্দিরের পাশাপাশি চত্বরের মধ্যে এবং আশপাশে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের স্থাপত্যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় নির্মাণশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের চূড়া, গর্ভগৃহ, প্রবেশপথ এবং পূজার প্রচলিত রীতিনীতি মিলিয়ে সমগ্র স্থানটি এক গভীর আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করে। তবে বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থান নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে। দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামকে বহু ভক্ত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হিসেবে পূজা করেন। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের পারলি বৈজনাথকেও কিছু ঐতিহ্যে বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মতভেদ ভারতীয় তীর্থপরম্পরার বৈচিত্র্যের একটি উদাহরণ।

বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের পৌরাণিক কাহিনি

বৈদ্যনাথ ধামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে গেলে রাবণের কাহিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। হিন্দু পুরাণ ও লোকবিশ্বাসে প্রচলিত এই কাহিনি মন্দিরটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

কথিত আছে, লঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন মহাদেবের পরম ভক্ত। তিনি চেয়েছিলেন, মহাদেব যেন তাঁর রাজ্য লঙ্কায় অবস্থান করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন। দীর্ঘদিনের তপস্যাতেও শিবের দর্শন না পেয়ে তিনি নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ উৎসর্গ করতে উদ্যত হন। তাঁর এমন কঠোর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দর্শন দেন। রাবণের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে শিব তাঁকে একটি শিবলিঙ্গ প্রদান করেন। তবে শর্ত ছিল, শিবলিঙ্গটি একবার মাটিতে স্থাপন করা হলে আর সেখান থেকে সরানো যাবে না। রাবণ শিবলিঙ্গটি নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

দেবতারা আশঙ্কা করেন, শিবলিঙ্গ লঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত হলে রাবণের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে রাবণকে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। প্রচলিত কাহিনির একটি সংস্করণ অনুসারে, পথে রাবণের প্রাকৃতিক কর্মের প্রয়োজন হলে তিনি শিবলিঙ্গটি সাময়িকভাবে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। সেই ব্যক্তি ছিলেন ছদ্মবেশী বিষ্ণু বা দেবতাদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উপস্থিত অন্য কেউ—বিভিন্ন বর্ণনায় বিবরণ ভিন্ন।

রাবণ ফিরে আসার আগেই শিবলিঙ্গটি মাটিতে স্থাপন করা হয়। রাবণ বহু চেষ্টা করেও সেটিকে আর তুলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত শিবলিঙ্গটি সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে তা বৈদ্যনাথ ধাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আরেকটি প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়, রাবণের কঠোর তপস্যা ও শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত এই কাহিনির সূত্রেই স্থানটির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কাহিনি কেবল পৌরাণিক ঘটনা নয়; এটি ভক্তির শক্তি, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং মানুষের সীমাবদ্ধতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বৈদ্যনাথ' নামের সঙ্গে শিবের চিকিৎসক বা আরোগ্যদাতা রূপের ধারণাও যুক্ত। 'বৈদ্য' শব্দের অর্থ চিকিৎসক। ভক্তদের বিশ্বাস, মহাদেব এখানে ভক্তদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন। যদিও এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়, তবু এই বিশ্বাস অসংখ্য মানুষের কাছে গভীর সান্ত্বনা ও আশার উৎস।

কীভাবে পৌঁছবেন বৈদ্যনাথ ধামে

বৈদ্যনাথ ধামে পৌঁছনোর জন্য রেলপথ, সড়কপথ ও বিমানপথ—তিনটি ব্যবস্থাই ব্যবহার করা যায়। ভ্রমণের আগে নিজের সুবিধা, বাজেট এবং হাতে থাকা সময় অনুযায়ী যাতায়াতের পরিকল্পনা করা উচিত।

রেলপথে যাত্রা: পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রেনে দেওঘর যাওয়া যায়। দেওঘর রেলস্টেশন এবং জসিডিহ জংশন এই অঞ্চলে পৌঁছনোর গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র। জসিডিহ থেকে দেওঘর শহরের দূরত্ব প্রায় ৭–১০ কিলোমিটার, যদিও নির্দিষ্ট যাত্রাপথ অনুযায়ী দূরত্ব কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। স্টেশন থেকে অটো, ট্যাক্সি ও অন্যান্য স্থানীয় যানবাহনে মন্দিরের কাছে পৌঁছনো যায়।

কলকাতা থেকে যাত্রা করলে ট্রেনের সময়সূচি ও গন্তব্য অনুযায়ী সরাসরি দেওঘর অথবা জসিডিহ যাওয়ার ব্যবস্থা বেছে নেওয়া যেতে পারে। যাত্রার আগে রেলের বর্তমান সময়সূচি, টিকিটের প্রাপ্যতা এবং ট্রেনের স্টপেজ যাচাই করা প্রয়োজন।

সড়কপথে যাত্রা: কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর থেকে গাড়ি বা বাসে দেওঘর যাওয়া সম্ভব। সড়কপথে যাত্রা করলে পথে প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ থাকে। তবে দীর্ঘ যাত্রার ক্ষেত্রে বিশ্রাম, খাবার ও যানজটের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।

বিমানপথে যাত্রা: দেওঘরে দেবঘর বিমানবন্দর রয়েছে। তবে বিমান পরিষেবা, রুট ও উড়ানের সময়সূচি পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বিমানপথ বেছে নেওয়ার আগে বর্তমান পরিষেবা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

সাধারণভাবে, ট্রেনে দেওঘর বা জসিডিহ পৌঁছে সেখান থেকে স্থানীয় যানবাহনে মন্দিরে যাওয়া বহু তীর্থযাত্রীর কাছে সুবিধাজনক বিকল্প।

মন্দির দর্শনের অভিজ্ঞতা

বৈদ্যনাথ ধামে পৌঁছনোর পর প্রথমেই চোখে পড়ে মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যস্ত ধর্মীয় পরিবেশ। মন্দিরের দিকে এগোলে শোনা যায় ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং ভক্তদের শিবনাম। ফুল, বেলপাতা, ধূপ, প্রদীপ ও পূজার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলি তীর্থক্ষেত্রের পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে। মন্দিরে প্রবেশের আগে অনেক ভক্ত গঙ্গাজল বা অন্য পবিত্র জল সংগ্রহ করেন। কেউ নিজের পরিবারের মঙ্গল কামনায়, কেউ সুস্থতা ও শান্তির প্রার্থনায়, আবার কেউ দীর্ঘদিনের মানত পূরণের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। প্রত্যেকের ভক্তির প্রকাশ আলাদা হলেও তাঁদের সকলের লক্ষ্য এক—মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ।

গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের দর্শন এই ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ। দর্শনের সময় ভক্তরা বেলপাতা, ফুল ও জল নিবেদন করেন। কেউ নীরবে প্রার্থনা করেন, কেউ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, আবার কেউ চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত ধ্যানমগ্ন থাকেন। মন্দিরের ভিড়ের মধ্যেও অনেক ভক্ত এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করেন।

বিশেষ দিন ও উৎসবের সময় মন্দিরে ভিড় অনেক বেড়ে যায়। তাই যাঁরা তুলনামূলক শান্ত পরিবেশে দর্শন করতে চান, তাঁদের সাধারণ দিন বেছে নেওয়া সুবিধাজনক হতে পারে। মন্দিরের প্রবেশপথ, পূজার নিয়ম, দর্শনের সময় এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত নির্দেশ ভ্রমণের আগে জেনে নেওয়া ভালো।

শ্রাবণ মাস ও শ্রাবণী মেলা

বৈদ্যনাথ ধামের সঙ্গে শ্রাবণ মাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে শ্রাবণ মাস মহাদেবের আরাধনার জন্য বিশেষ পবিত্র। এই সময় দেওঘর শহর যেন এক বিশাল ধর্মীয় মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়।

শ্রাবণী মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল কাঁওয়ারিয়া বা কাঁধে জল বহনকারী শিবভক্তদের যাত্রা। বহু ভক্ত বিহারের সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গাজল সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে দেওঘরে এসে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গে সেই জল নিবেদন করেন। সুলতানগঞ্জ থেকে দেওঘরের এই পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫ কিলোমিটার বলে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়, যদিও নির্দিষ্ট পথ অনুযায়ী দূরত্বের কিছু পার্থক্য হতে পারে।

এই যাত্রায় অনেক ভক্ত গেরুয়া পোশাক পরেন এবং 'বোল বাম', 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পথে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী শিবির, পানীয় জল, খাবার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা দেখা যায়। বহু মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করেন।

শ্রাবণী মেলা ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক সহযোগিতারও এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিভিন্ন বয়স, পেশা ও অঞ্চলের মানুষ একই উদ্দেশ্যে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লান্তি, বৃষ্টি, ভিড় ও দীর্ঘ পথের কষ্ট সত্ত্বেও তাঁদের মুখে থাকে ভক্তির উচ্ছ্বাস।

তবে শ্রাবণ মাসে প্রচণ্ড ভিড় হওয়ায় বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পর্যাপ্ত জল পান করা, আরামদায়ক জুতো পরা, ভিড়ের মধ্যে দলছুট না হওয়া এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

বৈদ্যনাথ ধামের স্থাপত্য ও মন্দিরচত্বর

বৈদ্যনাথ মন্দিরের স্থাপত্যে প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরশৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রধান মন্দিরের উঁচু চূড়া দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের গঠন তুলনামূলকভাবে সংযত হলেও এর ধর্মীয় গুরুত্ব ও ঐতিহ্য একে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

মন্দিরচত্বরের মধ্যে প্রধান শিবমন্দিরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি ছোট মন্দির রয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নির্মিত এই মন্দিরগুলি বৈদ্যনাথ ধামের ধর্মীয় পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে। দর্শনার্থীরা সাধারণত প্রধান মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সময় ও সুযোগ অনুযায়ী অন্যান্য মন্দিরও দর্শন করেন।

মন্দিরের আশপাশের এলাকায় ধর্মীয় সামগ্রীর দোকান, প্রসাদের দোকান এবং স্থানীয় বাজার রয়েছে। এখানে বেলপাতা, ফুল, ধূপ, প্রদীপ, রুদ্রাক্ষ, শিবের ছবি এবং বিভিন্ন স্মারক সামগ্রী পাওয়া যায়। এই বাজার কেবল পর্যটকদের কেনাকাটার জায়গা নয়, স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মন্দিরের স্থাপত্য ও পরিবেশ উপভোগ করার সময় স্থানটির ধর্মীয় মর্যাদা বজায় রাখা জরুরি। যেখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ, সেখানে ছবি তোলা উচিত নয়। মন্দিরের নিয়ম মেনে চলা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রত্যেক দর্শনার্থীর দায়িত্ব।

দেওঘরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

বৈদ্যনাথ ধাম দর্শনের পাশাপাশি দেওঘরের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান ঘুরে দেখা যায়। হাতে সময় থাকলে এই স্থানগুলি ভ্রমণের আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

১. ত্রিকূট পাহাড়: দেওঘরের কাছাকাছি অবস্থিত ত্রিকূট পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। পাহাড়, সবুজ পরিবেশ এবং বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। আবহাওয়া ও পরিচালনাগত পরিস্থিতি অনুযায়ী এখানে রোপওয়ে-সহ কিছু পর্যটন সুবিধা চালু থাকতে পারে। যাওয়ার আগে বর্তমান পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া উচিত।

২. নন্দন পাহাড়: এটি পরিচিত স্থানীয় পর্যটনকেন্দ্র। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শহরের তুলনায় কিছুটা খোলামেলা আবহ অনেকের কাছে আকর্ষণীয়। পরিবার নিয়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা থাকলে জায়গাটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. তপোবন: ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য তপোবন পরিচিত। পাহাড়ি পথ এবং আশপাশের দৃশ্য ভ্রমণকারীদের মন আকর্ষণ করে। তবে পাহাড়ি এলাকায় চলাফেরার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৪. রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ: দেওঘরের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য সুপরিচিত। তবে এটি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তাই দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি ও নিয়ম সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া উচিত।

৫. সৎসঙ্গ আশ্রম: দেওঘরের অন্যতম পরিচিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হল সৎসঙ্গ আশ্রম। ধর্মীয় আলোচনা, আধ্যাত্মিক জীবনচর্চা ও সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি যুক্ত। দর্শনের আগে দর্শনার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম জেনে নেওয়া ভালো।

এই স্থানগুলি ঘুরে দেখার সময়সূচি নিজের সুবিধা অনুযায়ী সাজানো উচিত। এক দিনে সব জায়গা ঘোরার চেষ্টা না করে মন্দির দর্শনের জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত।

স্থানীয় খাবার ও কেনাকাটা

বৈদ্যনাথ ধাম ভ্রমণের আরেকটি আকর্ষণ হল দেওঘরের স্থানীয় খাবার। শহরে বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাবার, পুরি-তরকারি, খিচুড়ি, মিষ্টি এবং হালকা জলখাবার পাওয়া যায়। ধর্মীয় তীর্থস্থান হওয়ায় মন্দিরের আশপাশে নিরামিষ খাবারের দোকান সহজেই চোখে পড়ে।

দেওঘরের পেড়া বিশেষভাবে জনপ্রিয়। দুধ থেকে তৈরি এই মিষ্টি বহু পর্যটক বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেনেন। এ ছাড়া স্থানীয় বাজারে প্রসাদ, পূজার সামগ্রী, শিবের ছবি ও অন্যান্য স্মারক পাওয়া যায়।

কেনাকাটার সময় খাবারের সতেজতা, প্যাকেটের মেয়াদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। ভিড়ের সময় রাস্তার খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি। পর্যাপ্ত জল পান করা এবং দীর্ঘ যাত্রার জন্য হালকা খাবার সঙ্গে রাখা ভালো।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময় ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

বৈদ্যনাথ ধাম সারা বছরই দর্শন করা যায়। তবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ঋতু ও উৎসবের সময়ের ওপর নির্ভর করে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে, আবহাওয়া সাধারণত তুলনামূলক আরামদায়ক থাকে। এই সময় মন্দির দর্শন ও আশপাশের স্থান ঘোরার জন্য সুবিধা হতে পারে।

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকতে পারে। তাই সকালে দর্শনে যাওয়া, হালকা পোশাক পরা এবং পর্যাপ্ত জল পান করা উচিত। বর্ষাকালে বৃষ্টি ও ভেজা রাস্তার কারণে যাতায়াতে সমস্যা হতে পারে। শ্রাবণ মাসে মন্দিরের বিশেষ ধর্মীয় পরিবেশ উপভোগ করা যায়, কিন্তু এই সময় বিপুল ভিড় হয়। ফলে অপেক্ষার সময় বাড়তে পারে এবং হোটেল ও পরিবহণের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সময় যাওয়ার পরিকল্পনা করলে আগে থেকে থাকার জায়গা ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করে রাখা ভালো। ভ্রমণের সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন: পরিচয়পত্র, টিকিট এবং হোটেল বুকিংয়ের তথ্য নিরাপদে রাখুন। আরামদায়ক পোশাক ও হাঁটার উপযোগী জুতো ব্যবহার করুন।

ভিড়ের মধ্যে নিজের জিনিসপত্রের দিকে নজর রাখুন।

মন্দিরের নিরাপত্তা ও পূজার নিয়ম মেনে চলুন।

শিশু ও বয়স্কদের সঙ্গে থাকলে তাঁদের জন্য বিশ্রাম ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখুন।

দালালের প্রলোভনে না পড়ে পূজা ও দর্শনের নিয়ম সম্পর্কে সরকারি বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

দুই দিনের একটি সম্ভাব্য ভ্রমণ পরিকল্পনা

বৈদ্যনাথ ধাম ভ্রমণের জন্য দুদিন সময় হাতে থাকলে একটি সহজ পরিকল্পনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথম দিন সকালে দেওঘরে পৌঁছে হোটেলে ওঠা ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যায়। এরপর মন্দিরের দর্শনব্যবস্থা অনুযায়ী বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন এবং পূজার্চনা করা যেতে পারে। দর্শনের পর মন্দিরচত্বর ও আশপাশের বাজার ঘুরে দেখা যায়। বিকেলে সময় থাকলে সৎসঙ্গ আশ্রমের মতো কোনো দর্শনীয় স্থানে যাওয়া যেতে পারে, অবশ্যই প্রবেশের নিয়ম যাচাই করে।

দ্বিতীয় দিন সকালে ত্রিকূট পাহাড় অথবা তপোবন ঘুরে দেখা যেতে পারে। এরপর নন্দন পাহাড় কিংবা শহরের অন্য কোনো দর্শনীয় স্থান বেছে নেওয়া যায়। ফেরার আগে স্থানীয় পেড়া ও স্মারক সামগ্রী কেনার জন্য কিছুটা সময় রাখা যেতে পারে।

এই পরিকল্পনা একটি সাধারণ নমুনা মাত্র। ট্রেনের সময়, আবহাওয়া, মন্দিরের ভিড় এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী ভ্রমণসূচি পরিবর্তন করা উচিত।

বৈদ্যনাথ ধাম ভ্রমণের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

একটি তীর্থযাত্রার মূল্য কেবল কতগুলি স্থান দেখা হল, তার ওপর নির্ভর করে না। বরং সেই যাত্রা মানুষের মনে কী অনুভূতি সৃষ্টি করল,তা অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বৈদ্যনাথ ধামে এসে অনেক মানুষ জীবনের দুঃখ, হতাশা ও উদ্বেগ থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি অনুভব করেন। মন্দিরের পরিবেশ, শিবনাম, পূজার্চনা এবং অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত বিশ্বাস তাঁদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। কেউ পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন, কেউ জীবনের কঠিন সময়ে মানসিক শক্তি খোঁজেন, আবার কেউ কেবল মহাদেবের সামনে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকতে চান।

এই তীর্থযাত্রা মানুষকে ধৈর্য, আত্মসংযম ও সহনশীলতার শিক্ষাও দিতে পারে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা, ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষা করা এবং অপরিচিত মানুষের সঙ্গে একই পরিবেশ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভক্তি এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির পাশাপাশি সম্মিলিত সংস্কৃতিরও প্রকাশ।

একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, আধ্যাত্মিক শান্তি লাভের জন্য শুধু মন্দিরে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট নয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সততা, দায়িত্ববোধ এবং অন্যের প্রতি সম্মানও ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মূল্যবোধগুলি সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারলেই তীর্থযাত্রা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ

ভারতের পবিত্র তীর্থস্থানগুলির মধ্যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, ভগবান শিবের জ্যোতির্ময় প্রকাশ যেখানে বিশেষভাবে পূজিত হয়, সেই পবিত্র স্থানগুলিকে জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করা অসংখ্য শিবভক্তের আজীবনের স্বপ্ন। এই পবিত্র তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল গুজরাটের নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির। আরব সাগরের নিকটবর্তী দ্বারকা নগরীর আশপাশে অবস্থিত এই মন্দির শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্র নয়, বরং ইতিহাস, পুরাণ, প্রকৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র।

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ ভ্রমণ মানে কেবল একটি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভগবান শিবের প্রতি অগাধ ভক্তি, পৌরাণিক কাহিনির আকর্ষণ, গুজরাটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এক শান্ত, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাঁরা জীবনের ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় বের করে ধর্মীয় ভ্রমণে যেতে চান, তাঁদের জন্য নাগেশ্বর এক স্মরণীয় গন্তব্য।

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থান ও পরিচয়

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির ভারতের গুজরাট রাজ্যের দেবভূমি দ্বারকা জেলায় অবস্থিত। দ্বারকা শহর থেকে মন্দিরটির দূরত্ব আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার। দ্বারকা হিন্দুধর্মের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সেই কারণে দ্বারকা ও নাগেশ্বরকে একসঙ্গে কেন্দ্র করে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা করা খুবই জনপ্রিয়।

মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ হল ভগবান শিবের নাগেশ্বর রূপে পূজিত জ্যোতির্লিঙ্গ। 'নাগেশ্বর' শব্দটির সঙ্গে নাগ বা সর্পের সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় প্রতীকে সর্প ভগবান শিবের অলংকার এবং শক্তির প্রতীক। তাঁর কণ্ঠে বাসুকি নাগের অবস্থান শিবের নির্ভীকতা, সংযম এবং প্রকৃতির ওপর তাঁর অধিকারকে প্রকাশ করে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে ভক্তদের চোখে পড়ে ধর্মীয় স্থাপত্য, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং ভগবান শিবের বিশাল মূর্তি। চারপাশের পরিবেশে এক ধরনের পবিত্রতা ও প্রশান্তি অনুভব করা যায়। বিশেষত ভোরবেলা অথবা তুলনামূলক নিরিবিলি সময়ে মন্দির দর্শন করলে ভক্তির অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে।

এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের সঠিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। তবে গুজরাটের দ্বারকার নিকটবর্তী নাগেশ্বর মন্দিরটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থ হিসেবে সুপরিচিত।

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের পৌরাণিক কাহিনি

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য বোঝার জন্য এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পৌরাণিক কাহিনিটি জানা প্রয়োজন। এই মন্দিরের পরিচিত কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দারুকা নামের এক অসুর, তার অত্যাচার এবং শিবভক্ত সুপ্রিয়ের অটল বিশ্বাস।

কথিত আছে, প্রাচীনকালে দারুকাবন নামে একটি বনাঞ্চলে দারুকা নামের এক অসুর ও তার সঙ্গীরা মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত। তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ এবং শিবভক্তরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একসময় সুপ্রিয় নামে এক শিবভক্ত অসুরের হাতে বন্দি হন। বন্দি অবস্থাতেও তিনি ভগবান শিবের নাম জপ করতে থাকেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাদেব কখনও তাঁর প্রকৃত ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না।

সুপ্রিয়ের এই গভীর ভক্তি ও একাগ্রতার কাহিনি অনুযায়ী, তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভগবান শিব আবির্ভূত হন। তিনি অসুরের অত্যাচার থেকে ভক্তদের রক্ষা করেন এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাগেশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। কথিত আছে, এই পবিত্র স্থানেই শিব স্বয়ম্ভূ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে বিরাজমান হন। এই কাহিনি ভক্তদের কাছে শুধু একটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ নয়। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের জয়লাভের শিক্ষা। জীবনের কঠিন সময়ে মানুষ যখন অসহায় বোধ করে, তখন সুপ্রিয়ের কাহিনি তাকে মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিশ্বাস ও মানসিক শক্তি ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

নাগেশ্বর দর্শনের সময় এই কাহিনি স্মরণ করলে মন্দিরের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।

মন্দিরের স্থাপত্য ও বিশাল শিবমূর্তি

নাগেশ্বর মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ হল এর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং ভগবান শিবের বিশাল উপবিষ্ট মূর্তি। দূর থেকেই এই মূর্তি দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারি পর্যটন তথ্য অনুযায়ী, মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ২৫ মিটার। মন্দিরের চারপাশের বাগান ও পুকুর পরিবেশটিকে আরও মনোরম করে তুলেছে।

মন্দিরে প্রবেশ করার পর প্রথমেই যে অনুভূতিটি মনকে ছুঁয়ে যায়, তা হল এক ধরনের শান্তি। বাইরে ভক্তদের যাতায়াত, পুজোর প্রস্তুতি এবং মন্দির চত্বরে মানুষের সমাগম থাকলেও মূল উপাসনাস্থলের কাছে পৌঁছালে ভক্তির আবহ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখানে দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জ্যোতির্লিঙ্গের সামনে প্রার্থনা করা। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে মহাদেবের দর্শন পাওয়া ভক্তদের কাছে বিশেষ আবেগের মুহূর্ত। অনেকেই চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করেন, কেউ কেউ নীরবে মন্ত্র জপ করেন, আবার কেউ নিজের পরিবার, সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন।

মন্দিরের বাইরের বিশাল শিবমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সুযোগও রয়েছে। তবে গর্ভগৃহে ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে কি না, তা মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী মেনে চলা উচিত।

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

নাগেশ্বর ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে দ্বারকা শহরকে কেন্দ্র করে যাত্রা শুরু করা সবচেয়ে সুবিধাজনক। দ্বারকায় পৌঁছে হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকালে নাগেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হওয়া যায়। আবার হাতে সময় কম থাকলে দ্বারকাধীশ মন্দির দর্শনের সঙ্গে একই দিনে নাগেশ্বর ভ্রমণও করা সম্ভব।

সকালে মন্দিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সুন্দর। দিনের আলো ফুটতে শুরু করলে গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শহর ছেড়ে মন্দিরের দিকে এগোতে এগোতে পথের দুপাশের দৃশ্য, স্থানীয় জনজীবন এবং শান্ত পরিবেশ ভ্রমণকে উপভোগ্য করে তোলে।

মন্দিরে পৌঁছে প্রথমে শিবমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যেতে পারে। তারপর মূল মন্দিরে প্রবেশ করে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করা যায়। ভিড়ের ওপর নির্ভর করে দর্শনের জন্য কম বা বেশি সময় লাগতে পারে। দর্শন শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ বসে প্রার্থনা করলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও পরিপূর্ণ হয়।

অনেক ভক্ত শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করেন। এই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি মনকে শান্ত করতে এবং প্রার্থনায় মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। তবে ধর্মীয় আচারের ধরন ব্যক্তিভেদে আলাদা হতে পারে; প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাস ও সামর্থ্য অনুযায়ী উপাসনা করেন।

নাগেশ্বর ভ্রমণের সবচেয়ে সুন্দর দিক হল, এখানে ধর্মীয় দর্শনের পাশাপাশি নিজের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগও রয়েছে। ব্যস্ত জীবনের নানা দায়িত্ব, উদ্বেগ ও ক্লান্তি থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে এই পবিত্র স্থানে দাঁড়ালে অনেকের মনেই নতুন উদ্যম ও প্রশান্তির অনুভূতি জন্মায়।

কীভাবে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গে পৌঁছবেন?

নাগেশ্বর ভ্রমণের জন্য ট্রেন, বিমান এবং সড়কপথ—তিনটি মাধ্যমই ব্যবহার করা যায়।

রেলপথে যাত্রা

নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হল দ্বারকা রেলস্টেশন। ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে ট্রেনে দ্বারকায় পৌঁছে সেখান থেকে ট্যাক্সি, অটো বা স্থানীয় পরিবহণে নাগেশ্বর মন্দিরে যাওয়া যায়। দ্বারকা শহর থেকে মন্দিরের দূরত্ব সড়কপথে আনুমানিক ১৬–১৮ কিলোমিটার। যাত্রার সময় যানবাহন ও রাস্তার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাত্রা করলে কলকাতা বা হাওড়া থেকে গুজরাটগামী উপযুক্ত ট্রেনের সন্ধান করা যেতে পারে। সরাসরি ট্রেনের সুবিধা, যাত্রার দিন এবং আসন পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে টিকিট বুক করা ভালো।

বিমানপথে যাত্রা

দ্বারকা যাওয়ার জন্য জামনগর বিমানবন্দর একটি ব্যবহারযোগ্য বিকল্প। পোরবন্দর বিমানবন্দর থেকেও সড়কপথে যাত্রা করা যায়। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ভাড়া করে দ্বারকায় পৌঁছে সেখানে রাত্রিবাস করা সুবিধাজনক। বিমানবন্দর থেকে দ্বারকার দূরত্বের হিসাব নির্দিষ্ট বিমানবন্দর ও নির্বাচিত সড়কপথ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

সড়কপথে যাত্রা

দ্বারকা শহর থেকে নাগেশ্বর যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি বা ব্যক্তিগত গাড়ি বেশ সুবিধাজনক। যাঁরা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করেন, তাঁরা গাড়ি ভাড়া করে নাগেশ্বর, বেট দ্বারকা এবং দ্বারকাধীশ মন্দির একসঙ্গে ঘুরে দেখতে পারেন।

রওনা হওয়ার আগে চালকের সঙ্গে যাত্রার সময়, অপেক্ষার ব্যবস্থা এবং ভাড়া সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলে নেওয়া উচিত। উৎসবের দিনগুলিতে যানজট ও ভিড়ের কারণে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় লাগতে পারে।

নাগেশ্বর ভ্রমণের সেরা সময়

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়টি সাধারণত বেশ আরামদায়ক। এই সময় গুজরাটের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে মনোরম থাকে এবং মন্দির দর্শনের পাশাপাশি আশপাশের পর্যটনস্থল ঘুরে দেখতেও সুবিধা হয়। গুজরাট পর্যটন দপ্তর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসকে বিশেষভাবে উপযোগী সময় হিসেবে উল্লেখ করেছে।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভক্তসমাগম হয়। এই সময় মন্দিরের পরিবেশ ভক্তিময় হয়ে ওঠে। তবে প্রচুর ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আগে থেকেই যাত্রা, থাকার ব্যবস্থা এবং দর্শনের সময় পরিকল্পনা করা উচিত।

শ্রাবণ মাসেও অনেক শিবভক্ত নাগেশ্বর দর্শনে যান। এই সময় শিবপূজার বিশেষ গুরুত্ব থাকায় মন্দিরে ভিড় বাড়তে পারে। যাঁরা নিরিবিলিতে দর্শন করতে চান, তাঁদের উৎসবের দিনগুলি এড়িয়ে সাধারণ দিনে যাওয়া সুবিধাজনক হতে পারে।

নাগেশ্বরের আশপাশে দর্শনীয় স্থান

নাগেশ্বর ভ্রমণের একটি বড় সুবিধা হল, এর কাছাকাছি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক আকর্ষণ রয়েছে। তাই শুধু একটি মন্দির দর্শন না করে দুই থেকে তিন দিনের পরিকল্পনায় পুরো দ্বারকা অঞ্চল ঘুরে দেখা যায়।

১. দ্বারকাধীশ মন্দির

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির দ্বারকার প্রধান আকর্ষণ। প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য, মন্দিরের স্থাপত্য এবং ভক্তিময় পরিবেশ দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। নাগেশ্বর দর্শনের সঙ্গে এই মন্দির ঘুরে দেখলে তীর্থযাত্রা আরও সম্পূর্ণ হয়।

২. বেট দ্বারকা

দ্বারকা অঞ্চলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্থান হল বেট দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের জন্য এই স্থান পরিচিত। নাগেশ্বরের সঙ্গে বেট দ্বারকা ভ্রমণ করলে একই যাত্রায় শিব ও কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থগুলি দর্শন করা যায়।

৩. রুক্মিণী দেবী মন্দির

দ্বারকার কাছে অবস্থিত এই মন্দির দেবী রুক্মিণীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের কারুকার্য ও ঐতিহ্য দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। দ্বারকাধীশ মন্দির দর্শনের পর এখানে যাওয়া যেতে পারে।

৪. গোপী তালাব তীর্থ

নাগেশ্বরের আশপাশের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে গোপী তালাব অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের নিয়ে প্রচলিত কাহিনির সঙ্গে এই স্থানের সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে এখানে যাওয়া যায়।

ভ্রমণের আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন আনন্দদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে কিছু বিষয় আগে থেকে মনে রাখা দরকার।

দর্শনের সময় যাচাই করুন: মন্দিরের দৈনিক সময়সূচি উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবর্তিত হতে পারে। যাত্রার আগে মন্দিরের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সময় জেনে নিন। পোশাক ও আচরণে সংযম রাখুন: ধর্মীয় স্থানের উপযোগী পোশাক পরুন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে চলুন।

প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখুন: পরিচয়পত্র, পানীয় জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সামান্য নগদ অর্থ সঙ্গে রাখুন।

বয়স্কদের জন্য পরিকল্পনা করুন: পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে গেলে বিশ্রাম, যানবাহন এবং হাঁটার সুবিধার দিকে নজর দিন। খরচের হিসাব রাখুন: যাতায়াত, হোটেল, খাবার এবং অন্যান্য খরচের জন্য আগে থেকে বাজেট তৈরি করুন। পুজো বা বিশেষ সেবার খরচ থাকলে তা আলাদাভাবে হিসাব করুন।

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন: মন্দির প্রাঙ্গণ ও আশপাশে আবর্জনা ফেলবেন না। ধর্মীয় স্থান এবং স্থানীয় পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখান।

জরুরি অবস্থা জারি করে ভেঙে দেওয়া হল ইমরানের দলের প্রাদেশিক সরকার, উত্তাল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইসলামাবাদ: খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এ বার জরুরি অবস্থা জারি করে দিল পাকিস্তান। প্রাদেশিক সরকারের উপর গভর্নর শাসন জারি হল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি রবিবার জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। এই ঘোষণার ফলে খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভা, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তাঁদের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে। এখন থেকে ওই প্রদেশে গভর্নর শাসন জারি হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যসচিব পদে ডক্টর মুহাম্মদ ফখর আলম ইরফানকে নিয়োগ করেছে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই প্রদেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্রোহী হামলায় জর্জরিত। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এই প্রদেশে সক্রিয় 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' (টিটিপি)। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যদের পাকিস্তানি তালিবানও বলা হয়। পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে প্রায়শই এদের সংঘর্ষ লেগে থাকে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আফগানিস্তান মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ ইসলামাবাদের।

খাইবার পাখতুনখোয়ার শাসনভার এত দিন ছিল ইমরান খানের দল 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ'-এর (পিটিআই) হাতে। ইসলামাবাদের শাহবাজ় শরিফের সরকার বার বার দাবি করে এসেছে, বিদ্রোহীদের দমনে ব্যর্থ হচ্ছে ইমরানের দলের প্রাদেশিক সরকার। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাদেশিক সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে যথেষ্ট উদ্যোগী হচ্ছিল না। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রাদেশিক সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই থেকে সরে থাকার অভিযোগকে জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

পিটিআই প্রধান ইমরান খানের মুক্তি এবং সঠিক চিকিৎসার দাবিতে ধারাবাহিক ভাবে ইসলামাবাদের উপর চাপ তৈরি করে যাচ্ছেন প্রদেশের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি। গত ৪ অক্টোবর থেকে টানা মিছিল করে যাচ্ছেন তিনি। এর আগে ইসলামাবাদে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভেরও পরিকল্পনা করেছিলেন সোহেলেরা। কিন্তু শাহবাজ়ের সরকার বিক্ষোভকারীদের ইসলামাবাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

এমন পরিস্থিতিতে খাইবার পাখতুনখোয়ায় জরুরি অবস্থা ও গভর্নর শাসন জারির সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রের দাবি, সন্ত্রাসদমনে প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এই পদক্ষেপ। অন্য দিকে, ইমরানের দল পিটিআই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। ফলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির পাশাপাশি কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক সংঘাতও নতুন মাত্রা পেল।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়া বর্তমানে এক গভীর ও বহুমাত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলটি রাজনৈতিক অস্থিরতা, উগ্রবাদী তৎপরতার পুনরুত্থান এবং তীব্র অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের এক জটিল আবর্তে নিমজ্জিত। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রদেশটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাইবার পাখতুনখোয়ার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তাল। প্রদেশটিতে মূলত ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর শক্তিশালী জনভিত্তি রয়েছে, যা ফেডারেল সরকার এবং দেশটির শক্তিশালী সামরিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি বিরোধের সৃষ্টি করেছে। ফেডারেল সরকার ও সামরিক বাহিনীর অভিযোগ, পিটিআই-এর প্রাদেশিক সরকার উগ্রবাদী দমনে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

এই বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে, ২০২৬ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং পিটিআই শাসিত প্রাদেশিক সরকারকে স্থগিত করেছে। এই পদক্ষেপটি একদিকে যেমন কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতার দ্বন্দকে তুঙ্গে তুলেছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেল কাঠামোর ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে।

খাইবার পাখতুনখোয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি গত কয়েক বছরে ক্রমাগত খারাপ হয়েছে। ২০২৫ সাল ছিল প্রদেশের ইতিহাসের অন্যতম সহিংস বছর, এবং ২০২৬ সালেও সেই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিশেষ করে আফগানিস্তানের সাথে দীর্ঘ সীমান্ত, উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রদেশটিতে তৎপর বিভিন্ন উগ্রবাদী গোষ্ঠী, বিশেষ করে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার সিংহভাগই খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানে সংঘটিত হচ্ছে। নিয়মিত আত্মঘাতী হামলা, বোমা বিস্ফোরণ এবং টার্গেট কিলিংয়ের ফলে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে জঙ্গিদের সংঘর্ষ এখন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফেডারেল সরকার ও সামরিক বাহিনীর অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে উগ্রবাদীরা নতুন করে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

উত্তাল এই পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে প্রদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর। নিরাপত্তা সংকটের কারণে বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে শিল্প ও বাণিজ্য খাত স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া, জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সরকারি পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত, যা এমনিতেই নাজুক ছিল, তা এখন আরও ভেঙে পড়ার মুখে। বাসিন্দারা মনে করেন, ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের বলি হচ্ছে সাধারণ জনগণ, এবং নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণের বদলে দায় চাপানোর খেলা চলছে।

খাইবার পাখতুনখোয়ার ভবিষ্যৎ এখন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মুখে। একদিকে জরুরি অবস্থা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিস্থিতির সাময়িক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে বলে সরকারি মহল দাবি করলেও, অন্যদিকে এটি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনরোষের জন্ম দিচ্ছে। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের পথ সংকুচিত হয়ে আসায় সংঘাত আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিরাপত্তা ও রাজনীতির এই বিষচক্র থেকে বের হয়ে আসা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। প্রদেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে হলে প্রয়োজন কেবল সামরিক সমাধান নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেবে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, খাইবার পাখতুনখোয়ার বর্তমান অস্থিরতা কেবল একটি প্রদেশের সমস্যা নয়, এটি পুরো পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি। যদি এই সংকট দ্রুত সমাধান না করা হয়, তবে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বুড়ি গণ্ডকীর হড়পা বানে ফিরল ভোটকোশির স্মৃতি, পাহাড়ের গুহায় ঢুকে প্রাণে বাঁচলেন নেপালের শেরাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঠমণ্ডু: তখন ভোর ৪টে মতো। নিজের হোটেলেই ঘুমোচ্ছিলেন শেরাপ গুরুং। এমন সময়েই বিকট শব্দ! ধড়ফড় করে উঠেছিলেন শেরাপ। দৌড়ে বাইরে বেরোতেই শুনতে পান চারদিকে কানফাটা আওয়াজ। ততক্ষণে গ্রামবাসীরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ ছুটও দিয়েছেন সামনের পাহাড়ের দিকে। বিপদের আশঙ্কা করে শেরাপও আর দেরি করেননি। তিনিও দৌড়ে দিয়ে বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরে সামনের পাহাড়ে আশ্রয় নেন। সেখানে বসেই শেরাপ দেখলেন রাক্ষুসে নদীর ধ্বংসলীলা! সেই দৃশ্যই ভোটকোশির বিপর্যয়ের স্মৃতি উস্কে দিয়েছে তাঁর মনে।

রবিবার ভোরে বুড়ি গণ্ডকী নদীর জল বেড়ে ভয়াবহ হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে নেপালের গোর্খা জেলার একাধিক ঘরবাড়ি ও সেতু। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জন নিখোঁজ। প্রত্যক্ষদর্শী শেরাপ জানান, লোকপায় তাঁর একটি হোটেল রয়েছে। পর্যটকদের ভিড় থাকায় রাতে সেখানেই ছিলেন তিনি। শেরাপ বলেন, 'ভোরবেলা যে বিকট আওয়াজ কানে এসেছে, তা আগের কখনও শুনিনি। আমরা কোনও রকমে পাহাড়ি পথ বেয়ে সামনের পাহাড়ের জঙ্গলে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখলাম, আশপাশের ঘরবাড়ি সব গিলে খেল বুড়ি গণ্ডকী।'

জীবনে এমন বন্যা দেখেননি শেরাপ। তাঁর কথায়, 'অনেকে বলেন, ২৫-৩০ বছর আগে এই নদীতে একবার বন্যা হয়েছিল। কিন্তু তা মোটেও এমন ছিল না। এতটা ভয়াবহ বন্যা আমরা কল্পনাও করিনি।' তাঁর অনুমান, উনগিলুং নদীতে ধস নামার কারণেই হয়তো এই হড়পা বান। জগত এলাকার বাসিন্দা গণেশ কার্কি বলেন, 'আমার তো ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙে। ফোন তুলতেই ওপার থেকে বলে, ভাই, পালাও! পালাও! হড়পা বান আসছে। আমরাও বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

রবিবার সকালে বুড়ি গণ্ডকী নদীতে আচমকা নদীর জলস্তর বাড়তে থাকে। পাথর, কাদার কালো জলস্তরে তলিয়ে যায় বাড়িঘর। তড়িঘড়ি উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন নদীর ধারের বাসিন্দারা। নেপালের গোরখা অঞ্চলে পাহাড় থেকে জলস্রোত নেমে আসে। গত ২৬ অগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভোটকোশি নদীতে হড়পা বান আসে। ১০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারান। ঘরছাড়া হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। এখনও অনেকের খোঁজ নেই। সেই বিপর্যয় সামলে ওঠার আগেই ফের দুর্যোগ!

সূত্রের খবর, শনিবার রাতে ধস নেমে গোর্খা জেলার বুড়ি গণ্ডকী নদীতে অস্থায়ী লেক তৈরি হয়। রবিবার ভোরের দিকে হড়পা বান নামে। গোর্খা, ধাদিং, চিতোয়ানের নদী-পাড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে বুড়ি গণ্ডকী নদীর জল।

লন্ডনে আকাশবাণীর শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, লন্ডন: সম্প্রতি ভারতে বেতার সম্প্রচারের শতবর্ষ পূর্তি পালিত হল। একশো বছর। কম সময় নয়। বাঙালির সুখ-দুঃখে বিনোদনে সঙ্গে থেকেছে তার প্রিয় রেডিও। একটা জাতির সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে। বহন করেছে। রক্ষণ করেছে। তাই বাঙালির কাছে রেডিওস্মৃতি এক বড় আবেগ বইকি! এমনকী বাঙালির শ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসবের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা বেতার। ১৯৩১ সালে আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রথম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে সম্প্রচারিত হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'। আর তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আজও অব্যাহত। সাতসমুদ্দুর পারের বাঙালিরা সেই চেনা সুরের টানেই এবার প্রবাসে জীবন্ত করে তুলছেন কলকাতার রেডিও-স্মৃতি।

লন্ডনের থেমস নদীর পাড়ে বসতে চলেছে এক টুকরো তিলোত্তমা। আয়োজনে 'বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'। ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর ইলিং-এর গানার্সবারি পার্ক স্পোর্টস হাবে জমজমাট 'লন্ডন শারদ উৎসব ২০২৬'। ১০ হাজার বর্গফুটের বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে চলবে উৎসব। বলা হচ্ছে, এটিই নাকি ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারের উৎসবের মূল ভাবনা বেশ অন্যরকম। আকাশবাণী কলকাতার সম্প্রচারের ১০০ বছর পূর্তিকে সম্মান জানাতেই এই আয়োজন। ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট পথচলা শুরু হয়েছিল এই বেতার কেন্দ্রের। খবর, গান, গল্প আর নাটকের গ্রন্থিতে যা যুগে যুগে বাঙালিকে বেঁধে রেখেছে। প্রবাসে বসে মহালয়ার সকালে রেডিওর সেই পুরনো আমেজ ফিরিয়ে আনাই মূল লক্ষ্য। প্রবীণরা খুঁজে পাবেন শৈশবের স্মৃতি। আর নতুন প্রজন্ম চিনবে নিজের শেকড়কে।

উৎসবের প্রাণকেন্দ্র 'ঠাকুর দালান'। প্রথা মেনে সব নিয়ম পালন করা হবে সেখানে। বোধন থেকে শুরু করে সপ্তমী, মহাষ্টমী, কুমারী পূজা, সন্ধিপূজা, মহানবমী ও দশমী—কিছুই বাদ যাবে না। সঙ্গে থাকবে চন্দননগরের বিখ্যাত আলোর কারসাজি। বিলেতের বুকেও তৈরি হবে তিলোত্তমার রূপ-রস-গন্ধ।

সাংস্কৃতিক মঞ্চ 'রঙ্গমঞ্চ'-এ থাকবে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। 'বিবিধ ভারতী'র আয়োজনে বসবে বাংলা গানের আসর। 'গীতমালা'র মাধ্যমে মিলবে কলকাতা ও মুম্বাইয়ের সুর। ছোটদের জন্য থাকছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'। এছাড়া থাকছে বিএইচএফ কুইজ, অন্তাক্ষরী এবং ঢাক-ধুনুচির নাচ। দর্শকরা শুধু যে দেখেই ক্ষান্ত হবেন তা নয়, নাচ-গানে মেতেও উঠতে পারবেন। শেষ দিনের বড় আকর্ষণ আরজে মীরের সঙ্গে আড্ডা। চেনা ভঙ্গিতে আসর জমাবেন তিনি।

আড্ডা আর খাওয়া ছাড়া কি বাঙালির পুজো জমে? তাই থাকছে 'বকুল তলা'। সেখানে মিলবে কলকাতার মুখরোচক স্ট্রিট ফুড। আর চপ-চায়ের সঙ্গে দেদার আড্ডার জন্য তৈরি হচ্ছে 'মুক্ত অঙ্গন'। বাচ্চাদের জন্য থাকছে আলাদা 'খেলার অঙ্গন'। প্রতিদিন ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে গরম গরম ভোগের প্রসাদ।

কমিউনিটির মনের কথা তুলে ধরতে প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ পুজো ম্যাগাজিন 'পার্বণী'। গল্প, কবিতা আর স্মৃতিচারণায় ধরা থাকবে প্রবাস জীবনের অনুভূতি।

সংস্থার পক্ষে কৌশিক চ্যাটার্জি জানান, এবারের আয়োজন ইউরোপের বুকে সবচেয়ে বড় উদযাপন হতে চলেছে এই পুজো। লন্ডনের বুকে বাংলার সংস্কৃতিকে এক নতুন মাত্রায় তুলে ধরাই তাঁদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি: হাসিনা-বিরোধী যুবনেতা-সহ ধৃত চার জনের বিরুদ্ধে রুজু রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে কালি লাগানোর অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে এ বার রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু হল বাংলাদেশে। শনিবারের ওই ঘটনায় শেখ হাসিনা-বিরোধী এক যুবনেতা-সহ মোট চার জনকে গ্রেফতার করে ঢাকা পুলিশ। রবিবার জানা যায়, চার জনের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু হয়েছে।

ঢাকার সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির দেওয়ালে আঁকা রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিতে কালি লেপে দিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, এর পিছনে রয়েছে 'রাষ্ট্র সংলাপ ফোরাম'। এটি জুলাই আন্দোলনের মুখদের নিয়ে তৈরি এনসিপি-র পৃষ্ঠপোষকতায় চলা একটি সংগঠন। শনিবার সেগুনবাগিচায় ঘটা এই ঘটনার পিছনে ছিলেন রাষ্ট্রসংলাপ ফোরামের সভাপতি আ ন ম আয়াশ, অভিযোগ এমনটাই। তাঁর নেতৃত্বে হাতেগোনা কয়েকজন গিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিতে কালি লেপে দেন। যদিও তা দেখেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। বাধা দেওয়া হয় ওই তরুণ-তরুণীদের।

পরে পুলিশকর্মীরা আ ন ম আয়াশ ও এক মহিলা-সহ চারজনকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আটকের আগে ওই মহিলাকে বলতে শোনা যায়, 'ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদ' জানাতে তাঁরা এখানে এসেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বাংলাদেশ বিরোধী'ও আখ্যা দেন। শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আ ন ম আয়াশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এলাকা একটু খালি হতেই চোখে পড়ে একেবারে ভিন্ন একটি চিত্র। কালি লেপা রবীন্দ্র প্রতিকৃতির দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় এক রিকশা চালককে। তিনি জল ঢেলে দেন ওই কালির উপর, তার পরে নিজের কাঁধের গামছা দিয়ে ঘষে কালি তুলে দেন। সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের মুখে তিনি শুধু বলেন, 'তিনি (রবি ঠাকুর) কত বড় মানুষ, ওঁরা তা জানেন না।' ২টি ছবিই নিমেষে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তবে সেগুনবাগিচার শিল্পকলা একাডেমির এই প্রতিকৃতি নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়েছে। ৫ অক্টোবর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একডেমির পাশের ফুটপাত দখলমুক্ত করার পরে ওই দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, জয়নুল আবেদিন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যজিৎ রায়-সহ ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকা হয়। শুক্রবার 'জুলাই রেভ্যুলুশনারি অ্যালায়েন্স' নামের একটি গোষ্ঠী এই ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা সত্যজিৎ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব' বলে আখ্যা দেয়। তারপরেই এই হামলা।

শনিবার দুপুরে ঢাকার সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির সামনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে কালি লাগান এএনএম আয়াস নামে এক যুবনেতা। তিনি বাংলাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন রাষ্ট্র সংলাপ ফোরামের সদস্যসচিব। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাসিনা-বিরোধী নেতা হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে তাঁর। শনিবারের ঘটনায় আয়াসের সঙ্গে গ্রেফতার হন তাঁর তিন সঙ্গীও। ঢাকা পুলিশের রমনা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জাহিদুল ইসলাম বলেন, "রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ওই চারজনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।"

ঢাকার সেগুনবাগিচায় চলতি মাসেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করেন স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ। পরে ওই ফুটপাথ লাগোয়া দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যজিৎ রায়-সহ বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতি আঁকা হয়। শনিবার সেই দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে কালি লাগান ধৃতেরা। কী কারণে তিনি ছবিটি মুছে ফেলার চেষ্টা করছিলেন, তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়।

অতীতেও বিভিন্ন বিতর্কিত কাজকর্মে বাংলাদেশের এই যুবনেতার নাম জড়ায়। গত মাসে মাগুরায় বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ শাকিব আল হাসানের বাড়ির সামনে মূত্রত্যাগও করেছিলেন তিনি। গত দু'বছরে বিভিন্ন সময়ে হাসিনা-বিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এমনকি তাঁর ভারত-বিরোধী বেশ কিছু মন্তব্যও অতীতে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছিল।

'পাশে ঘেঁষতে দেয় না, আবার বিক্রি', মার্কিন 'এফ-৩৫' যুদ্ধবিমান কেনার দাবি খারিজ বায়ুসেনা প্রধানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, যোধপুর: মার্কিন বায়ুসেনা কমান্ডারের পাশে বসেই আমেরিকাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং। আমেরিকার পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ ভারতকে বিক্রির প্রসঙ্গ উঠলে পালটা কটাক্ষের সুর শোনা গেল সিংয়ের গলায়। স্পষ্ট ভাষায় এই যুদ্ধবিমান ক্রয়ের দাবি খারিজ করে জানালেন, 'মার্কিন আধিকারিকরা ভারতীয় আধিকারিকদের ওই বিমানের পাশে ঘেঁষতে দেন না। এরাই আবার এই বিমান ভারতকে বিক্রির কথা বলছে।'

'তরঙ্গ শক্তি ২০২৬'-এর মহড়া শেষে শনিবার যোধপুরে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং। সেখান উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সেস-এর কমান্ডার জেনারেল কেভিন স্নাইডার। সেখানেই এক বিদেশি সাংবাদিকদের তরফে বায়ুসেনা প্রধানকে প্রশ্ন করা হয়, আমেরিকা তাদের পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ ভারতকে বিক্রির জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে কি না। উত্তরে এপি সিং বলেন, "আপনাদের আধিকারিকরা আমাদের ওই বিমানের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আর আপনারা আমাদের কাছে তা বিক্রির কথা বলছেন।" বায়ুসেনা প্রধান স্পষ্ট জানান, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির জন্য ভারত এখনও আমেরিকার থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পায়নি।

মার্কিন এফ-৩৫ কেনার সম্ভাবনায় জল ঢাললেও আমেরিকার সামনেই রাশিয়ার সুখোই বিমান প্রসঙ্গে ইতিবাচক বার্তা দেন সিং। তিনি বলেন, "রাশিয়ার পঞ্চম প্রজন্মের এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাব পেয়েছি। তবে এই বিমান আমাদের চাহিদা কতটা পূরণ করবে তা মূল্যায়ন করার পরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর অন্যান্য সক্ষমতার কথা বলতে গেলে, সেগুলি সবই উপলব্ধ, তাই আপাতত আমরা এটুকুই জানি।"

এছাড়াও বায়ুসেনা প্রধান আরও বলেন, ভারত ভবিষ্যতের যুদ্ধবিমানের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করছে এবং দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন শক্তিশালী করার দিকেও মনোযোগ দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে ভারত। শুধু তাই নয়, ভারত পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরির জন্যও কাজ করছে।

রঞ্জি ট্রফি

এবার কি টনক নড়বে গম্ভীরদের?

দিল্লি ২৪০ রানে শেষ, আগুনে সামির ৪ উইকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা: জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দাবিকে আরও জোরালো করছেন মহম্মদ সামি । দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলের বাইরে থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে ধারাবাহিক ভাবে নজর কাড়ছেন বাংলার এই পেসার। কল্যাণীতে রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই দুরন্ত বোলিং করে প্রতিপক্ষকে ২৪০ রানে অলআউট করতে বড় ভূমিকা নিলেন তিনি।

৩ ওভার বল করে মাত্র ৩০ রান দিয়ে চার উইকেট তুলে নেন সামি। তাঁর ইকোনমি রেট দুইয়েরও কম, মাত্র ১.৭১। এমন পারফরম্যান্সের পরেও কি জাতীয় দলের নির্বাচক এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের নজরে পড়বেন না অভিজ্ঞ এই পেসার?

২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর থেকে আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি সামি। চোটের ধাক্কা কাটিয়ে ফেরার পর তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে পারফরম্যান্স করে বার বার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন তিনি। তা হলে জাতীয় দলে ফেরার জন্য আর কী করতে হবে সামিকে? এই প্রশ্নই এখন উঠছে ক্রিকেট মহলে। এরই মধ্যে সামির প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। কল্যাণীতে দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন সামি। ১৭.৩ ওভারে মাত্র ৩০ রান দিয়ে চার উইকেট নেন তিনি। তাঁর ইকোনমি রেট ১.৭১। শুধু উইকেট নেওয়াই নয়, রান আটকে রেখে দিল্লির ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বাংলার পেসার। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে ২৩ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন সামি। ভারতকে ফাইনালে তোলার পথে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০-র বেশি উইকেট রয়েছে তাঁর। সেই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন জাতীয় দলের বাইরে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পরেও যদি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ না আসে, তা হলে সামির কাছে নির্বাচকদের প্রত্যাশা ঠিক কী, সেই প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

সামিকে নিয়ে আশাবাদী রায়না

নিজস্ব সংবাদদাতা: জাতীয় দলে অভিজ্ঞ পেসারদের ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সামির প্রসঙ্গ তুলেছেন সুরেশ রায়না। ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। তাঁর ফিটনেস ও পরিশ্রমের প্রশংসা করার পাশাপাশি সামির পারফরম্যান্সের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রায়না।

ভারতীয় সফট বল ক্রিকেট লিগের জার্সি প্রকাশ অনুষ্ঠানে রায়না বলেন, '৩৬ বছর বয়সেও ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া একজন ক্রিকেটারের মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। ভুবনেশ্বর খুব নিয়ম মেনে চলা বোলার। ও নিজের শরীরের যত্ন নিয়েছে, ফিটনেসের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে এগিয়েছে।'

সামির প্রসঙ্গে রায়না বলেন, 'অবশ্যই, আমার মনে হয় সামি ভালো খেলেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ভালো পারফরম্যান্স করেছে। এখন ভুবির সুযোগ এসেছে, সামিও ওর পিছনেই রয়েছে। তাই চিন্তার কিছু নেই।' কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই পারফরম্যান্স কি জাতীয় দলের নির্বাচকদের নজরেও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে? এক দিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে উইকেট তুলে নিজের ছন্দের প্রমাণ দিচ্ছেন সামি, অন্য দিকে জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য এখনও বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচক এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের পরিকল্পনায় সামির জায়গা কোথায়, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

জেমি ম্যাকলারেন ছাড়াই গুয়াহাটিতে মোহনবাগান

আইএসএল

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা লিগ জয়, তার পর ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ঘরে তোলা— মরশুমের শুরুটা দারুণ ছন্দে করেছে মোহনবাগান এসজি। এবার লক্ষ্য আইএসএল। কিন্তু দেশের সেরা লিগে অভিযান শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল সবুজ-মেরুন শিবির। চোটের কারণে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না দলের অন্যতম ভরসা জেমি ম্যাকলারেন।

শনিবারও তাঁকে নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন কোচ পানাগিয়েটিস ডিলিমপেরিস। কিন্তু অনুশীলনে ফের অস্বস্তি অনুভব করেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে ম্যাকলারেনকে ছাড়াই আইএসএল-এর প্রথম ম্যাচ খেলতে গুয়াহাটি উড়ে গেল মোহনবাগান। ঘরোয়া ফুটবলে ট্রফি জয়ের যে ছন্দ তৈরি হয়েছে, এ বার সেই ছন্দ আইএসএল-এ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ পানোসের সামনে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ম্যাকলারেন ও আপুইয়া, দু'জনেরই দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন পানোস। কিন্তু এক দিনের মধ্যেই বদলে গেল পরিস্থিতি। অনুশীলনের সময়ে অস্বস্তি অনুভব করেন ম্যাকলারেন। তাই মরশুমের শুরুতেই তাঁকে নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাননি কোচ। তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হবে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মোহনবাগানের এর পরের ম্যাচ ১৬ অক্টোবর, এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচও অ্যাওয়ে। ম্যাকলারেনের চোটের অবস্থা সন্তোষজনক হলে তাঁকে সরাসরি দিল্লিতে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পাঠানো হতে পারে। তবে আপাতত তাঁর চোটের পরিস্থিতি বুঝে এগোতে চাইছে মোহনবাগান।

ম্যাকলারেনের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে আক্রমণভাগের পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলবে। আইএসএল-এর প্রথম ম্যাচেই তাঁকে না পাওয়ায় প্রথম একাদশ সাজাতে নতুন করে ভাবতে হবে পানোসকে। শনিবার কোচ জানিয়েছিলেন, অনুশীলনের পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ম্যাকলারেন ছিটকে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনায় বদল আনতেই হচ্ছে।

শুধু ম্যাকলারেন নন, অসুস্থতার কারণে দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যেতে পারেননি কিয়ান নাসিরিও। জ্বর হয়েছে তাঁর। রবিবার সকালে অনুশীলনের পর দুপুরে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেয় মোহনবাগান।

কলকাতা লিগ ও আইএফএ শিল্ড জয়ের পর এ বার আইএসএল-এ নিজেদের মেলে ধরতে চায় মোহনবাগান। রবিবার গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে দুই দলেরই এটি চলতি আইএসএল-এর প্রথম ম্যাচ। ফলে শুরু থেকেই পয়েন্টের খাতা খুলতে মরিয়া থাকবে দু'পক্ষ। কিন্তু ম্যাকলারেনের চোটের ধাক্কা সামলে দলকে কতটা গুছিয়ে নামাতে পারেন পানোস, সে দিকেও নজর থাকবে।

ডুরান্ড কাপে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের পর টাইব্রেকারে জিতেছিল মোহনবাগান। তবে সেই জয়কে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ কোচ। তাঁর মতে, ডুরান্ডের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। শিলংয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হওয়া সেই ম্যাচে দুই দলই কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে পায়নি। পানোস বলেছিলেন, 'আশা করি, এ বার ম্যাচটা সম্পূর্ণ আলাদা হবে। ডুরান্ড কাপে শিলংয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। সেই ম্যাচের পরিস্থিতিও আলাদা ছিল। নর্থইস্ট সে বার কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে প্রথম থেকে খেলায়নি। অন্য দিকে, আমরাও জাতীয় দলের ফুটবলারদের পাইনি। তাই আগের ম্যাচের সঙ্গে এ বারের তুলনা করা ঠিক হবে না। তবে আমাদের জিততেই হবে।'

প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন মোহনবাগান কোচ। নর্থইস্টের কোচ পেদ্রো বেনালির প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছিলেন, আইএসএল-এর শুরুতেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে তাঁর দলকে। ফলে ঘরোয়া ফুটবলে পরপর ট্রফি জয়ের আত্মবিশ্বাস থাকলেও নর্থইস্টের বিরুদ্ধে সহজ ম্যাচের আশা করছেন না তিনি।

শেষ হল ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট

পূর্ব রেলওয়ে আরপিএফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০২৬ আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবলয়ে পূর্ব রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন হল। রবিবার কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় স্পোর্টস অথিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) কমপ্লেক্সে ফাইনাল ম্যাচে পূর্ব রেলের সুরক্ষা বাহিনী ১-০ গোলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তকে হারায়। এই টুর্নামেন্টের আয়োজক পূর্ব রেল সুরক্ষা বাহিনী(আরপিএফ)।

সাতদিন ব্যাপী ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ক্রীড়া চেতনার মধ্য দিয়ে ৫ অক্টোবর লিগ-কাম নক আউট পদ্ধতিতে শুরু হয়েছিল। শুরুর দিনের মত এদিন শেষ দিনে ফাইনাল ম্যাচেও পূর্ব রেলের জয়ের মধ্যেও একই ধারা বজায় রেখেছিল। এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন রেলওয়ে জোন ও ইউনিটের প্রতিনিধিত্বকারী ১১টি আরপিএফ ফুটবল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—যথা মধ্য রেল, পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল, পূর্ব উপকূল রেল, উত্তর পূর্ব রেল, দক্ষিণ পশ্চিম রেল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, দক্ষিণ রেল, পূর্ব মধ্য রেল, উত্তর রেল এবং আরপিএসএফ দল। এই প্রতিযোগিতায় রেলকর্মীদের ফুটবল প্রতিভা, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি এবং ক্রীড়াসুলভ মনোভাব উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে। একটি উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের পর তিনি প্রথমে বিজয়ী ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেবার পর খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পদক প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে টুর্নামেন্ট জুড়ে প্রশংসনীয় ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের জন্য অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানান। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য পূর্ব রেলের আরপিএফ-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি রেলকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি এবং ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি প্রসারে খেলাধুলার তাৎপর্যের ওপর জোর দেন।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয়নন্দন সিনহা, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন), প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার সহ পূর্ব রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলের আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয়নন্দন সিনহা উল্লেখ করেন যে, এই টুর্নামেন্টটি রেলকর্মীদের প্রতিভা, দলগত সহযোগিতা ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি অংশগ্রহণকারী দলগুলির উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন।

পূর্ব রেলের সঞ্জয় বিশ্বাস "ম্যান অফ দ্য ম্যাচ" এবং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে নজরকাড়া ক্রীড়াশৈলীর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের আশিস মিঞ্জ "ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট" পুরস্কার লাভ করেন। ৩৪তম আন্তঃরেলওয়ে আরপিএফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি ভারতীয় রেলে খেলাধুলা ও ফিটনেস প্রসারের ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হল। এই আয়োজন রেলকর্মীদের ক্রীড়াদক্ষতা, সৌহার্দ্য, শৃঙ্খলা এবং সার্বিক বিকাশের প্রতি পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে পুনরায় সুদৃঢ় করল।

ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল লিও মেসির

নিজস্ব সংবাদদাতা: আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলার চার দিনের মধ্যেই ক্লাবের হয়ে মাঠে নেমে জোড়া গোল লিওনেল মেসির । দেখা গেল 'মেসি ম্যাজিক'-ও তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সে মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। বাকি দু'টি গোল লুইস সুয়ারেজের।

চার দিন আগে বেনিনের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচেও গোল পেয়েছিলেন তিনি। এবার ক্লাবের জার্সিতে ফিরেই জোড়া গোল পেলেন এলএম১০। মায়ামির হয়ে গোলের খাতা খোলেন সুয়ারেজ। ম্যাচের ৩ মিনিটেই বাঁ পায়ের শটে দলকে এগিয়ে দেন উরুগুয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক।

৩৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়ান তিনি। সুয়ারেজের দু'টি গোলের পিছনেই অবদান ছিল বেরতেরামের।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচের রং বদলে দেন মেসি। ৪৭ মিনিটে সুয়ারেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটের গোলে স্কোর লাইন ৩-০ করেন তিনি। ৬০ মিনিটে মেসির দ্বিতীয় গোলটি ছিল দেখার মতো। ডিসি ইউনাইটেডের তিন ফুটবলারকে কাটিয়ে বল জালে জড়ান আর্জেন্টিনার মহাতারকা। যে ধরনের গোল দেখতে অভ্যস্ত ফুটবলপ্রেমীরা, সেই চেনা মেসিকেই যেন ফিরে পেলেন তাঁরা।

জোড়া গোলের ফলে চলতি লিগে মেসির গোলসংখ্যা বেড়ে হল ২৩। ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয়ের পর ২৮ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। ২৮ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল। তবে চর্চা চলছে মেসির জোড়া গোল নিয়েই। কেরিয়ারের ৯৩৪তম গোল পেলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর পরেও যে তাঁর পায়ের জাদু একটুও ফিকে হয়নি, আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন দেশের জার্সি গায়ে ১২৬ গোল করা মহাতারকা।

চুলের মুঠি ধরে লাল কার্ড ভিনিসিয়াসের

নিজস্ব সংবাদদাতা: লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ । কিন্তু ম্যাচের শেষে আলোচনার কেন্দ্রে দলের জয় নয়, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের লাল কার্ড। প্রতিপক্ষের ফুটবলারের চুল টানার ঘটনায় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ব্রাজ়িলের তারকাকে। ম্যাচের পর সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেও বিতর্ক থামেনি। উল্টে আগামী ২৫ অক্টোবর বার্সেলোনার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ এল ক্লাসিকোয় তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ভিনিসিয়াস। তার উপর চলতি মরশুমে তাঁর পারফরম্যান্সও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৫২ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন ভিনিসিয়াস। তার আগে ইয়ান দিওমান্দের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। মাঠে নেমে ব্যবধান বাড়িয়েছেন বলে ভেবেছিলেন ব্রাজ়িলের তারকা। কিন্তু গোলের আগে ভিয়ারিয়ালের নাথান সালিবার চুল টানার ঘটনা নজরে আসে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির । ভিডিয়ো দেখে গোল বাতিল করেন রেফারি ইসিদ্রো দিয়াজ় দে মেরা। সেই সঙ্গে ভিনিসিয়াসকে সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন তিনি।

ভারতের মেয়েরা খেল ৮ গোল

নিজস্ব সংবাদদাতা: লজ্জা-হতাশা-উদ্বেগ! মহাশক্তিধর রাশিয়ার বিরুদ্ধে অঘটনের আশা ভারতের কোনও ফুটবলভক্তই দেখেন না। তাবলে ন্যূনতম লড়াই দেবে না? রাশিয়া মহিলা দলের বিরুদ্ধে একেবারে আত্মসমর্পণ করে ০-৮ গোলে হারল ভারতের মেয়েরা। আগের ম্যাচে তবু ০-৪ গোলে হেরে 'সম্মান' বজায় রেখেছিল। এই ম্যাচে সেটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেল সঙ্গীতা বাসফোরদের। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলল ভারত। প্রথমটা হেরেছিল ০-৪ গোলে। মহিলা ফুটবলের ফিফা র্যারিঙ্কিংয়ে রাশিয়া রয়েছে ২৭-এ। ভারত ৬৯তম স্থানে। লড়াই নিঃসন্দেহে অসম। সেটা মাঠে বারবার প্রমাণ হল। সবচেয়ে বেশি বোঝা গেল শারীরিক সক্ষমতায়। রাশিয়ার দল গতিতে বারবার পরাস্ত করছিল। গায়ের জোরে ক্রিস্পিন ছেত্রীর দলের মেয়েরা কিছুতেই পেরে উঠছিল না।

বায়ার্নের রবিনের ৯ সেকেন্ডে গোলের বিশ্বরেকর্ড

চেলসির বড় জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা: আন্তর্জাতিক ব্রেক শেষ হওয়ার পরে বিস্ফোরক শুরু করল চেলসি। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তারা বোর্নমাউথকে হারাল ৫-১। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল আগে গোল হজম করেও লিডসকে ২-১ হারিয়ে থেকে গেল দু'নম্বরে।

প্রিমিয়ার লিগে চেলসির হয়ে জোড়া গোল করেন জর্ডন হেন্ডারসন ও জোয়াও পেদ্রো। অন্য গোল মর্গ্যান রজার্সের। তিন মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রজার্স। চেলসি উঠে এল পাঁচ নম্বরে। আর্সেনাল লিডসে ২-১ হারিয়েছে রিকার্দো কালাফিওরির ও ব্রুনো গিমারায়েসের গোলে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টটেনহ্যামের সঙ্গে ১-১ ড্র করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ব্রায়ান এমবেউমোর গোলে এগিয়ে ছিল লাল ম্যানচেস্টার। ইনজুরি টাইমে গোল শোধ করেন দোমিনিক সোলাঙ্কে। লা লিগায় বার্সেলোনা ৩-০ হারিয়েছে খেতাফেকে। বার্সার গোলগুলি করেন অ্যান্থনি গর্ডন, গাব্রিয়েল জেসুস ও জুল কুন্দে।

বুন্দেশলিগায়ঃ বুন্দেশলিগায় অবশ্য চমক দিতে বসেছিল অগসবুর্গ। বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে মাত্র ন'সেকেন্ডে গোল করে ইতিহাসে নাম তুললেন অগসবুর্গের রবিন ফেলহাউয়ার। কিক-অফ থেকে আসা ব্যাকপাস পেনাল্টি বক্সের বাইরে রিসিভ করতে চলে এসেছিলেন বায়ার্ন কিপার মানুয়েল নুয়ের। কিন্তু প্রেসিং করছিলেন রবিন। নুয়ের বলটি পাস করতে গিয়েছিলেন লব তুলে। যা রবিনের গায়ে লেগে পেনাল্টি বক্সের দিকে চলে যায়। সেই বল তাড়া করেই গোল করেন রবিন। বুন্দেশলিগার ইতিহাসে এটিই দ্রুততম গোল। চলতি মরশুমে ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগেও এটি দ্রুততম। ম্যাচটি ২-২ ড্র করে বায়ার্ন। মিউনিখের ক্লাবের হয়ে গোল দুটি করেন ইসমাইল সাইবারি ও নাথানিয়েল ব্রাউন।

কাগজের প্লেনে থমকে ফুটবল, বিক্ষোভের জেরে পরিত্যক্ত লা লিগার ম্যাচ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ স্পেনের লা লিগায় কাগজের প্লেন আর রবারের বলে থমকে গেল ফুটবল। রায়ো ভায়েকানো ও অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ম্যাচে সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত খেলা বাতিল করতে বাধ্য হলেন রেফারি। শনিবার রায়োর ঘরের মাঠে এই ঘটনা ঘটে। ১৫ মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখার পরেও বিক্ষোভ থামেনি। ম্যাচ বাতিলের সময় দু'দলের স্কোর ছিল ০-০।

স্পেনের লা লিগায় কাগজের প্লেন আর রবারের বলে থমকে গেল ফুটবল। রায়ো ভায়েকানো ও অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ম্যাচে সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত খেলা বাতিল করতে বাধ্য হলেন রেফারি। শনিবার রায়োর ঘরের মাঠে এই ঘটনা ঘটে। ১৫ মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখার পরেও বিক্ষোভ থামেনি। ম্যাচ বাতিলের সময় দু'দলের স্কোর ছিল ০-০।

ম্যাচের ১৩ মিনিটে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রাউল মার্তিন প্রেসার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করেন রায়োর সমর্থকরা। এর পর মাঠে কাগজের প্লেন, রবারের বল-সহ নানা জিনিস ছুড়তে থাকেন তাঁরা। মাঠ থেকে সেগুলি সরানোর জন্য খেলা বন্ধ রাখা হয়। স্টেডিয়ামের ঘোষণায় সমর্থকদের শান্ত হওয়ার আবেদনও জানানো হয়। কিন্তু খেলা ফের শুরু হতেই আবার বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন রেফারি।

ক্লাব পরিচালনা থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের বেহাল পরিকাঠামো— বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই ক্ষুব্ধ রায়োর সমর্থকরা। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ক্লাবের ঘরের মাঠ এস্তাদিও দে ভায়েকানো সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিদর্শনে স্টেডিয়ামে লেজিওনিয়ার্স রোগ ছড়ানোর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়টিও উঠে আসে।

মাঠ ও অনুশীলনের পরিকাঠামো নিয়েও আগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ফুটবলাররা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং গরম জলের ব্যবস্থা না থাকার মতো অভিযোগও রয়েছে। টিকিট কাটার জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে সমর্থকদের। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পেনের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগে রায়োই একমাত্র ক্লাব, যাদের টিকিট কাটার কোনও ওয়েবসাইট নেই। ক্লাবের এই সমস্যাগুলির জন্য প্রেসাকেই দায়ী করছেন সমর্থকদের একাংশ। যদিও প্রেসার পাল্টা অভিযোগ, আঞ্চলিক প্রশাসন ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্লাবকে নিশানা করছে। সব মিলিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমর্থকদের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছে। শনিবারের বিক্ষোভ সেই রোষেরই বহিঃপ্রকাশ। ম্যাচ দেখতে যাওয়া অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সমর্থকদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে ক্লাব।

শ্রীমতি শর্মিলা চক্রবর্তী কর্তৃক মালিকানাধীন ও প্রকাশিত এবং রীতেশ বাজপেয়ী কর্তৃক মুদ্রিত; মুদ্রণস্থল: এল.এস. পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, থানা - নারকেলডাঙা; প্রকাশনা কার্যালয়: ৩০ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত,
সম্পাদক - দিলীপ সরকার (সংবাদ নির্বাচনের জন্য পি.আর.বি অ্যাক্ট দ্বারা দায়বদ্ধ) ডেপুটি এডিটর রিম্পি পাল। আর.এন.আই নং- RNI WBBEN2007/24258, ইমেল ঃ niharipublisher@gmail.com/banglardinkaal@gmail.com যোগাযোগ ৯০৫১৫১৬০০১

Owned and Published by Smt Sarmila Chakraborty and Printed by Ritesh Vajpeyi Printed at L.S.Publications Pvt Ltd. 4, Canel West Road, P.S - Narkeldanga and Published from 30, Chittaranjan Avenue, 3rd Floor, Kolkata - 700012,
Editor- Dilip Sarkar, (Responsible for selection of news under PRB Act.) Deputy Editor Rimpi Paul. RNI No. RNI WBBEN/2007/24258 email- **niharipublisher@gmail.com/bangladvtdinkaal@gmail.com** Contact - **9051516001**